Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/122	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1295b.s. (1888)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Hemchandra Basu, 149/1 Baranasi Ghosh Street.
Author/ Editor:	Ddakshinacharan Smrititirtha (tr.)	Size:	13x21cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Sangsarchakra: part I	Remarks:	

সংসারচক্র

অর্থাৎ

ভব-সংসার পারের অক্ষয় তরণী।

গর্ব্বং ধনং মান মুতাপি রাজ্যং
সংসারচক্রে ক্ষণিকং প্রপশ্য।
প্রতিক্ষণং মৃত্যুরপেক্ষতে যৎ
পারত্রিকং চিন্তয় চিত্ত নিত্যম্ ॥

১ম খণ্ড PART I.

শ্রীদক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ কর্ত্তৃক অনুবাদিত
ও
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৪৯।১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

Calcutta.
PRINTED BY WOOMA CHARAN CHUCKRABUTTY,
AT
THE HERALD PRINTING WORKS.
107, Bow Bazar Street.

ফাল্গুন।
সন ১২৯৫ সাল।

ভূমিকা।

এই অসীম ভূমণ্ডল, ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত নভোমণ্ডল—যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই বিশ্বপাতার অসীম শক্তি আলোকিত হয়। ভূতভাবন অনাদি চক্রধরের কি অপূর্ব্ব চক্রে এই সংসার-চক্র নিয়ত ঘূর্ণায়মান হইতেছে; তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুমান করা সামান্য মানব যোনির নিতান্ত অসাধ্য। জীবগণ কিরূপে পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া সংসার-চক্রে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ এবং পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিয়া পুনরায় পরমাত্মে বিলীন হয়, তদ্বিষয়ে পুরাতন ঋষিগণ নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। একবার এই সংসার-চক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন, কেহ কলধৌত সদৃশ সৌধতলে অবস্থান করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন এবং কেহ বা তাহার দাসত্ব অবলম্বন করিয়া পদে পদে প্রভুর ভ্রূকুটী ভঙ্গী সহ্য করিয়া দীন মনে দিন যামিনী যাপন করিতেছে; কেহ সুবাসিত কুসুম কাননের সুগন্ধে অবস্থান করিয়া আর্য্য-দেবগণের স্তুতিগানে নিযুক্ত; পক্ষান্তরে অন্য সম্প্রদায় মদ্যগন্ধ প্রদেশ সমূহ পরিপূরিত করিয়া পুলকিত চিত্তে বারবণিতাদিগের আরাধনা করিতেছে। কাহারও হৃদয়ে দয়া, কাহারও অন্তঃকরণে নিষ্ঠুরতা চিরকাল মূর্ত্তিমতী। কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র, কেহ প্রভু, কেহ বা ভৃত্য; কেহ রাজ্যেশ্বর, কেহ বা পথের ভিকারী হইতেও অধম। নিত্য ঘটনার অবধি নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি স্থানে কতই নূতন পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অদ্য যে গৃহ জন কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া দিগঙ্গনাগণের কর্ণ বধির করিতেছে, কল্য আবার সেই স্থান একবারে জনশূন্য। আজ যেখানে ফলভারাবনত পাদপরাজি বিরাজিত হইয়া প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল, কাল আবার সেই স্থান নরকভূমি অপেক্ষাও অধিকতর ভীষণ হইতেছে। অদ্য যিনি দরিদ্র, কল্য তিনি অপরিমিত অর্থের অধিপতি, যিনি ধনী, তিনি আবার কালবশে দ্বারে

ভূমিকা।

এই অসীম ভূমণ্ডল, ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত নভোমণ্ডল—যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই বিশ্বপাতার অসীম শক্তি আলোকিত হয়। ভূতভাবন অনাদি চক্রধরের কি অপূর্ব্ব চক্রে এই সংসার-চক্র নিয়ত ঘূর্ণায়মান হইতেছে; তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুমান করা সামান্য মানব যোনির নিতান্ত অসাধ্য। জীবগণ কিরূপে পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া সংসার-চক্রে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ এবং পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিয়া পুনরায় পরমাত্মে বিলীন হয়, তদ্বিষয়ে পুরাতন ঋষিগণ নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। একবার এই সংসার-চক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন, কেহ কলধৌত সদৃশ সৌধতলে অবস্থান করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন এবং কেহ বা তাহার দাসত্ব অবলম্বন করিয়া পদে পদে প্রভুর ভ্রূকুটী ভঙ্গী সহ্য করিয়া দীন মনে দিন যামিনী যাপন করিতেছে; কেহ সুবাসিত কুসুম কাননের সুগন্ধে অবস্থান করিয়া আর্য্য-দেবগণের স্তুতিগানে নিযুক্ত; পক্ষান্তরে অন্য সম্প্রদায় মদ্যগন্ধ প্রদেশ সমূহ পরিপূরিত করিয়া পুলকিত চিত্তে বারবণিতাদিগের আরাধনা করিতেছে। কাহারও হৃদয়ে দয়া, কাহারও অন্তঃকরণে নিষ্ঠুরতা চিরকাল মূর্ত্তিমতী। কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র, কেহ প্রভু, কেহ বা ভৃত্য; কেহ রাজ্যেশ্বর, কেহ বা পথের ভিকারী হইতেও অধম। নিত্য ঘটনার অবধি নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি স্থানে কতই নূতন পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অদ্য যে গৃহ জন কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া দিগঙ্গনাগণের কর্ণ বধির করিতেছে, কল্য আবার সেই স্থান একবারে জনশূন্য। আজ যেখানে ফলভারাবনত পাদপরাজি বিরাজিত হইয়া প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল, কাল আবার সেই স্থান মরুভূমি অপেক্ষাও অধিকতর ভীষণ হইতেছে। অদ্য যিনি দরিদ্র, কল্য তিনি অপরিমিত অর্থের অধিপতি, যিনি ধনী, তিনি আবার কালবশে দ্বারে

দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষায় নিযুক্ত। নিম্ন হইতে উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত একবার বিশেষ করিয়া বিলোকন করুন, সংসার-চক্রের কি অত্যাশ্চর্য্য ভাব, কত লোক কত ব্যাপারে ব্যাপৃত তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু পরস্পর এ প্রভেদ কেন? কি কারণে সংসার-চক্রে এই প্রভেদ প্রবিষ্ট হইল। পরম কারুণিক সমদর্শী পরমপীতা পরমেশ্বর কি এই বৈলক্ষণ্যের সৃজন করিয়াছেন? যাঁহার অন্তঃকরণ চিরনির্ম্মল, যিনি নিরঞ্জন, যাঁহার দয়া অনন্ত; তিনি কি এরূপ পক্ষপাতী হইতে পারেন? তাহা হইলে সেই পরম-পুরুষের অকলঙ্ক নাম কলঙ্কিত হইয়া উঠে। তিনি কদাপি আমাদিগের ন্যায় কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির বশবর্ত্তী নহেন, জগতের মূল প্রকৃতিও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম নয়। যিনি নিখিল বিশ্বের বিধাতা, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে কখনও এরূপ অপবিত্র ভাবের উদয় হইতে পারে না।

তবে কে অপরাধী? অপরাধী আর কেহই নয়? জীবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া যে যে কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেই সেই কর্ম্মের উপযুক্ত ফলভোগও তাহার স্বতঃসিদ্ধ এবং যখন কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হয়, তখনই মুক্তি লাভ করে। অতএব যতকাল জীব কর্ম্মের অধীন, ততদিন তাহাকে কর্ম্মজন্য ফলভোগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করিতে হইবে। সেই কর্ম্মপাশের অধীন হইয়া কেহ স্বর্গ, কেহ নরক, কেহ ইহ জীবনে সুখ বা দুঃখে কালাতিপাত করিতেছে। যখন জীবের মঙ্গল ও অমঙ্গল, উন্নতি ও অবনতি; সুখ ও দুঃখ সমস্তই কর্ম্মায়ত্ত, তখন কি কি কর্ম্মে জীবের কিরূপ গতি হয়, তাহা জানিতে কাহার না অভিলাষ জন্মিয়া থাকে। জীব কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতঃ কি কি কর্ম্ম দ্বারা সদ্গতি লাভ করে এবং কি ভাবেই বা জীবন অতিবাহিত করিলে পরলোকে এবং জন্মান্তরে কিরূপ দুঃখ ও সুখানুভব করে, ইহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে সকলেরই কৌতূহল শিখা উদ্দীপিত হয়। বিশেষতঃ কর্ম্মকাণ্ড ও তাহার পরিণাম অবগত হইতে পারিলে অনেকেই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া অন্তঃকরণের পুনঃ সংস্কার করিতে সমর্থ হয়। এইজন্য কর্ম্ম ও কর্ম্মফল জগতে যতই বিক্ষিপ্ত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল, ততই সমাজের উন্নতি, ততই সমাজের সংশোধন এবং ততই পাপের পরিবর্ত্তে পুণ্য সমাগমের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমরা এই ভরসায় সংসার-চক্র অবলম্বন করিয়া জনসমাজে অবতীর্ণ হইলাম। যদি ইহাদ্বারা সাংসারিক

লোকের কথঞ্চিৎ পরিমাণেও উপকার উপলব্ধি হয়, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণ সফল জ্ঞান করিব।

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল এই দুইটীই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোন্ কর্ম্মের কি ফল তাহার কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। পরম্পরাক্রমে ঐ সমস্ত কর্ম্মকে কেহ কেহ অদৃষ্ট পদে অভিহিত করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, সে সমস্ত বিষয় আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অতীত; তদ্বিষয়ে অসার যুক্তি দ্বারা নিজের পক্ষ সমর্থন করাও নিতান্ত ভ্রান্ত বুদ্ধির কার্য্য। যাহা আমার মতে নিতান্ত দূষনীয়, তাহা হয়ত অপরের চক্ষে দোষাবহ হইতে পারে না। জগতে মানবগণের রুচি পরস্পর বিভিন্ন। অতএব আমাদের রুচি একবারে পরিত্যাগ করিয়া, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের প্রতিপাদিত মহাবাক্য সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সমর্থন করাই যুক্তিসঙ্গত ও সর্ব্ববাদী সম্মত হইতে পারিবে। এই স্থির করিয়া পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতির স্থান বিশেষ অবলম্বন করিয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম।

জীবের মরণ ও মরণোত্তর পরলোকে কি ভাবেই বা জীব অবস্থিতি করে এবং পুনরায় কি ভাবেই বা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সংসার-চক্রে প্রবিষ্ট হয় তাহার বিনির্ণয় করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর্য্য শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন—ঋষিগণই আমাদের পথ প্রদর্শক। যাহা কিছু বর্ণনা করিব তাহা স্বকপোল কল্পিত নহে, সমস্তই ঋষিবাক্য দ্বারা পূর্ণরূপে সমর্থিত হইবে। কর্ম্মচক্র ও কর্ম্মের পরিণামচক্র সংসারগত জীবের ও জীবাত্মার অনন্ত স্থিতিকে অনন্ত কাল অনন্তভাবে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। এই জন্য ইহার নাম সংসার-চক্র প্রদত্ত হইল। সরলাশয় সাধুগণ দোষগুণ বিবেচনা করিয়া উৎসাহিত করিলে পরম উপকৃত হইব।

শ্রীহেমচন্দ্র বসু।
প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন।

নত্বাকৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং সংসারার্ণবতারকং।
সংসার-চক্রমখিলং বক্ষেসারমশেষতঃ॥

যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম জগতের নারায়ণ—যাহা হইতে এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ও যিনি সনাতন বিষ্ণুরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিপালন করিতেছেন এবং অন্তে যাঁহাতে বিশ্ব লীন হইয়া থাকে, সেই চরাচর বিধাতা দয়ার্ণব ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের সংসার-সমুদ্র পারের তরণী স্বরূপ ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সারভূত চরণারবিন্দ যুগলকে হৃদয়ে আশ্রয় করতঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপুরঃসর বঙ্গানুবাদের সহিত সংসার-চক্র নামে অভিহিত গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কন করিয়া জনসমাজের হিতার্থ প্রচার করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। যদি করুণাময়ের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া জন সমাজের কথঞ্চিত উপকার করিতে পারি, তবে এ অকিঞ্চনের এই উদ্যোগ, পরিশ্রম, অর্থব্যয় সফল হয়। আমি অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, অনিত্য এই মলবাহি দেহ ধারণ করিয়া যদি সাধারণের উপকার সাধন করিতে না পারা যায়, তবে এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম পরিগ্রহের ফল কি? অর্থদ্বারা সাধারণের উপকার করা মাদৃশ ব্যক্তির কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ প্রণালীতে হইবার অধিক সম্ভাবনা। পরন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর্য্য কুলসম্ভূত মহাত্মাগণ অনুদিন শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র সমালোচনায় ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের সুবিমল সমুজ্জল প্রভায় ভারতবাসীর অজ্ঞানরূপ তমোরশ্মি অন্তর্হিত করিয়া আর্য্য স্বরূপ গৌরব শ্রীতে এই পুণ্য ভারতভূমিকে সমলঙ্কৃত করিতেছেন। ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম আশ্চর্য্যগতি! আমাদিগের চিরন্তন ধর্ম্মধন বহুকাল হইতে কলি প্রভাবে যবনাধিকারে বিলুপ্তপ্রায় হইতেছিল। এক্ষণে নবোদিত মরীচিমালীর প্রভার ন্যায়, তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক পুনঃ সমুদ্ভাসিত হইতেছে। বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের সমালোচনায় গম্ভীর রবে কি আর্য্য ভারতভূমি, কি জর্ম্মন, কি ইয়ুরোপ, কি দ্বীপ, কি উপদ্বীপ, সমুদায় প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। সকল দেশের সকলেই শাস্ত্রের গুড় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে তৎপর দেখা যাইতেছে, শাস্ত্র সংগ্রহের জন্য রাজাজ্ঞায় নিয়োজিত কতশত পণ্ডিত দিগ্দিগন্তরে

পর্য্যটন করিয়া পূর্ব্বতন ঋষিগণের নিবাসভূমি, বন, উপবন, পর্ব্বত, বন্দর, গ্রাম, নগর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে তাম্র ও প্রস্তরফলকে অঙ্কিত এবং টাড়পত্র প্রভৃতি পত্রিকায় দেবাক্ষরে হস্তলিখিত প্রাচীন জীর্ণ পুস্তক প্রচুর পরিমাণে আনয়ন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বিস্ময় রসে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া মনে মনে কতই বিলাপ ও পরিতাপ উপস্থিত হয়। আমাদিগের আর্য্য পৈত্রিক মহাপুরুষেরা এই অভূতপূর্ব্ব শাস্ত্র সমূহ প্রণয়ন করিয়া জগতের কতই কল্যাণ সাধন করিয়াছেন; আমরাও সেই মহাপুরুষদিগের সন্তান;—সেই আর্য্যশোণিত স্রোত অদ্যাপি আমাদের দেহে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা শাস্ত্ররূপ নিজ পৈত্রিক ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া, যদি ঐ জীর্ণ প্রাচীনতম আর্য্য শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ পুস্তক জীর্ণাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া, জগৎজনের হিতসাধন না করি, তবে আর্য্য বংশে জন্ম পরিগ্রহের ফল কি? মাদৃশ ব্যক্তির এতাদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, কেবল অস্মদ্দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী ধার্ম্মিক মহাত্মা সমূহের অনুকরণ মাত্র। তাঁহারা কত যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করতঃ, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায়, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, জ্যোতিষ, ন্যায়, বেদান্তাদি দর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র নিচয় মুদ্রাঙ্কন করিয়া, বিশ্বজনের জ্ঞান প্রদান করতঃ ভূয়োভূয়ো মঙ্গল সাধন করিয়া কৃতার্থমন্য হইয়াছেন ও হইতেছেন। আমি সেই মহাত্মাগণের সন্নিধানে একটী কীটাণু মাত্র—ঐ মহোদয়দিগের প্রদর্শিত প্রথা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম। এই গ্রন্থে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মানুসারে, জীবনিষ্ঠ অদৃষ্ট-বশতঃ ঐহিক ও পারত্রিক গতির বিষয় এবং পুরুষার্থ সাধন চতুষ্টয় ও জীবের উৎপত্তি সংক্রান্ত যাবদীয় বিবরণ আর ভৌতিকাদি তিন প্রকার দেহের বিষয়, বেদান্তাদি দর্শনের মতও বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। মরণোত্তর জীবের যমালয়-গমন পথের বৃত্তান্ত সহিত যমালয় বর্ণনা ও স্বর্গ-নরকাদি যেরূপে গমন এবং ভোগ হইয়া থাকে, তাহার আদর্শ স্বরূপ কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি ঋষিবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার সহিত মুদ্রাঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সরল-হৃদয় সাধুগণ সন্নিধানে এই প্রার্থনা, যদি গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে মদীয় যত্ন ও পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব—কিমধিকমিতি।

সন ১২৯৫, সাল,
১৫ই ফাল্গুন।

শ্রীহেমচন্দ্র বসু।
প্রকাশক।

প্রস্তাবনা।

ব্যাসাশ্রম-বর্ণন।

পুরাকালে পবিত্র আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্য মহর্ষিগণের বাসস্থান ছিল। ভগবান্ মহর্ষিবর্গ এক এক আশ্রম অবলম্বন করিয়া পরম পুরুষ নারায়ণে আত্ম সমর্পণ করতঃ ধ্যাননিষ্ঠ থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাগত ঋষিগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে পবিত্রভাবে পরম পবিত্র সনাতন আর্য্যধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া চতুর্বিধ আশ্রমের নিস্তার মার্গ প্রদর্শন করিতেন। এই সমস্ত আশ্রমের মধ্যে বদরিকাশ্রম পরম রমণীয়। ভগবান্ নারায়ণের অংশভূত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই স্থলে অবস্থিতি করিতেন। পতিত-পাবনী-ভগবতী মন্দাকিনী ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে বহির্গত হইয়া চিরতুহিনমণ্ডিত অভ্রংকষ-হিমাচলের শৃঙ্গদেশ হইতে অবতরণ করতঃ যেন দ্বিতীয় বিষ্ণুর আরাধনার জন্য ধীরবেগে মহর্ষি ব্যাসদেবের পবিত্র আশ্রম পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ত্রিলোক-তারিণীর নির্ম্মল জলে ঋষিগণ অবগাহন করতঃ পবিত্র ভাবে মূর্ত্তিমান্ সামাদি বেদচতুষ্টয়ের উপাসনা করিয়া বেদগানে কন্দর প্রভৃতি প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে বদরিকার উপবন, অদূরে শৈলমালা নবোদিত মেঘমালার ন্যায় দর্শকবৃন্দের বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে। সেই উপবনের মধ্য আশ্রমে উচ্চ বেদিকার উপর কুশাসনে ভগবান্ ব্যাসদেব মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় সমাসীন আছেন। তাঁহার আজানুলম্বিত বাহুযুগল যেদিকে প্রসারিত হইতেছে, সেই দিকেই চির-শান্তি বিরাজমান। দেহ প্রভায় ভগবান্ মরীচি-

মালীও যেন শঙ্কুচিত হইয়া অম্বরতলে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিতেছে। চিরবিরোধী জন্তুগণ পরস্পর বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া সহোদরের ন্যায় পরমসুখে অবস্থিত। সিংহ, মাতঙ্গ, নকুল, সর্প প্রভৃতি একত্র ক্রীড়ায় নিমগ্ন। ভগবান্ পবনদেব তপঃপ্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া দিন যামিনী শান্তভাবে মন্দাকিনীর জল কণা আহরণ করতঃ মহর্ষির পাদপদ্ম সেবা করিতেছে। যখন ভগবান্ প্রমোদ ভরে সুমনোহর বীণা ধারণ করিয়া ভূতভাবন ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন মধুরনিনাদে বন, উপবন, পর্ব্বত, কন্দর ও গুহা প্রভৃতি ঝঙ্কারিত হয়। অরণ্যের পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জ্ঞানহীন জন্তুগণও ভগবৎ প্রেমে গদগদ হইয়া চিত্ত-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হয়। ভগবতী সুরধনীও কলকল রব পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; স্থাবর জঙ্গম সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধভাব ধারণ করে। সদাগতি ও নিজগতি সংযমিত করিয়া হরিপ্রেমে মাতিয়া যায়। বসুমতী স্থির ও প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দুরন্ত রিপুগণও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধীরভাবে ও অবনত মস্তকে অবস্থান করে। চতুর্দ্দিকে শান্তিদেবীর মোহিনীমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হয়। শিষ্যমণ্ডলী কৃতাঞ্জলী হইয়া প্রেম ধারা বিসর্জ্জন করিতে থাকে। প্রকৃতির দিব্য ও সাত্বিক ভাব যেন বদ্ধদেহ হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়।

সংসারচক্রং।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষি-প্রশ্নঃ।

একদা তু সমাসীনং মহর্ষিং স্বাশ্রমেস্থিরং।
প্রণম্য তত্ত্বং মুনয়ঃ প্রোচুর্ব্যাসং সমাগতাঃ॥ ১
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামঃ পুণ্যধর্ম্মামৃতস্য চ।
মুনে ত্বন্মুখগীতস্য যথা কৌতূহলং হি নঃ॥ ২
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব মৃতানাং কর্ম্মণা গতিং।
বেৎসি সর্ব্বং মুনে তেন পৃচ্ছামস্ত্বাং মহামতে!" ৩

একদা ভগবান্ মহর্ষি স্বীয় আশ্রমে স্থিরভাবে আসীন আছেন, এমন সময় পবিত্রচেতা ঋষিগণ আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া যথাবিধি নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। মহর্ষে! আপনার মুখচন্দ্র হইতে বিগলিত উপদেশরূপ অমৃতরাশি পানে, আমাদের চিত্তচকোর অনেকবার পরিতৃপ্ত হইয়াছে; কিন্তু যতই পান করি, ততই সমধিক পানের অভিলাষে কৌতূহল জন্মাইতেছে; আপনার উপদেশের মহিমা বর্ণনাতীত। ২। হে মহামতে! সম্প্রতি আমাদের প্রার্থনীয়

শ্রূয়তে যমলোকস্য মার্গঃ পরমদুর্গমঃ।
দুঃখক্লেশপ্রদো নৃণাং সর্ব্বভূতভয়াবহঃ॥
কথং তেন নরাযান্তি মার্গেণ যমসদ্মনি।
প্রমাণঞ্চৈব মার্গস্য ব্রূহি নো বদতাম্বর॥
মুনে সর্ব্বজ্ঞ পৃচ্ছামো ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ।
কথং বা মনুজাঃ সর্ব্বে নারকং কষ্ট মাপ্নুয়ুঃ॥
কথং নরকদুঃখানি নাপ্নুবন্তি নরা মুনে।
কেনোপায়েন দানেন ধর্ম্মেণ নিয়মেন চ।

এই যে, জীবগণ এই প্রপঞ্চ সংসার হইতে কর্ম্মানুসারে কিরূপে ধর্ম্মময় কৃতান্তদেবের সদনে উপনীত হয়, এবং কি কি কর্ম্মবশে সেখানে কি কি ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে, ও কিরূপে জীবের উৎপত্তি লয় এবং মৃতব্যক্তিদিগের স্বকৃতকর্ম্ম দ্বারা কিরূপ গতি হয়, তৎসমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন। এই হেতু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে বিশেষ সমুৎসুক হইয়াছি। ৩।

শুনিয়াছি, যমলোকের পথ নিরতিশয় দুর্গম, ও সর্ব্বভূত-ভয়াবহ, মৃত মানবগণের পরম দুঃখদায়ক। ৪। হে বাগ্মি-প্রবর! সেই ভীষণ পথে মনুষ্যেরা কি প্রকারে শমনসদনে গমন করে; আর সেই পথের পরিমাণই বা কি? ৫। কি জন্যই বা মনুষ্যগণ নরকে কঠোর দুঃখরাশি ভোগ করে? ৬। আর কিরূপ দান, নিয়ম ও ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিলে ঘোর নরক-যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়না; এই সমস্ত সবিস্তর বর্ণন করুন। ৭।

মানুষস্য চ যাম্যস্য লোকস্য কিয়দন্তরম্।
কর্ম্মণা কেন নরকং স্বর্গং বা মনুজা মুনে॥
কিয়ন্তি স্বর্গস্থানানি কিয়ন্তি নারকানি চ।
কথং সুকৃতিনো যান্তি কথং দুষ্কৃতকারিণঃ॥
কিংরূপং কিংপ্রমাণংবা কোবর্ণস্তূভয়োরপি।
জীবস্য নীয়মানস্য যমলোকং ব্রূবীহিনঃ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলা বদতো মম সুব্রতাঃ।
সংসারচক্রমজরং স্থিতির্যস্য ন বিদ্যতে॥

মনুষ্যলোক ও যমলোকের প্রভেদ কি? কোন্ কোন্ কর্ম্মদ্বারা নরক বা স্বর্গে গমন করে। ৮। স্বর্গ ও নরকের স্থান কত প্রকার? সৎকর্ম্মশালী ব্যক্তিগণ কিরূপ গতি লাভ করেন, এবং পাপকর্ম্মকারি ব্যক্তিসমূহই বা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। ৯। আর স্বর্গ ও নরক এই উভয়ের আকার, বর্ণ, পরিমাণই বা কিদৃশ? যমলোকে নীয়মান জীবের কিরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়, এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া আমাদের সংশয় অপনোদন করুন। ১০।

ভগবান বেদব্যাস কহিলেন হে মননশীলশ্রেষ্ঠ তপোনিধিগণ! যে সংসারচক্র নশ্বর হইলেও অক্ষয়রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, ১১। আমি তোমাদিগকে সেই সংসার-চক্রের বিষয় ও যমলোক গমনের বৃত্তান্ত বলিতেছি, যাহা অতীত কাল হইতে অদ্যাপি কেহ বর্ণনা করেন নাই। ১২। হে ঋষিগণ! মর্ত্তলোক

সোহং বদামি বঃ সর্ব্বং যমমার্গস্য নির্ণয়ং।
উৎক্রান্তিকালাদারভ্য যমন্যে ন বদন্তি বৈ॥ ১২
স্বরূপঞ্চৈব মার্গস্য যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ।
যমলোকস্য চাধ্বানমন্তরং মানুষস্য চ। ১৩
যোজনানাং সহস্রানি ষড়শীতিস্তদন্তরম্।
তপ্ততাম্রমিবাতপ্তং তদধ্বান মুদাহৃতম্॥ ১৪
তদবশ্যংহি গন্তব্যং প্রাণিভির্জীবসংজ্ঞকৈঃ
পুণ্যান্ পুণ্যকৃতোযান্তি পাপান্পাপকৃতোধমা ১৫

দ্বাবিংশতিশ্চ নরকা যমস্য বিষয়েস্থিতাঃ।
যে সুদুষ্কৃতকর্ম্মানো বিপচ্যন্তে পৃথক্ পৃথক্॥ ১৬
নরকো রৌরবো রৌদ্রঃ শূকরস্তাল এব চ।
কুম্ভীপাকো মহাঘোরঃ শাল্মলোঽথবিমোহনঃ। ১৭
কীটাদঃ কৃমিভক্ষ্যশ্চ নানাভক্ষ্যোবমস্তমঃ।
নদীপূয়বহো ঘোরো রুধিরান্ত স্তথৈব চ। ১৮
অগ্নিজ্বালো মহাঘোরঃ শ্বদর্শঃ শুনভোজনঃ।
ঘোরা বৈতরণীচৈব অসিপত্র বনং তথা॥ ১৯

হইতে যমলোক কিয়দ্দূরে অবস্থিত ও যমলোক গমনের পথটীর প্রাকৃতিক অবস্থা এবং পরিমাণ, যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বিস্পষ্টরূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ১৩।

মর্ত্তলোক হইতে যমপুরী গমনের পথটি ষড়শীতি সহস্র যোজনপরিমিত। সেই পথ অগ্নিজ্বালাবিস্ফারিত প্রতপ্ত তাম্রের ন্যায় আরক্তিম বর্ণ ও অতীব উত্তপ্ত। যাহার প্রচণ্ড আকৃতি দূর হইতে দর্শন করিলে দর্শনেন্দ্রিয় পরিদগ্ধ হইয়া যায়; যাহার উত্তাপ প্রাণিগণ অতি দূর হইতেও কদাপি সহ্য করিতে পারে না; যে পথ স্মরণ করিলে শরীর শুষ্ক হয় ও প্রাণ বিত্রস্ত হইতে থাকে। ১৪। সেই ভীষণ দুর্গম পথ দিয়া প্রাণীমাত্রকে অবশ্যই যমরাজ ভীমভবনে গমন করিতে হইবে। সৎকর্ম্মকারী ধার্ম্মিকেরা পবিত্র পথ দিয়া, আর পাপকর্ম্মাচরণশীল ব্যক্তিরা উক্ত ভয়ঙ্কর পথ দিয়া শমন ভবনে নীত হয়। ১৫। দ্বাবিংশতি প্রকার নরক যমের অধিকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহারা যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করে, পাপের তারতম্যানুসারে, তাহারা বক্ষ্যমান নরকাদিতে পৃথক পৃথক বিপচ্যমান হওতঃ বিশেষ যাতনা ভোগ করে। ১৬। এক্ষণে আমি প্রধান প্রধান বিশেষ নরকের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি, অবধান করুন। রৌরব, রৌদ্র, শুকর, তাল, কুম্ভীপাক, মহাঘোর, শাল্মল, বিমোহন; ১৭। কীটাদ, কৃমিভক্ষ্য, নানাভক্ষ্য, বমন, তম, নদীপূয়বহ, অঘোর, রক্ত-জলবহ; ১৮। অগ্নিজ্বাল, মহাঘোর, শ্বদর্শ, শুনভোজন, ঘোরাবৈতরণী, অসিপত্রবন। এই উল্লিখিত প্রধান নরকসমূহ অতি ভয়ঙ্কর। এতদ্ভিন্ন অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরক পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে। ১৯।

পূর্ব্বোক্ত ভীষণ মহাপথে সুস্নিগ্ধ রমণীয় বৃক্ষচ্ছায়া বা শীলতোয় তড়াগ, সরোবর, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, বাপি, কূপ, নদী,

ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়াশ্চ ন তড়াগাঃ সরাংসিচ।
২০ ন বাপ্যোদীর্ঘিকা বাপি ন কূপো ন প্রপা স্তথা॥
ন মণ্ডপো নায়তনো ন নদ্যো ন চ পর্ব্বতাঃ।
২১ ন কিঞ্চিদাশ্রমস্থানং বিদ্যতে তত্র বর্ত্মনি॥
যত্র চ বিশ্রমেচ্ছ্রান্তঃ পুরুষোঽধ্বনি কর্ষিতঃ।
২২ অবশ্যমেব গন্তব্যঃ স সর্ব্বৈস্তু মহাপথঃ॥
২৩ প্রাপ্তে কালেতু সংত্যজ্য সুহৃদ্বন্ধুধনাদিকং।
জরায়ুজাণ্ডজাশ্চৈব স্বেদজাশ্চোদ্ভিদ স্তথা।
২৪ জঙ্গমাজঙ্গমাশ্চৈব গমিষ্যন্তি মহাপথং॥

পানীয়শালা প্রভৃতি পিপাসা নিবৃত্তির কোন উপায়ই নাই; ২০। এবং মণ্ডপ আয়তন পর্ব্বতাদি কোন প্রকার আশ্রম স্থানও নাই যে, যমদূত কর্ত্তৃক ঐ দুর্গম পথে নীয়মান পরিশ্রান্ত জীব তথায় বিশ্রাম করে। ২১। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, গৃহাদি ভোগ্যবস্তু, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনসমূহ ও শত আয়াস দ্বারা লব্ধ প্রাণ অপেক্ষাও গুরুতর ঐশ্বর্য্যরাশি পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই সেই সর্ব্বভূত ভয়াবহ মহাপথে নিশ্চয়ই গমন করিতে হইবে। ২২।২৩। কি গর্ভস্থ জরায়ুনাড়িজাত মনুষ্য, গো, অশ্ব, প্রভৃতি; কি অণ্ডজ ভূজগ, পক্ষী পতঙ্গাদি, কি উষ্মজ মশকাদি, কি উদ্ভিজ্জ তরু গুল্মাদি, স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবদীয় জীবমাত্রকেই সেই মহাপথের পথিক হইতে হইবে; কেহই সে পথ অতিক্রম

দেবাসুরমনুষ্যৈশ্চ বৈবস্বতবশানুগৈঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকৈশ্চৈবপথিব্যাংজীবসংজ্ঞকৈঃ॥ ২৫
পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নে চ মধ্যাহ্নে চ তথাপুনঃ।
সন্ধ্যাকালেঽর্দ্ধরাত্রে বা প্রত্যুষে চাপ্যুপস্থিতে॥ ২৬
বৃদ্ধৈর্বা মধ্যমৈর্বাপি যৌবনস্থৈ স্তথৈব চ।
গর্ভস্থৈ রথবাবালৈর্দৌর্গতৈশ্চ মহাপথঃ॥ ২৭

করিতে পারিবে না। ২৪। এ ভুবনে জীবসংজ্ঞাবিশিষ্ট, কি দেবতা, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি নপুংসক, সকলেই সেই ভীষণমূর্ত্তি করাল কালপুরুষ যমের বশীভূত। ২৫।

কি পূর্ব্বাহ্নে, কি অপরাহ্নে, কি মধ্যাহ্নে, কি সন্ধ্যাকালে, কি অর্দ্ধ রাত্রে, প্রত্যুষেই বা হউক, নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে কেহই এ ভব সংসারে অবস্থান করিতে পারিবে না। কালের নিকট সময় বা অবস্থার কিছুমাত্র প্রতীক্ষা নাই। ২৬।

দেহী বৃদ্ধই হউক, মধ্যাবস্থই হউক, যুবা, বালক কিম্বা গর্ভস্থিতই বা হউক, জীবিত কাল আয়ুঃ শেষ হইলে, অগত্যা সকলকেই সেই দুর্গমমহাপথে গমন করিতে হইবে। ২৭।

প্রাণিগণ প্রবাসস্থ বা গৃহস্থিত, পর্ব্বতস্থ ক্ষেত্রস্থ, জল ও গৃহ মধ্যস্থিতই বা হউক; ২৮। আর জাগরিত, নিদ্রিত, শয়ান, উপবিষ্ট, দণ্ডায়মানই বা থাকুক; কাল কাহারও প্রতীক্ষা করিবে না। ২৯। জীবনের নির্দ্দিষ্ট কাল, আয়ুর ষৎ-

প্রবাসস্থৈর্গৃহস্থৈর্বা পর্ব্বতস্থৈঃ স্থলস্থিতৈঃ।
ক্ষেত্রস্থৈর্বা জলস্থৈর্বা গৃহমধ্যগতৈ স্তথা॥ ২৮
আসীনৈর্বা স্থিতৈর্বাপি শয়নীয়গতৈ স্তথা।
জাগ্রদ্ভির্বাস্বপদ্ভির্বা গন্তব্যশ্চ যমালয়ঃ॥ ২৯
ইহানুভূয় নির্দ্দিষ্টমায়ুর্জন্তুঃ স্বয়ং তদা।
তস্যান্তে চ স্বয়ং প্রাণৈরনিচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥ ৩০
জলমগ্নিবিষং শস্ত্রং ক্ষুদ্ব্যাধী পতনংগিরেঃ।
নিমিত্তং কিঞ্চিদাসাদ্য দেহীপ্রাণৈর্বিমুচ্যতে। ৩১
বিসৃজ্যাথ মহৎকৃচ্ছ্রং শরীরংপাঞ্চভৌতিকং।
অন্যচ্ছরীর মাদত্তে যাতনীয়ং স্বকর্ম্মজং॥ ৩২

কালীন নাশ হয় তখন জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিলেও প্রাণিগণ, অনিবার্য্য কালকর্ত্তৃক শমনসদনে নীত হইয়া থাকে। কাল প্রাপ্ত হইলে, কেহই ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। ৩০। প্রাণ নাশের হেতু অগ্নি-দাহ, বিষপান, শস্ত্রাঘাত, ক্ষুধাতিশয়, প্রবলরোগ, গিরি প্রভৃতি উচ্চ স্থান হইতে পতন ইত্যাদির অন্যতম যে কোন একটী কারণ প্রাপ্ত হইয়া দেহী প্রাণত্যাগ করে। ৩১। মায়িকজীব অতি কষ্টে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় কর্ম্ম জন্য যাতনাজনক অন্য একটী কলেবর পরিগ্রহ করে। কেহই কর্ম্মফল অতিক্রম করিতে পারে না।

তন্মাত্রগুণসংযুক্তমাত্মার্থীয়ং স্বকর্ম্মজং।
দৃঢ়ং শরীরমাপ্নোতি সুখদুঃখোপপত্তয়ে॥ ৩৩
তেন ভুঙ্‌ক্তে স কৃচ্ছ্রাণি পাপকর্ম্মরতঃপুমান্।
সুখানি ধার্ম্মিকোভুঙ্‌ক্তে ইহ নিতোযমক্ষয়ং॥ ৩৪
উষ্মা প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ।
ভিনত্তি মর্ম্মস্থানানি দীপ্যমানঞ্চ বন্ধনম্॥ ৩৫
উদানো নাম পবনস্ততশ্চোর্দ্ধং প্রবর্ত্ততে।
ভুক্তানামম্বুভক্ষ্যাণামধোগতিনিরোধকৃৎ॥ ৩৬

বহুকাল গত হইলেও শুভাশুভ কর্ম্ম-ফল অবশ্যই ভোগ হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম-ফল বিধাতাও খণ্ডন করিতে সমর্থ হন না। ৩২। দেহী সুখ দুঃখ ভোগের নিমিত্ত আত্মপ্রয়োজনীয় নিজকৃতকর্ম্মানুরূপ তন্মাত্রগুণসংযুক্ত দৃঢ়শরীর ধারণ করে। ৩৩।

মৃত্যুর পর উক্ত দৃঢ়শরীরে পাপীগণ অনন্ত দুঃখ-রাশি ভোগ করে, ও ধার্ম্মিকগণ নিরতিশয় সুখসম্ভোগ করেন। উক্ত নিয়মানুসারে ইহলোক ও পরলোকে ধার্ম্মিকগণ সুখ এবং অধার্ম্মিকগণ দুঃখ রাশি ভোগ করিয়া থাকে। ৩৪। দেহীর পাঞ্চভৌতিক কলেবর যৎকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তৎকালে দেহে তীব্র বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত উষ্মা বিকৃত হইয়া দেহের মর্ম্মস্থান সমূহ ভেদ করে, এবং দেহস্থ বন্ধন সকলও শিথিল করিয়া দেয়। ৩৫। আর উদান বায়ু ঊর্দ্ধগত

ততো যেনাম্বু সংদত্তং কৃতাশ্চান্নরসাস্তথা।
৩৭ দত্তাঃ স তস্যামাহ্লাদমাপদি প্রতিপদ্যতে ॥
ধনানি যেন দত্তানি শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা।
৩৮ সোঽপি তৃপ্তিমবাপ্নোতি বিনাপ্যন্নেন বৈ ত
যেনানৃতানি নোক্তানি প্রীতিভেদঃ কৃতোন
৩৯ আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ স সুখং মৃত্যুমৃচ্ছতি ॥
দেবব্রাহ্মণপূজায়াং যে রতাশ্চানসূয়কাঃ।
৪০ শুদ্ধা বদান্যা হ্রীমন্তস্তেনরাঃসুখমৃত্যবঃ ॥

হইয়া মুমূর্ষু জীবকে পীড়ন করায়; তৎকালে অন্নপানীয়াদি ভক্ষ্য বস্তু কোনক্রমে গলাধঃকরণ হয় না। ৩৬। যে ব্যক্তি অন্ন এবং জলাদি দান করেন, তিনি সেই ঘোর বিপত্তিকালে দানজনিত অন্তঃকরণে আহ্লাদ প্রাপ্ত হন। ৩৭। অন্ন দান না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহারা অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত না হইলেও সে সময় বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৮। যাঁহারা আস্তিক, শ্রদ্ধাশীল, সত্যবাদী এবং কাহারও প্রণয় ভঙ্গ করেন না। ৩৯। তাঁহারাও কোনরূপ যাতনা ভোগ না করিয়া সুখে মৃত্যু লাভ করেন। আর যাঁহারা দেবতা ব্রাহ্মণের পূজায় অভিরত ও অসূয়াশূন্য, শুদ্ধাচার, জিতেন্দ্রিয় এবং বদান্য অর্থাৎ দানশীল ও সদ্বুদ্ধিশালী, তাঁহারাও বিনা ক্লেশে পঞ্চত্ব লাভ করেন। ৪০। এবং যে সকল ব্যক্তি ইচ্ছাবশতঃ বা ক্রোধবশতঃ

যঃ কামান্ন চ সংরম্ভান্নদ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
যথোক্তকারী সৌম্যশ্চ স সুখংমৃত্যুমৃচ্ছতি ॥ ৪১
সুবারিদায়িনো দাহং ক্ষুত্তৃষ্ণাং চান্নদায়িনঃ।
নাপ্নুবন্তি নরাঃ কালে তস্মিন্মৃত্যুমুপাগতাঃ ॥ ৪২
শীতং জয়ন্তি ধনদাস্তোয়ং চন্দনদায়িনঃ।
প্রাণঘ্নীং বেদনাংকষ্টাংযে নান্যোদ্বেগকারিণঃ।
মোহঞ্জ্ঞানদাতারস্তথা দীপপ্রদাস্তমঃ ॥ ৪৩
কূটসাক্ষী মৃষাবাদী যশ্চানর্হং প্রশাস্তি বৈ।
তে মোহমৃত্যবঃ সর্বে তথা যে বেদনিন্দকাঃ ॥ ৪৪

অথবা বিদ্বেষবশতঃ কদাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন ও যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্য-করণে অভিরত বা সত্যপ্রতিজ্ঞ, শান্ত প্রকৃতি ও সাধুস্বভাব, তাঁহারাও মৃত্যুকালীন কিছুমাত্র যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়েন না। ৪১। আর যাঁহারা পিপাসার্ত্ত প্রাণিকে সুশীতল পানীয় প্রদান দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন এবং যে মহাত্মাগণ ক্ষুধার্ত্ত প্রাণিকে শ্রদ্ধার সহিত অন্নপ্রদান করেন,তাঁহারাও আসন্নকালে পিপাসা জন্য প্রদাহরূপ ক্লেশ এবং ক্ষুধাকাতরতারূপ কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন না। ৪২। ধনদানশীল মানবসমূহ শীতকে ও চন্দনদানকারী জলকে জয় করেন। অর্থাৎ আসন্নকালে শীতাতিশয় প্রযুক্ত কম্পনহেতু ক্লেশনিচয় এবং জল পান করিতে না পাইয়াও পিপাসার জন্য কোনরূপ কষ্ট পান না। যে সকল ব্যক্তি

বিভীষণাঃপূতিগন্ধাঃ কূটমুদ্গরপানয়ঃ।
আগচ্ছন্তি দুরাত্মানো যমস্য পুরুষাস্তথা॥ ৪৫
প্রাপ্তেষু দৃক্‌পথং তেষু জায়তে তস্য বেপথুঃ
ক্রন্দত্যবিরতংসোঽথ ভ্রাতৃমাতৃ পিতৃংস্তথা। ৪৬

ভয় প্রদর্শন দ্বারা অন্যের সদত শঙ্কা উৎপাদন না করেন, মৃত্যুকালে তাঁহারা প্রাণ বিনাশক দুর্ব্বিষহ কষ্টদায়ক বেদনায় প্রপীড়িত হন না। আর যাঁহারা জ্ঞানী হইয়া লোককে যথার্থ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারা মোহাভিভূত হন না, ও যাঁহারা দীপালোক দ্বারা দুর্ব্বিপাকবশতঃ অন্ধকারাভিভূত স্থানে নিপতিত ব্যক্তিকে দীপালোক প্রদর্শন করিয়া তাহাদের কষ্টমোচন করেন, তাঁহারা মৃত্যুকালীন ঘোর অন্ধকার দর্শন নিবন্ধন বিশেষ যাতনা প্রাপ্ত হন না। ৪৩। যাহারা ধর্ম্মাধিকরণ বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় ও সদত মিথ্যা কথা কহে এবং যাহারা অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদা করে ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ সনাতন বেদের নিন্দা করে, সে নাস্তিক পাপমতি দুরাত্মারা মরণ সময়ে নিদারুণ কষ্টভো করিয়া মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়। ৪৪।

হে ঋষিগণ! যে দুরাত্মা যমদূতগণের আকৃতি অতি ভীষণ গাত্র হইতে অত্যুগ্র দুর্গন্ধ অবিরত নিঃসৃত হইতেছে হস্তিশুণ্ডাকৃতি ভুজদণ্ডে পাপিগণের দণ্ড প্রদানার্থ দুর্দ্ধ মুদ্গর ও লৌহপিণ্ডপ্রতিফলিতাগ্র কালস্বরূপ সমুদ্যত দণ্ডসমূ বিরাজিত রহিয়াছে। ৪৫। সেই স্বভাবতঃ প্রচণ্ড মূর্ত্তি যম কিঙ্করেরা যৎকালীন প্রাণিগণের নয়নপথে সমুপস্থিত হ

সাশ্রুবাগস্ফুটংবিপ্রা বিবস্ত্রোঽসৌ বিলুণ্ঠতে।
দৃষ্টির্বিভ্রাম্যতি ত্রাসাচ্ছ্বাসাচ্ছ্বষ্যতি চাননম্॥ ৪৭
ততঃ স বেদনাবিষ্টস্তচ্ছরীরং বিমুঞ্চতি।
বায্বগ্রসারিতদ্রূপং দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে॥ ৪৮
তৎকর্ম্মজং যাতনার্থং ন মাতৃপিতৃসম্ভবং।
তৎপ্রমাণবয়োবস্থং সংস্থানং প্রাপ্নুবংস্তদা॥ ৪৯

তৎকালীন তাহাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিলে কলেবর কম্পিত হইয়া উঠে, এবং সে অবিরত হা মাতঃ হা পিতঃ হা ভ্রাতঃ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। ৪৬। তাহার নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়; মুখমণ্ডল ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া পরিশুষ্ক হয় ও স্পষ্ট বাগ্বিন্যাস করিতে অসমর্থ হেতু অস্ফুটজড়িত বাক্যে বিলাপ ও পরিতাপ করতঃ বিবস্ত্র হইয়া অবলুণ্ঠিত হয়। ভয়ে লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত এবং শ্বাস সমুপস্থিত হওয়ায় বদনবিবর পরিশুষ্ক হইয়া যায়। ৪৭। অনন্তর জীবদেহস্থ ধাতুর অসমর্থতা নিবন্ধন সাতিশয় বেদনাভিভূত দেহে নিরন্তর যাতনা ভোগ করিতে না পারিয়া, বেদনাদি নানা ক্লেশযুক্ত সেই পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, বায়ুর অগ্রগামী বায়বীয় আতিবাহিকসংজ্ঞক দেহ প্রাপ্ত হয়। ৪৮। সেই দেহ পিতামাতা হইতে সম্ভূত নয়; কেবল যাতনার জন্য নিজ কর্ম্মানুসারে জাত, এবং পূর্ব্ব দেহের অনুরূপ অর্থাৎ দেহীর বয়ঃক্রম অনু-

ততো দূতো যমস্যাথ পাশৈর্বধ্নাতি দারুণঃ।
জন্তোঃসংপ্রাপ্তকালস্য বেদনার্ত্তস্য বৈভৃশং॥
ভূতৈঃ সংত্যক্তদেহস্য কণ্ঠপ্রাপ্তানিলস্য চ।
শরীরেণাবৃতো জীবো বিরৌতি স যথোল্বণম্।
নির্গতো বায়ুভূতস্তু ষাট্‌কৌষিককলেবরাৎ॥

সারে দেহ যে প্রকার দীর্ঘ ও স্থূল বা কৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল, তৎসদৃশ দেহটী মৃত্যুকালে প্রাপ্ত হয়। ৪৯।

তাহার পর, দারুণ যমকিঙ্করেরা রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। মৃত্যুকালে অতিশয় বেদনায় পরিপীড়িত জন্তুর ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত জীবাত্মার বহির্গমনকালে নিজ নিজ অংশে পঞ্চীকৃতরূপ ক্রিয়া হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। কারণ, দেহে আত্মার বিদ্যমান অবস্থাতেই চৈতন্যরূপ শক্তির সংশ্লিষ্টতা বিবন্ধন উক্ত পঞ্চভূত জীবনী-শক্তি-সম্পাদনরূপ ক্রিয়া করে। এবং জীবও যেমন ক্রমশঃ দেহ হইতে বহির্গমন করে, পঞ্চভূতও তৎকালীন চৈতন্য-শক্তির হ্রাস প্রযুক্ত ক্রমশঃ উক্ত ক্রিয়ায় বিরত হইতে থাকে। তখন জীবাধার প্রাণ বায়ুও স্বস্থান হইতে কণ্ঠদেশে সমুপস্থিত হয় এবং শরীরাবৃত জীব স্পষ্টরূপে বিলাপ করতঃ ষাট্‌-কৌষিক কলেবর অর্থাৎ ছয় কোষবিশিষ্ট দেহ হইতে বায়ুভূত হইয়া বহির্গত হয়।৫০।৫১।৫২। তৎকালে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল, স্ত্রী, পুত্র, বয়স্য প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবগণ দেহীর তদবস্থা দেখিয়া দীনভাবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরি-

মাতৃভিঃ পিতৃভিশ্চৈব ভ্রাতৃভির্মাতুলৈস্তথা।
দারৈঃপুত্রৈর্বয়স্যৈশ্চ রুদদ্ভিস্ত্যজ্যতে ভুবি। ৫৩
দৃশ্যমানৈশ্চ তৈর্দীনৈ রশ্রুপূর্ণেক্ষণৈর্ভৃশং।
স্বশরীরং সমুৎসৃজ্য বায়ুভূতস্তু গচ্ছতি॥ ৫৪
অন্ধকারমপারন্তং মহাঘোরতমোবৃতম্॥ ৫৫
অতিদুঃখপ্রদাতারং দুর্গমং পাপকারিণঃ।
দুঃসহঞ্চ সুদুরঞ্চ দুর্নিরীক্ষ্যং দুরাসদম্॥ ৫৬
দূরাপমতিদুর্গঞ্চ পাপিষ্ঠানাং সদাহিতং।
কৃষ্যমানাশ্চ তে দূতৈর্যাম্যৈঃপাশৈশ্চসংযতাঃ॥ ৫৭
মুদ্গরৈস্তাড্যমানাশ্চ নীয়ন্তে তন্মহাপথং।
ক্ষীণায়ুষং সমালোক্য প্রাণিনাঞ্চায়ুষঃক্ষয়ে॥ ৫৮

তাপ করিতে করিতে রোদন করতঃ ভূমিতলে মৃত দেহটী পরিত্যাগ করে। তখন বায়ুভূত মায়িক জীব স্বীয় শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে। ৫৩। ৫৪।

"অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ যমদূতেরা পাপকারিদিগকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক পাশ দ্বারা দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া লৌহময় মুদ্গরের নিদারুণ প্রহারে তাড়না করিতে করিতে মহাঘোর তমসাবৃত অপার অন্ধকারময় দুঃসহনীয় দুর্নিরীক্ষ্য অতিদূর অলঙ্ঘনীয় অগম্য পাপিষ্ঠগণের অমঙ্গলজনক অর্থাৎ পাপের দণ্ড স্বরূপ অতি দুর্গম সেই মহাপথ দিয়া লইয়া যায়।৫৫-৫৮। প্রাণিগণের

নিমীষবঃ সমায়ান্তি যমদূতাভয়ঙ্করাঃ।
৫৯ আরুহ্যাঞ্জনকালেষু ঋক্ষব্যাঘ্রখরেষুচ ॥
উষ্ট্রেষু বানরেষ্বন্যে বৃশ্চিকেষু বৃকেষুচ।
৬০ উলূকসর্প মার্জ্জারেষ্বন্যেচ গৃধ্রবাহনাঃ ॥
শ্যেনংশৃগালমারূঢ়া ভীষণাঃকঙ্কবাহনাঃ।
৬১ বরাহপশুবেতালমহিষস্থাস্তথাপরে ॥
নানারূপধরাঘোরাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ।
দীর্ঘায়ুষ্কাঃ করালাস্যাবজ্রনাসাস্ত্রিলোচনাঃ।
৬৩ মহাহনুকপোলাস্যাঃপ্রলম্বদশনচ্ছদাঃ ॥

আয়ুক্ষয় কালে তাহাদিগকে ক্ষীণায়ু জানিয়া প্রেতরাজ সন্নিধানে লইয়া যাইবার ইচ্ছায়, ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করেরা যখন সমাগত হয়, তৎকালীন তাহাদের মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর; কতকগুলি কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক, ব্যাঘ্র, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বানরে আরোহণ করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়; আর কতগুলি বৃশ্চিক, বৃক, উলূক সর্প মার্জ্জার বাহনে আরূঢ় হইয়া সম্মুখীন হয়। অপর কতকগুলি গৃধ্র ও শ্যেন পক্ষী, শৃগাল, কঙ্ক, বরাহ, মহিষ এবং ভূতাবিষ্ট শবে সমারূঢ় হইয়া সমীপস্থ হইয়া থাকে।৫৯।৬০।৬১। তাঁহারা সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্কর, ঘোররূপ নানা মূর্ত্তি ধারণ করে। কতকগুলি শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় উন্নত মূর্ত্তি, এবং করাল বদন, কতগুলির নাসিকা সমুজ্জল হীরকখণ্ডের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, কতকগুলি ত্রিলোচন, আর কতগুলির মুখ মণ্ডলের কপোল ও হনুদেশ অত্যুন্নত বৃহদাকার

নির্গতৈর্বিকৃতাকারৈর্দশনৈরঙ্কুশোপমৈঃ।
মাংসশোণিতদিগ্ধাঙ্গা দংষ্ট্রাভির্ভৃশমুল্বণৈঃ।
মুখৈঃপাতালসদৃশৈ র্জ্বলজ্জিহ্বৈ র্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ৬৩
নেত্রৈশ্চসুবিকৃতাকারৈ র্জ্বলৎপিঙ্গলচঞ্চলৈঃ।
মার্জ্জারোলূকখদ্যোতশক্রগোপবহ্নিজ্বলৈঃ ॥ ৬৪
কেশরৈঃ শঙ্কুলৈস্তদ্বৈলোচনৈপাবকোপমৈঃ।
ভৃশমাভরণৈর্ভীমৈরাবদ্ধৈর্ভুজগোত্তমৈঃ ॥ ৬৫
যোগসন্নদ্ধগাত্রৈশ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতৈঃ।
কণ্ঠস্থকৃষ্ণসর্পৈশ্চ ফুৎকাররবভীষণৈঃ ॥ ৬৬

প্রযুক্ত বানর মুখের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর। এবং অন্য কতকগুলির দন্তপুঙ্‌ক্তি প্রলম্বমান ও অতীববিস্তৃত।৬২। আর কতকগুলির বিকৃতাকার দন্ত সকল অঙ্কুশের ন্যায় বিনির্গত হওয়ায় বিকৃতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কতকগুলি মাংস শোণিতাক্ত কলেবর, এবং তাহাদের আনন, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রারাজিবিরাজিত পাতালসদৃশ গম্ভীর, ও জলদগ্নি শিখার ন্যায় লোলিত জিহ্বাবিশিষ্ট; ৬৩ নেত্রসকল অতি বিকটাকার, খদ্যোত ও শক্রগোপ (অর্থাৎ রক্তবর্ণ কীটবিশেষ) প্রভৃতির ন্যায় উজ্জ্বল এবং প্রজ্বলিত পিঙ্গলবর্ণের চাকচিক্যতা বিস্ফারিত হওয়ায় চঞ্চল, মার্জ্জার ও পেচকের চক্ষুর ন্যায় সমুজ্জ্বল, ৬৪। অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ, স্পন্দহীন কেশর সমূহে পরিবৃত। অবয়ব ভুজগ ভূষণে বিভূষিত ও বর্ম্মদ্বারা সুরক্ষিত। ৬৫। গলদেশ কপাল-

বহ্নিজ্বালোপমৈঃ কেশৈঃ স্তব্ধৈরুক্ষৈর্ভয়ঙ্করৈঃ
৬৭ বভ্রুপিঙ্গলনেত্রৈশ্চ কদ্রুশ্মশ্রুভিরাবৃতৈঃ ॥
ভুজদণ্ডৈর্মহাঘোরৈঃ প্রলম্বপরিঘোপমৈঃ।
৬৮ কেচিদ্দ্বিবাহবস্তত্র তথান্যেচ চতুর্ভুজাঃ ॥
ষড়ষ্টবাহবশ্চান্যে দশবিংশভুজাস্তথা।
৬৯ শতসংখ্যভুজাশ্চান্যে কেচিদ্বাহুসহস্রিণঃ ॥
আয়ুধৈর্বিবিধাকারৈঃ প্রজ্বলদ্ভির্ভয়ানকৈঃ।
৭০ অসিতোমরচক্রাদ্যৈঃ সংদীপ্তৈর্বিবিধায়ুধৈঃ।

মালায় অলঙ্কৃত, কণ্ঠে কৃষ্ণভুজঙ্গমগণ ভীষণ ফুৎকার রবে গর্জ্জন করিতেছে। ৬৬। মস্তকে নিস্পন্দভাবে রুক্ষ কেশসমূহ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কররূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে। অনলের ন্যায় প্রখর প্রভায় সমুদ্ভাসিত পিঙ্গল বর্ণ চক্ষু প্রজ্বলিত হইতেছে। ইতস্ততঃ পিঙ্গলবর্ণ শ্মশ্রু-কলাপ মণ্ডিত বদনমণ্ডল দীপ্তি পাইতেছে। ৬৭।

তাহাদিগের বিশাল ভুজদণ্ড, মহাঘোরাকৃতি, প্রলম্বমান-লগুড় তুল্য। কোন কোন যমদূত দ্বিভুজ, কেহ কেহ চতুর্ভুজ, কেহ অষ্টভুজ, কেহ দশভুজ, কেহ বিংশভুজ, কেহ শত ও সহস্র বাহুবিশিষ্ট। ৬৮। ৬৯।

উক্ত মহাবল পরাক্রান্ত প্রচণ্ড যমকিঙ্করগণ, মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয় হইলে, প্রেতপতি ধর্ম্মরাজ যমের আজ্ঞা মাত্রেই বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল তীক্ষ্ণধার অসি, তোমর চক্র প্রভৃতি

পাশশৃঙ্খলদণ্ডৈশ্চ ভীষয়ন্তো মহাবলাঃ।
আগচ্ছন্তি মহারৌদ্রা মর্ত্তানামায়ুষঃক্ষয়ে ॥ ৭১
গ্রহীতুং প্রাণিনঃ সর্ব্বে যমস্যাজ্ঞাকরাস্তথা।
যচ্ছচ্ছরীরমত্যুগ্রং যাতনীয়ং স্বকর্ম্মজং ॥ ৭২
তৈরস্য নীয়তে জন্তুর্যমস্য সদনং প্রতি।
বদ্ধ্বাতৎকালপাশৈশ্চ নিগড়ৈর্বজ্রশৃঙ্খলৈঃ ॥ ৭৩
তাড়য়িত্বাভৃশংক্রুদ্ধৈর্নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ।
প্রস্খলন্ স রুদন্নুচ্চৈরাক্রোশংশ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৪

বিবিধাকার অস্ত্র এবং পাশ, শৃঙ্খল, দণ্ড প্রভৃতি নানা প্রকার শস্ত্র নিকর ধারণ করিয়া প্রাণি সকলকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হয়। আর সেই সময়ে মানবগণের নিজকৃত-কর্ম্মানুসারে জাত দেহের অনুরূপ যমলোক হইতে আনীত বায়ুময় অত্যুগ্র যাতনাজনক একটী আতিবাহিক দেহ প্রদান করিলে, আধ্যাত্মিক লিঙ্গ শরীরের সহিত জীব উক্ত দেহে প্রবিষ্ট হয়। তদনন্তর যমদূতেরা কালপাশ নিগড় ও বজ্রসদৃশ শৃঙ্খল দ্বারা দারুণরূপে বন্ধন করিয়া যমরাজ ভবনে লইয়া যায়। ৭০-৭৩।

ক্রুদ্ধ যমকিঙ্করগণ পাপীকে অতিশয় তাড়না করতঃ মুহুর্মুহুঃ ভৎর্সনা করিতে করিতে যখন সেই দুর্গম প্রতপ্ত মহাপথ দিয়া লইয়া যায়, তখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া পদস্খলিত হওয়ায় পতিত হয়। ৭৪। এবং পুনঃপুনঃ হা মাতঃ হা পিতঃ হা

হা মাত স্তাত পুত্রেতি কলত্রেতিচ সোসকৃৎ
৭৫ আহন্যতে শীতৈঃশূলৈর্মুদ্গরৈর্মুষলৈস্তথা।
খড়্গশক্তিপ্রহারৈস্তু বজ্রদণ্ডৈঃসুদারুণৈঃ।
৭৬ ভৎর্স্যমানো মহারাবৈ র্বজ্রশক্তিসমন্বিতৈঃ॥
একৈকশোভৃশংক্রুদ্ধৈস্তাড়য়দ্ভিঃ সমন্ততঃ।
৭৭ সমুহ্যমানো দুঃখার্ত্তঃ প্রপতন্ স ইতস্ততঃ॥
আকৃষ্যনীয়তেজন্তুরধ্বনি সুভয়ঙ্করে।
কুশকণ্টকবল্মীকশঙ্কুপাষাণকর্করে।
৭৮ তথা প্রদীপ্তজ্বলনেক্ষরদভ্রশতোৎকটে॥

ভার্য্যে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে যত রোদন করিতে থাকে; ততই তীব্র বেত্র, তীক্ষ্ণ শূল, মুদ্গর ও মুষল দ্বারা, ৭৫ এবং শাণিত খড়্গ শক্তি ও বজ্রসম সুদারুণ দণ্ড দ্বারা নিরতিশয় প্রহার করিতে থাকে। আর ক্রোধপুরঃসর প্রত্যেক যমদূত চতুর্দ্দিক হইতে বজ্র শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া গম্ভীর রবে তর্জ্জনপূর্ব্বক উগ্ররূপে তাড়না করিতে থাকে ও উত্তোলন করিয়া লইয়া যায়। এবং যখন নিরতিশয় দুঃখে ক্লিশ্যমান হইয়া পুনঃপুনঃ ইতস্ততঃ অবলুণ্ঠিত হয়, তখন দুরন্ত যমদূতেরা পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিয়া কুশ, কণ্টক, বল্মীক, শঙ্কু, পাষাণ ও কঙ্করাকীর্ণ এবং জ্বলন্ত অগ্নিময় আর জলধর পটলের বারিধারায় কোন অংশ, সঙ্কটীভূত কর্দ্দমময় অতি ভয়ঙ্কর পথে ঘর্ষণ করিয়া বেগে লইয়া যায়। ৭৬-৭৮।

বিকৃষ্যমান স্তৈর্ঘোরৈ র্ভক্ষ্যমানঃ শিবাশতৈঃ।
প্রযাতি দারুণে মার্গে পাপকর্ম্মা যমালয়ং॥ ৭৯
ক্বচিদ্ভীতৈঃ ক্বচিদ্ভ্রস্তৈঃ প্রস্খলদ্ভিঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
দুঃখেন ক্রন্দমানৈশ্চ গন্তব্যঃ স মহাপথঃ॥ ৮০
নির্ভৎর্স্যমানৈ রুদ্বিগ্নৈ র্বিদ্রুতৈর্ভয়বিহ্বলৈঃ।
কম্পমানৈঃ শরীরৈস্তু গন্তব্যং জীবসংজ্ঞকৈঃ॥ ৮১
কণ্টকাকীর্ণমার্গেণ সন্তপ্তসিকতেন চ।
দহ্যমানৈশ্চ গন্তব্যং নরৈর্জ্ঞানবিবর্জিতৈঃ॥ ৮২

এদিকে শৃগালগণ ভয়ঙ্কর চিৎকার ধ্বনি করিয়া নরমাংস ভক্ষণ করিতেছে এবং ভীষণ কৃতান্ত দূত সমূহ তাদৃশ অবস্থায়, সেই দারুণ পথ দিয়া যমলোকাভিমুখে পাতকিদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। পাপিগণের দুর্গতির বিষয় অধিক কি বর্ণনা করিব।৭৯।

এদিকে ভয়ে বিহ্বল, সর্ব্বাঙ্গ লোমঞ্চিত ও কম্পিত, পদে পদে পদস্খলিত এবং অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে থাকে। ভবিষ্যতে আবার কি দশা উপস্থিত হয়, এই চিন্তায় চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত, পথ নিরবচ্ছিন্ন কণ্টক রাশিতে পরিপূর্ণ, সুতপ্ত বালুকা রাশি চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিতেছে। যমকিঙ্করগণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করতঃ জীবঘাতী পাপীদিগকে পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্মের জন্য নিয়ত ভৎর্সনা করিতেছে। সমস্ত গাত্র, মেদ ও শোণিত রাশিতে

মেদঃশোনিতদুর্গন্ধৈ রুগ্রৈর্গাত্রৈশ্চ ভূষিতঃ।
দগ্ধৈঃস্ফুটরুজাকীর্ণৈর্গন্তব্যং জীবঘাতকৈঃ।
৮৩ কূজদ্ভিঃ ক্রন্দমানৈশ্চ বিক্রোশদ্ভিশ্চবিস্বরং॥
শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গতোমরশায়কৈঃ।
৮৪ ভিদ্যমানৈঃশিতৈঃ শূলৈর্গন্তব্যংজীবঘাতকৈঃ
শ্বভির্ব্যাঘ্রৈশ্চ কঙ্কৈশ্চ ভক্ষ্যমানৈশ্চপাপিভিঃ
৮৫ ক্রকচৈঃ কৃত্যমানৈশ্ছ গন্তব্যং মাংসখাদিভিঃ॥
বৃষমহিষশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যমানৈঃ সমন্ততঃ।
৮৬ উল্লিখদ্ভিঃ শূকরৈশ্চগন্তব্যং মাংসখাদকৈঃ॥

পরিপূর্ণ এবং দগ্ধপ্রায়; দুর্গন্ধের পরিসীমা নাই। মূর্ত্তিমান যাবতীয় রোগসমূহ দ্বারা আক্রান্ত। জীবের যতদূর মন্দভাব ও মন্দ অবস্থা ঘটিতে পারে, তৎ সমস্তই জাজ্বল্যমান। জীব-হিংসক পাপীগণ উক্তরূপে ক্লিশ্যমান হইয়া যতই অগ্রসর হয়, ততই চিন্তার বশে তাহাদের দেহ অবসন্ন হইয়া আইসে এবং ঘোর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিকৃতস্বরে রোদন করিতে থাকে। ৮০-৮৩। এবং খড়্গ, তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি ও শায়কের তীক্ষ্ণ ধারে আহত হয়া, তীক্ষ্ণ শূলাগ্র দ্বারা সর্ব্ব শরীর ভিদ্যমান হইতে থাকে। ৮৪। কঙ্ক, ব্যাঘ্র ও কুক্কুর সমূহ তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে ও ক্রকচ অর্থাৎ করাত অস্ত্র দ্বারা যমদূতগণ ছিন্নভিন্ন করিতে থাকে। ৮৫। মহিষ, বৃষভ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণ প্রকাণ্ড শৃঙ্গ দ্বারা পুনঃপুনঃ আঘাত

শুনিভ্রমরকাকোল মক্ষিকাভিশ্চসংঘশঃ।
উহ্যমানৈশ্চগন্তব্যং পাপিষ্ঠৈর্মধুঘাতকৈঃ॥ ৮৭
বিশ্রম্ভিস্বামিমিত্রস্ত্রিবিশ্বস্তানাংবিঘাতকৈঃ।
শস্ত্রৈর্নিকৃত্যমানৈশ্চ গন্তব্যং চান্তরস্বরৈঃ॥ ৮৮
ঘাতয়ন্তি চ যে জন্তুং স্তাড়য়ন্তি নিরাগসঃ।
রাক্ষসৈর্ভক্ষ্যমানাস্তে যান্তিযাম্যপথংনরাঃ॥ ৮৯
যে হরন্তীহ বস্ত্রানি পরপ্রাবরণানি চ।
তেযান্তিবিদ্রুতানগ্নাঃ প্রেতীভূতাযমালয়ং॥ ৯০

করিতে থাকে। শূকরগণ মাংসভোজীদিগকে দন্তদ্বারা আক্রমণ করে। ৮৬। এবং মধুচক্রবিঘাতক পাপিসমূহকে ভ্রমর, দণ্ড-কাক, মক্ষিকা, কক্কুর প্রভৃতি ও দংশকসমূহ অনবরত দংশন করায় জর্জ্জরিত হইয়া গমন করে। ৮৭। তাহাদের উচ্চ রোদন রবে মহাপথ প্রতিধ্বনিত হয়। যে সমস্ত পাপিগণ স্বামী, মিত্র অথবা পতিব্রতা প্রমদাকে বঞ্চনা করিয়া অবিশ্বাসের কারণ হইয়াছে, ও যাহারা নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক, তাহাদের গতিই এইরূপ। যাহারা নিরপরাধী, কৃপণ, জন্তুদিগকে অনায়াসেই তাড়না করে, নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে যাহা-দের অণুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই; রাক্ষসগণ তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে এবং তাহারা দক্ষিণ পথে নীত হয়। ৮৮।৮৯। যাহারা এই জগতে সামান্য লোভের বশ-

গাশ্চধান্যং হিরণ্যম্বাগৃহক্ষেত্রমথাপিবা।
যে হরন্তি দুরাত্মানঃ পরস্বংপাপকারিণঃ ॥ ৯১
পাষাণৈর্লগুড়ৈর্দ্দণ্ডৈ স্তাড্যমানে স্তু জর্জ্জরৈঃ।
বমদ্ভিঃ শোনিতংভূরি গন্তব্যশ্চ যমালয়ঃ ॥ ৯২
ব্রহ্মস্বং যে হরন্তীহ নরা নরকনির্ভয়াঃ।
তাড়য়ন্তি তথাবিপ্রানাক্রোশন্তি চ যেধমাঃ ॥ ৯৩

বর্ত্তী হইয়া অপরের বস্ত্র অথবা উত্তরীয় বসন অপহরণ করে, তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় যমলোকে গমন করে। ৯০।

যাহারা পরম পবিত্র গোধন হরণে নিযতচিত্ত, স্বর্ণ, গৃহ ধান্য অথবা পরক্ষেত্র অপহরণ করা যাহাদের ব্যবসা ও যে সমস্ত দুরাত্মাগণ পরস্বাপহরণে একান্ত আশক্ত, তাহারা যখন ভীষণ যমালয়ে নীত হয়, চতুর্দ্দিক হইতে পাষাণ খণ্ড তাহাদের গাত্রে পতিত হয়। যমদূত সকল ভীষণ লগুড় ও দণ্ড আঘাতে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। এবং সেই পাপিগণ অজস্র শোণিতরাশি বমন করিয়া গমন করে।৯১।৯২। আর যে সমস্ত দুরাত্মগণ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব অপহরণে তৎপর, যাহাদের অণুমাত্র নরকের আশঙ্কা নাই, যাহারা ব্রাহ্মণের দ্বেষ ও হিংসায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত, পরম পবিত্র ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত নয়, তাহাদের দুর্গতির কথা কি বলিব; তাহাদের কর্ণ নাসিকা ও চক্ষুঃ ছেদন করিয়া শুষ্ককাষ্ঠে বদ্ধ করিয়া রাখে। পূয়ঃ ও শোণিত মুখমধ্যে ঢালিয়া দেয় কাক, শকুনি ও শৃগালকুল তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে।

শুষ্ককাষ্ঠনিবদ্ধা স্তে ছিন্নকর্ণাক্ষি নাসিকাঃ।
পূয়শোনিতভক্ষ্যা স্তে কাকগৃধ্রৈশ্চজম্বুকৈঃ ॥ ৯৪
কিঙ্করৈর্ভীষণৈশ্চণ্ডৈ স্তাড্যমানৈস্তু দারুণৈঃ।
বিক্রোশমানা গচ্ছন্তি পাপিন স্তে যমালয়ং ॥ ৯৫
এবং পরমদুর্দ্ধর্ষ মধ্বানং জ্বলনপ্রভং।
রৌরবং দুর্গবিষমং নির্দ্দিষ্টং মানুষস্য চ ॥ ৯৬
প্রতপ্তং তাম্রবর্ণাভং বহ্নিজ্বালাস্ফুলিঙ্গবৎ।
কুরণ্টকণ্টকাকীর্ণং বৃথাবিকটমঙ্কুশৈঃ ॥ ৯৭
শক্তিবজ্রৈশ্চ সংস্তীর্ণ মুজ্জ্বলত্তীব্রকণ্টকৈঃ।
অঙ্গারবালুকামিশ্রং রহ্নিকীটকদুর্গমং ॥ ৯৮

এরূপ অবস্থায় ভয়ঙ্কর দূতগণ দারুণ প্রহার করিতে আরম্ভ করে, এবং পাপীগণ বিকৃত স্বরে রোদন করতঃ যমালয়ে নীত হয়, ৯৩। ৯৪। ৯৫। পথের দারুণতার বিষয় বর্ণনাতীত। অবিরত অগ্নিশিখা প্রদীপ্তরহিয়াছে, সেই মহাপথের নাম রৌরব, অগ্নি ভীম ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া তপ্ত তাম্রের লোমহর্ষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এদিকে সমুজ্জ্বল তীক্ষ্ণ কণ্টক প্রতপ্ত অঙ্গার বালুকা মিশ্রিত ও বহ্নি কীট দ্বারা সঙ্কটীভূত এবং শক্তি, বজ্র প্রভৃতি আয়ুধ সমূহ সজ্জিত হইয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে পাপী জীবগণের প্রতীক্ষা করিতেছে। ৯৬। ৯৭। ৯৮। অধিক

জ্বালামালাকুলং রৌদ্রং সূর্য্যরশ্মিপ্রতাপিনং।
অধ্বানং নীয়তে দেহী কৃষ্যমানঃ সুনিষ্ঠুরৈঃ॥ ৯৯
যদৈব ক্রন্দতে জন্তু র্দুঃখার্ত্তঃ পততিক্বচিৎ।
তদৈব হন্যতে সর্ব্বৈরায়ুধৈ র্যমকিঙ্করৈঃ॥ ১০০
এবং সংতাড্যমানস্তু নদ্ধঃ পাপেষু যোনরঃ।
অবশোনীয়তে জন্তু র্দুর্দ্ধ রৈর্যম কিঙ্করৈঃ।
সর্ব্বৈরেবহিগন্তব্যমধ্বানং তৎসুদুর্গমং।
নীয়তেবিবিধৈ র্ঘোরৈ র্যমদূতৈরবজ্ঞয়া॥ ১০১

কি সেই রৌরব ক্ষেত্রের উত্তাপ এত অধিক, এরূপ ভয়াবহ এবং এরূপ সুতীক্ষ্ণ যেন সহস্ররশ্মি ভগবান্ মরীচিমালিকেও ধিক্কার প্রদান করিতেছে। যে সময় জন্তুগণ উচ্চৈস্বরেঃ চীৎকার করিয়া দুঃখিত মনে নিজকৃত কর্ম্মফল উপভোগ করতঃ ভয়ে পতিত হয় অমনি করাল যমকিঙ্করগণ নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহাদের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে। ৯৯। ১০০। তাহারাও কৃতান্তকিঙ্করকুলের দারুণ আঘাতে অস্থির ও অবসন্ন হইয়া ভয়ানক সুগহন মহাপথ অতিক্রম করিতে থাকে। কাহারও বক্ষে, কাহারও হস্তে, কাহারও গ্রীবাদেশ ধারণ করতঃ তাচ্ছল্যভাবে পাপিদিগকে লইয়া যায়। ১০১। পাপিগণ যে পুরীতে প্রবেশ করে

নাত্বা সুদারুণং মার্গং প্রাণিনং যমকিঙ্করৈঃ।
প্রবিশ্যতে পুরী ঘোরা তাম্রায়সময়ীদ্বিজাঃ॥ ১০২
সাপুরী বিপুলাকারা লক্ষযোজনমায়তা।
চতুষ্পথাবিনির্দ্দিষ্টা চতুর্দ্বারবতী শুভা॥ ১০৩
প্রাকারাঃ কাঞ্চনাস্তস্যাং যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতাঃ।
ইন্দ্রনীলমহানীলপদ্মরাগোপশোভিতাঃ॥ ১০৪
সাপুরী বিবিধৈঃ সর্ব্বৈর্ঘোরাঘোরৈঃ সমাকুলা।
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ॥ ১০৫
পূর্ব্বদ্বারং শুভং তস্যাঃ পতাকাশতযোজিতং।
বজ্রেন্দ্রনীলবৈদূর্য্যমুক্তাফলবিভূষিতং।
গীতনৃত্যৈঃ সদারম্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গনৈঃ॥ ১০৬

তাহার সমগ্র অংশ তাম্র ও দৃঢ় লৌহে সুগঠিত। কাহারও সাধ্য নাই যে ইচ্ছামত ভগ্ন করিয়া বহির্গত হয়। আকার অত্যন্ত বৃহৎ, দীর্ঘ প্রায় লক্ষযোজন। চতুর্দ্দিকেই চতুষ্পথ এবং চতুর্দ্দিকেই সিংহদ্বার ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ১০২।১০৩। প্রাচীর সমূহ সুবর্ণনির্ম্মিত এবং অযুত যোজন উন্নত। দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস পন্নগ প্রভৃতি অগণ্য লোকপুঞ্জে পরিপূর্ণ। এদিকে ইন্দ্রনীল, মহানীল পদ্মরাগ প্রভৃতি মহামূল্য মণিসমূহ প্রতিফলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ১০৪। ১০৫।

পূর্ব্ব দ্বার অতিশয় মনোরম। অসংখ্য পতাকারাজি বিরা-

প্রবেশ স্তেন দেবানা মৃষীণাং যোগিনাং তথা।
১০৭ গন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যানাং কিন্নরাণাং বিসর্পণং ॥
উত্তরন্তু বরং দ্বারং ঘণ্টাচামর ভূষিতং।
১০৮ তত্তু তোরণবিন্যাসং নানারত্নৈ রলঙ্কৃতং ॥
বীনাবেণুরবৈ রম্যৈ র্গীতমঙ্গলবাসিতং। •
১০৯ ঋগ্‌যজুঃ সামনির্ঘোষৈ র্মুনিবৃন্দসমাকুলং ॥
বিশন্তিতেন ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ।
১১০ গ্রীষ্মে বারিপ্রদাযে তু শীতে চাগ্নিপ্রদানরাঃ॥
শ্রমাপনোদকা যেচ প্রিয়বাদরতাশ্চয়ে।

জিত হইয়া পুরীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। এদিকে বজ্র, ইন্দ্রনীল, বৈদুর্য্য ও মুক্তাফল প্রভৃতি উজ্জ্বল রত্নে, সমূহ স্থান উজ্জ্বলিত। শোভার অবধি নাই। গন্ধর্ব ও অপ্সরীগণ নিয়ত নৃত্য গীতে সকলের তুষ্টি সম্পাদনে অভিরত। চতুর্দ্দিকে শান্তি বিরাজমান। ইহাই পরম পূজনীয় ঋষি যোগী, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণের প্রবেশের পথ। ১০৬। ১০৭। উত্তর দ্বারও পরম রমণীয়। ঘণ্টা চামর প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে শোভমান। বিস্তৃত তোরণরাজি নানাবিধ রত্ন সমূহে অলঙ্কৃত। বীণা বেণু প্রভৃতি মধুর বাদ্যধ্বনি দ্বারা চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত। এদিকে ঋষি, যতি ও মহর্ষি মণ্ডল মূর্ত্তিমান্ বেদচতুষ্টয়ের স্তুতিগানে ব্যাপৃত। ০১৮/১০৯। যে সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মগণ সত্যব্রত অবলম্বন

যেচদানরতাঃ শূরা মাতাপিতৃপরাশ্চযে।
দ্বিজশুশ্রূষণে যুক্তা নিত্যংযেঽতিথিপূজকাঃ॥১১১
পশ্চিমন্তু মহদ্দ্বারং পূর্য্যা বন্দিগণৈর্যুতং।
মণিময়ঞ্চ সোপানং তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতং ॥ ১১২
ভেরীমৃদঙ্গ সন্নাদৈঃ শঙ্খকাহলনাদিতৈঃ।
সিংহবৃন্দৈঃ সদাহ্যৈর্মঙ্গলৈঃ প্রতিপাদিতং॥১১৩

করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ও যাঁহারা গ্রীষ্মকালে সুশীতল বারি প্রদান এবং শীতকালে অগ্নি দান যাঁহাদের নিয়ত ব্রত, যেসমস্ত পুণ্যবান মানবগণ লোকের পরিশ্রম দূরীকৃত করিয়া থাকেন, প্রিয়কথা দ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন করাই যাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; যেসমস্ত মহাত্মাগণ ধরণীতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন, যাঁহারা নিয়ত সৎ-পাত্রে ধন বিতরণ করিয়া মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, যাঁহারা পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন করেন, ব্রাহ্মণগণের পরি-চর্য্যায় যাঁহাদের চিত্ত একান্ত আসক্ত, যাঁহারা প্রতিদিন অতিথি কুলের যথাবিধি সৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই মহাসমারোহে উত্তর সিংহ দ্বার দিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করেন।১১০।১১১। পশ্চিম দ্বার পরম রমণীয়। বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিগানে আসক্ত, সোপান উজ্জ্বল মণি-সমূহের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, তোরণরাজি প্রভৃতি কুসুমরাজিতে বিরাজিত। ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ কাহল প্রভৃতি

প্রবেশন্তেন দ্বষ্টানাং দেবভক্তিমতাং নৃণাং
সর্ব্বতীর্থপ্লুতা যেচ পঞ্চাগ্নে র্যেচ সেবকাঃ ॥
প্রস্থানে যে মৃতাবীরা মৃতা যেচ গিরৌজলে।
অগ্নৌবিপন্না যে বীরাঃ কৃতঞ্চানশনব্রতং ॥
যে স্বামিমিত্রলোকার্থে গবাংসংরক্ষণে হতাঃ।
তেবিশন্তি নরাঃশূরাঃ পশ্চিমেন তপোধনাঃ ॥
পূর্য্যাস্তস্যা মহাঘোরং সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করং।
হাহাকারসমাজুষ্টং দক্ষিণ দ্বার মীদৃশং ॥

নানাবিধ সুমধুর বাদ্যধ্বনি দ্বারা সমূহ স্থান নিয়ত প্রতিধ্বনিত। তোরণ দ্বার মঙ্গলময়ী সিংহমূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত। ১১২-১১৩। হে ঋষিগণ! যাঁহারা দেবদ্বিজ গুরু প্রভৃতি মাননীয়গণের প্রতি, প্রকৃত ভক্তি প্রকাশ করেন, যাঁহারা নানাতীর্থে অবগাহন করিয়া পাপানলের শান্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, যাঁহারা পঞ্চাগ্নির সেবক, যেসমস্ত বীরবর্গ স্বদেশ রক্ষণে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, ও অনশনব্রত অবলম্বনে কি মহাপ্রস্থানে কি জলে কি অনলে পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া এই ক্ষণভঙ্গুরদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ও বীরগর্ব্বে সমরানলে এই নশ্বর দেহ আহুতি দিয়াছেন, স্বামিমিত্র ও গো রক্ষণের জন্য যাঁহারা জীবন দিতে কুণ্ঠিত নন এই পশ্চিম দ্বারই সেই সমস্ত মহাত্মদিগের প্রবেশের পথ। ১১৪—১১৬।

এই ভয়াবহ যম পুরীর দক্ষিণ দ্বার, সমূহ প্রাণিবর্গের ভীতি

অন্ধকারং নিরালোকং তীক্ষ্ণশৃঙ্গৈঃ সমাচিতং।
কণ্টকৈ র্বৃশ্চিকৈঃ সর্পৈ র্বজ্রকীটৈঃ সুদুর্গমৈঃ ॥
বিলুম্পদ্ভি র্বৃকৈর্ব্যাঘ্রৈ র্ঋক্ষৈঃসিংহৈঃসজম্বুকৈঃ।
শ্বভির্মার্জ্জারগৃধ্রৈশ্চ সজ্বালকরণৈর্মুখৈঃ ॥
প্রবেশন্তেন বৈনিত্যংসর্ব্বেষাং পাপকারিণাং।
যেবৈতপন্তি বিপ্রাংশ্চ বালবৃদ্ধং তথাতুরং ॥
শরণাগতঞ্চবিশ্বস্তং স্ত্রিয়ং মিত্রং নিরায়ুধং।
যেঽগম্যাগামিনোমূঢ়াঃ পরদ্রব্যাপহারণঃ ॥

সম্পাদন করে, সর্ব্বত্রই হাহাকার রব, নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, অমানিশাকে ধিক্কার প্রদান করিতেছে, আলোকের নাম মাত্র নাই। কণ্টক, বৃশ্চিক, সর্প ওবজ্রকীট সমূহ ভীষণভাবে সর্ব্বদা পাপিষ্ঠগণের অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান। ১১৭।১১৮ মার্জ্জার, কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ নরমাংসের জন্য ব্যতিব্যস্ত, যে সমস্ত হতভাগ্য মানবগণ নিয়ত পাপকর্ম্মে আসক্ত, এই ভয়ানক দক্ষিণ দ্বারই তাহাদের প্রবেশের পথ। যে সমস্ত পাপিষ্ঠবর্গ ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধ, আতুর শরণাগত, বিশ্বস্ত, মিত্র ও আয়ুধশূন্য ব্যক্তিকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে। ১১৯। ১২০ অসহায়া অবলা কামিনীগণের উপর যাহাদের অত্যাচার, যাহারা অগম্যা গমনে ক্ষণমাত্রও কুণ্ঠিত নয়, পর দ্রব্য ও গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করিতে যাহাদের কুপ্রবৃত্তি নিয়ত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহারা বিষ ও অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা কত শত

নিক্ষেপস্যাপহর্ত্তারো বিষবহ্নিপ্রদাশ্চয়ে।
পরভূমিং গৃহংশয্যাং বস্ত্রালঙ্কার হারিণঃ ॥
পররন্ধ্রেষু যেক্রূরা যে সদানৃতবাদিনঃ।
গ্রামরাষ্ট্রপুরস্থানে মহাদুঃখপ্রদাহিয়ে ॥
কূটসাক্ষিপ্রদাতারঃ কন্যাবাদেচ যে রতাঃ।
অভক্ষ্যভক্ষ্যনিরতা যেগচ্ছন্তি তথাস্মুখাং।
মাতরং দুহিতরঞ্চৈব স্বসারমপি কামুকাঃ ॥

অমূল্য মানব-জীবনের বিনাশ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছে, পর ভুমি, পরগৃহ, পরশয্যা, এবং অপরের বস্ত্র ভূষণাদি অপহরণ করাই যাহাদের প্রকৃতি; ১২১।১২২।

যাহারা চর্ম্মচক্ষে নিজের দোষ অবলোকন না করিয়া অপরে ছিদ্র নিয়ত অন্বেষণ করে, সর্ব্বদা মিথ্যা বাক্য যাহাদের অভ্যাস, গ্রাম, রাজ্য অথবা নগরে যাহারা প্রকৃতিবর্গের নিয়ত কষ্ট উৎপাদন করে, যে সমস্ত পামরগণ বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে, যাহারা সামান্য ইন্দ্রিয়-লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কন্যাদূষণে নিয়ত তৎপর। যে সমস্ত পাপিষ্ঠগণের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই; যাহারা সামান্য ইতর পশুর ন্যায় মাতা, কন্যা, ভগিনী বা পুত্রবধূর কিছুমাত্র বিভেদ রাখে নাই, ইন্দ্রিয় তুষ্টিই যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সমস্ত মহাপাতকিগণ ভয়ঙ্কর দিক্ষণ

অন্যে যে বৈ সুনির্দ্দিষ্টমহাপাতককারিণঃ।
দক্ষিণেন তু তে সর্ব্বে দ্বারেণ প্রবিশন্তি চ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে ব্যাসর্ষিসম্বাদে
যমলোকস্য মার্গস্বরূপাখ্যানং নামাধ্যায়ঃ ॥

যাচিন্তা সকলত্রপুত্রভরণব্যাপারভারে সদা
যাচিন্তাধনধান্যভূরিযশসাংলাভে সদাজায়তে।
সাচিন্তা যদি নন্দনন্দনপদদ্বন্দারবিন্দেক্ষণং
কাচিন্তা যমরাজভীমভবনদ্বারে প্রয়াণে মম ॥

দ্বারঅবলম্বন করিয়া কৃতান্তদেবের অন্তঃপুরীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। ১২৩।১২৪।১২৫।

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে ব্যাস ঋষি সম্বাদ নামক যমলোক গমনের পথ নির্ণয় স্বরূপ অধ্যায়ঃ।

এই জগতে পত্নী ও পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য যে চিন্তা চিত্তমধ্যে সমুদিত হয়; ধন ধান্য ও কীর্ত্তি লাভের জন্য যে চিন্তা আমাদিগকে নিয়ত আকর্ষণ করে, যদি ক্ষণকাল সেই মায়াবিনী চিন্তাদেবীকে জগতের অচিন্তনীয় চিন্তামণি নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিয়োজিত করি; তাহা হইলে ভীষণ যমরাজ ভবনে প্রবেশ করিবার আর চিন্তা কি!

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

কথং দক্ষিণমার্গেণ বিশন্তি পাপিনঃ পুরং।
১ শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্ব্রূহি বিস্তরেণ তপোধনাঃ॥

ব্যাস ঊবাচ।

স্বরূপং তন্মহাঘোরং দ্বারং বক্ষ্যামি ভীষণং।
২ নানাশ্বাপদসংকীর্ণং শিবাশতনিনাদিতং॥

মুনিগণ আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন হে তপোধন! এই সংসারপ্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবগণ পাপকর্ম্মে নিয়ত ধাববান হইয়া পরিণামে কিরূপে এই যমালয়ের দক্ষিণপথে প্রবেশ করিয়া থাকে, বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া আমাদের কৌতূহলশিখা নির্বাপিত করুন্। এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া কোন্ মানব না কুপথ হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ১। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ধীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, দক্ষিণ দিকের দ্বার অতিশয় ভয়ানক। একবার মনে হইলে উন্নতপুরুষের চিত্ত পর্য্যন্তও বিপর্য্যস্ত হয়। অগণ্যজম্বুকপুঞ্জ ভৈরবরবে সমগ্রপ্রদেশ নিনাদিত করিয়া উল্লম্ফন করিতেছে, শ্বাপদগণের ভীষণ ফুৎকার রব, তাহার

ফুৎকাররবসংযুক্ত মগম্যং লোমহর্ষণং।
ভূতপ্রেতপিশাচৈশ্চ বৃতং সহাস্যরাক্ষসৈঃ।
এবং দৃষ্ট্বাঽদূরাত্তে দ্বারং দুষ্কৃতকারিণঃ॥ ৩
উচ্চৈরুদন্তি সহসা ত্রাসাদ্বি বিলপন্তি চ।
ততস্তান্ শৃঙ্খলৈঃ পাশৈর্বদ্ধ্বাকর্ষন্তিনির্দয়াঃ॥ ৪
তাড়য়ন্তি স্বদণ্ডৈশ্চ ভৎর্সয়ন্তি পুনঃ পুনঃ।
লব্ধসংজ্ঞাস্তত স্তেতু রুধিরেণ পরিপ্লুতা॥ ৫
ভয়বিত্রস্তহৃদয়াঃ প্রস্খলন্তঃ পদে পদে।
তীব্রকণ্টকযুক্তেন শর্করানিচিতে নচ॥ ৬

সঙ্গে সঙ্গে ভূত, প্রেত, পিশাচ ও মাংস ভোজী রাক্ষসদলের অট্ট হাস্য ও বিকৃত রবে দিঙ্মণ্ডল পরি পূরিত। ২।৩ সেই সমস্ত বিকৃত ও ভৈরবধ্বনিতে প্রাণিগণের হৃদয় থর থর করিতে থাকে, এদিকে শৃঙ্খল, ও পাশ প্রভৃতি দ্বারা জীবগণকে আবদ্ধ করিয়া ভৎর্সনা পূর্ব্বক যমদণ্ড প্রহার করিতে করিতে দূতগণ চীৎকাররবে আকর্ষণ করিতেছে, মূর্চ্ছিত পাপি বৃন্দ সংজ্ঞালাভ পুরঃসর রক্তাক্ত কলেবরে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতঃ মহা হুলস্থূল ব্যাপার নিষ্পাদন করিতেছে। সমস্ত প্রদেশ এই সমস্ত ব্যাপারে ভয়ঙ্কর তুমুল কোলাহলে পরিপূরিত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ এক অভূত ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। ৪।৫।

তাহাদিগের হৃদয় ভয়ে একান্ত অভিভূত ও কম্পিত হয়,

ক্ষুরধারানিভৈস্তীব্রৈঃ পাষাণৈ র্লুঠিতে নচ।
৭ ক্বচিৎপঙ্কেননিহতা নিরুৎসারৈশ্চ খাতকৈঃ ॥
তীক্ষ্ণধারাগ্রদুর্দ্দৈর্স্তৈশ্চ সংচ্ছন্নেন পথা ক্বচিৎ।
৮ তটপ্রপাতবিষমৈঃ পর্ব্বতৈর্ব্বৃক্ষসংকুলৈঃ ॥
প্রতপ্তাঙ্গারযুক্তেন যান্তিমার্গেণ দুঃখিতাঃ।
৯ ক্বচিদ্বিষমগর্ত্তাভিঃ কূপাকারৈশ্চ ভীষণৈঃ ॥
সুতপ্তবালুকাভিশ্চ তথাতীক্ষ্ণৈশ্চ শঙ্কুভিঃ।
১০ অয়ঃশৃঙ্গাটকৈস্তপ্তৈঃ ক্বচিদ্দাবাগ্নিনাপুনঃ ॥

পদদ্বয় পদে পদে স্খলিত হইতে থাকে, অগ্রদিকে অগ্রসর হইতে আর সামর্থ থাকে না। ৬। তীক্ষ্ণকণ্টকরাজি সর্ব্বদা ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে, কঙ্করসমূহ পদে পদে বিদ্ধ হয় ক্ষুরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ পাষাণখণ্ড দ্বারা সর্ব্বদা আহত হইয়া রুধির স্রোতে ভাসমান হয়। কোথাও নিরবচ্ছিন্ন পঙ্করাশি, কোথাও সুগভীরগর্ত্ত, কোথাও পথ তটপ্রপাত অর্থাৎ পর্ব্বতাদির অত্যুচ্চস্থানবিশেষ দ্বারা উন্নতাবনত প্রযুক্ত অগ্রগমনের নিরন্তর বাধা উৎপাদন করিতেছে। ৭। এদিকে কোনও স্থলে দুর্লক্ষশৈলশ্রেণী, কোথাও তরুরাজি, কোন কোনও স্থান জ্বলন্ত অঙ্গার, ও ভীষণকূপ সমূহে পরিপূর্ণ ওসেই দুরত্যয় পথসমূহ অতিক্রম করিয়া,যন্ত্রণার চরমসীমা সহ্য করতঃ পাপিগণ গমন করিতেছে। সুতপ্ত বালুকা দ্বারা পদ দ্বয় দগ্ধ প্রায়, কোথাও সূচী সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শঙ্কু কোথাও বা দাবানল ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রজ্বলিত হইতেছে কোনও স্থান শৃঙ্গাট অর্থাৎ

ক্বচিত্তপ্তশিলাভিশ্চ ক্বচিদ্ব্যাপ্তং হিমেন চ।
ক্বচিদ্বালুকয়াব্যাপ্তং মার্গং যান্তি যমস্য চ ॥ ১১
কচিদুষ্ণাম্বুনাব্যাপ্তং ক্বচিৎকর্ম্মাগ্নিনা পুনঃ।
ক্বচিৎসিংহৈর্ব্বৃকৈর্ব্যাঘ্রৈর্দ্দংশকীটৈঃসুদারুণৈঃ ১২
ক্বচিম্মহাজলৌকাভিঃ ক্বচিদজগরৈঃ পুনঃ।
মক্ষিকাভিশ্চরৌদ্রাভিঃক্বচিৎসর্পৈর্বিষল্বণৈঃ॥ ১৩
মহাগজেন্দ্রযুদ্ধৈশ্চ বলোন্মত্তৈঃ প্রমাথিভিঃ।
পথস্থান মুল্লিখদ্ভিশ্চতীক্ষ্ণশৃঙ্গৈ র্মহাবৃষৈঃ।
মহাশৃঙ্গৈশ্চ মহিষৈঃ ক্রষ্টৈ র্মত্তৈশ্চ খাদনৈঃ॥ ১৪

জলকণ্টক, (পাণিফল) সদৃশ লৌহনির্ম্মিত কণ্টক সমূহে আকীর্ণ। ৯।১০। কোন স্থলে তপ্তশিলা, কোনও স্থলে নিদারুণ হিমানী কোথাও বা উষ্ণজল নিয়ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে কোথাও বা নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিদেব প্রজ্বলিত। এদিকে সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ নরশোণিতের জন্য মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে ওদিকে দংশ প্রভৃতি কীটগণ জীবের অপেক্ষা করিতেছে। ১১।২২। এদিকে সুদীর্ঘ জলৌকা (জোঁক্) সূচীমুখ মক্ষিকা সমূহ ও অন্যদিকে অজগর সর্প মুখব্যাদন করিয়া অবস্থিত। বিষপরিপূর্ণ উগ্রভুজঙ্গগণ ফণাবিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। ১৩। মত্তমাতঙ্গ ও সুভীষণ উষ্ট্রগণ মত্তভাবে বিচরণ করিতেছে। এবং ভৈরবরাবী বৃষভ-বর্গ, মহিষদল দীর্ঘশৃঙ্গ দ্বারা পথের মৃত্তিকা উত্তোলন

ডাকিনীভিশ্চ রৌদ্রাভির্বিকরালৈশ্চ রাক্ষসৈঃ
ব্যাধিভিশ্চ মহাঘোরৈঃ পীড্যমানা ব্রজন্তিতে
মহাধূলিবিমিশ্রেণ মহাচণ্ডেন বায়ুনা।
মহাপাষাণঘাতেন হন্যমানানিরাশ্রয়াঃ ॥
ক্বচিদ্বিদ্যুৎপ্রপাতেন দার্য্যমানাঃ ব্রজন্তিতে।
মহতাবাণবর্ষেণ ভিদ্যমানাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥
পতদ্ভির্বজ্রনির্ঘাতৈ রুল্কাপাতৈস্তুদারুণৈঃ।
এবং বহুবিধৈঃ কষ্টৈর্বিশন্তি দক্ষিণাপুরং ॥

করিয়া প্রধাবিত হইতেছে অগ্রবর্ত্তী হইবার অনুমাত্র উপায় নাই। ১৪। ডাকিনী ও রাক্ষসগণ নরপিশিতের জন্য রক্তমুখে বিকৃতনেত্রে দণ্ডায়মান। ব্যাধিসকল মূর্ত্তিমান, হইয়া অবস্থিত। ১৫। প্রচণ্ডবায়ু ধূলিরাশিতে দিঙমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া প্রবাহিত। শর্করা ও সুতীক্ষ্ণ পাষাণখণ্ড উড্ডীন হইয়া নিরাশ্রয় পাপিকুলকে আকুলিত করিতেছে। ১৬। ঘন ঘন ঘনঘটা হইতে চপলারাজি বিনির্গত হইয়া সকলের চিত্তবৃত্তিকে চপল ও ভয় বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে নিদারুণ উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, ও তীব্র শরবর্ষণে ভিদ্যমান সচকিত ও স্তম্ভিত। এরূপ ভয়াবহ অবস্থায় পাপিগণ অসহ্যযন্ত্রণা জালে জড়িত হইয়া যমরাজের জ্বালাময়ী দক্ষিণপুরীতে নীত হইতেছে।১৭।১৮।

প্রদীপ্তাঙ্গারবর্ষেণ দহ্যমানা বিশন্তি চ।
ক্ষুরধারানিভৈস্তীব্রৈঃ পাষাণৈর্লুঠিতেন চ ॥ ১৯
মহতাপাংশুবর্ষেণ পূর্য্যমানাঃরুদন্তি চ।
মেঘরাবৈঃ সুঘোরৈশ্চ বিত্রাস্যন্তে মুহুর্মুহুঃ ॥ ২০
নিঃশেষাঃ শরবর্ষেণ চূর্ণ্যমানাশ্চসর্ব্বতঃ।
মহাক্ষারাম্বুধারাভিঃ সিচ্যমানাব্রজন্তি চ। ২১
মহাশীতেনমরুতা রূক্ষেণ পরুষে ণ চ।
নীয়তে দেহিনঃ সর্ব্বে যেমূঢ়াঃ পাপকর্ম্মিণঃ ॥ ২২
যমদূতৈর্মহাঘোরৈঃ স্তদাজ্ঞাকারিভির্বলাৎ।
একাকিনঃ পরাধীনাঃমিত্রবন্ধুবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৩

এদিকে প্রজ্বলিত অঙ্গারবৃষ্টি দ্বারা অঙ্গ সমূহ পরিদগ্ধ। ক্ষুর সদৃশ তীব্র পাষাণখণ্ড তাহাদের গাত্রসমূহ ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে, ভয়ানক পাংশুবৃষ্টি,দৃষ্টি শক্তির অবরোধ করায় ক্রন্দন করে। অকস্মাৎ আকালিক ঘন ঘটার ঘোর রবে কর্ণদ্বয় বধির হইয়া উঠে, ভয়ে সর্বাঙ্গ চকিত ও কম্পিত হয়। অবিশ্রান্ত শরজালে সর্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া যায়। মেঘ হইতে লবণময় বারিধারা, মুষল ধারে পতিত হইয়া সর্ব্বশরীর আক্রান্ত করে। ১৯-২১ মারুত দেব ঝটিকা রূপে অবতীর্ণ হইয়া শীতল প্রবাহে একবারে জড়ীভূত করিয়া ফেলে। গতি শক্তি যুগপৎ স্তম্ভিত হয়। কলেবর সঙ্কুচিত হইতে থাকে,

শোচন্তঃ স্বানিকর্ম্মাণি রুদন্তি চ মুহুর্মুহুঃ।
২৪ প্রেতীভূতাশ্চ বিধ্বস্তাশুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ॥
কৃশাঙ্গাভীতভীতাশ্চ দহ্যমানাঃক্ষুধাগ্নিনা।
২৫ বদ্ধাঃশৃঙ্খলয়াকেচি দুত্তানপাদয়োর্নরাঃ॥
আকৃষ্যন্তেশুষ্যমাণা যমদূতৈর্বলোৎকটৈঃ।
২৬ উরসাধোমুখাশ্চান্যে ঘৃষ্যমাণাঃ সুদুঃখিতাঃ॥
অন্নপানীয়রহিতা যাচমানাঃ পুনঃ পুনঃ।
২৭ দেহি দেহীতি ভাষন্তে সাশ্রুগদ্গদয়াগিরা॥

পাথেয় কিছু মাত্র নাই। এই রূপ অসহায় অবস্থায় সেই সুগহন মহাপথে অবতীর্ণ হইয়া অসহায় ভাবে দেহিগণ গমন করিতে থাকে। তাহাদের ইহসংসারে যেরূপ পাপের অবধি নাই, পরলোকেও পাপকর্ম্ম জন্য নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগের ও পরিসীমা নাই। ২২-২৪। সেখানে বন্ধুবান্ধব কেহই নাই। পাপিগণ একাকী, যখন যেরূপ যন্ত্রণায় অভিভূত হইতেছে, তাহাই তাহাদের ভোগ্য, কাহার সাধ্য অতিক্রম করে। ২৫ কেবল স্বকীয় কর্ম্মসমূহ অনুধ্যান করিয়া বিহ্বলচিত্ত ও অবশাঙ্গ হইতেছে। কণ্ঠ তালু ও ওষ্ঠ একবারে শুষ্ক হওয়ায় রোদন করিতেছে।২৬। এদিকে ভয়ে শীর্ণকলেবর, সর্ব্বদেহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ক্ষুধায় একান্ত কাতর, পিপাসায় একবারে ব্যথিত চিত্ত, এদিকে অধোমুখ ও উত্তান পাদ হইয়া প্রবল যমভৃত্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট।২৭। পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও

কৃতাঞ্জলিপুটাদীনাঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতাঃ। ২৮
ভক্ষ্যানুচ্চাবচান্দৃষ্ট্বাভোজ্যান্শ্রেয়ঃসুপুষ্কলান্,২৯
সুগন্ধদ্রব্যসংযুক্তান্ যাচমানাঃ পুনঃ পুনঃ। ৩০
দধিক্ষীরঘৃতোন্মিশ্রং দৃষ্ট্বাশাল্যোদনং তথা॥ ৩১
পানীয়ানি সুগন্ধীনি শীতলান্যুদকানি চ।
তান্ যাচমানান্তে যাম্যাভৃৎসয়ন্ত স্তদাব্রুবন্॥ ৩২

অন্ন লাভের উপায় নাই। অক্ষি অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। তৃষ্ণায় কাতরচিত্ত হইয়া "জল জল" এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছে, সতৃষ্ণনেত্রে পানীয় বারির প্রতি কটাক্ষ পাত করিতেছে, কিঙ্কর দিগকে বিনীতভাবে, কতই কাকুতি মিনতি করিতেছে, কৃতাঞ্জলি হইয়া কতই দীনভাবে প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু কে তাহাতে কর্ণপাত করে। ২৮। ২৯ অরণ্য রোদনের ন্যায় তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল। অন্ন রাশি, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, সুশীতল পানীয় প্রতি স্থলেই বর্ত্তমান কিন্তু কাহার দ্রব্য কে উপভোগ করে, যে মহাত্মার জন্য সুসজ্জিত আছে, তিনি ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই। তাহারা গমন করিতে করিতে সুগন্ধ সমন্বিত দধি ক্ষীর ও ঘৃত মিশ্রিত ভোজ্য রাশি, অবলোকন করিয়া পুনঃ পুনঃ কতই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ৩০।৩১ কতই সুগন্ধি পানীয় ও শীতল জল তাহাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। পিপাসায় ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি পাত করত, প্রার্থনা

বচোভিঃ পরুষৈ র্ভীমাঃ ক্রোধরক্তান্তলোচনাঃ।
নভবদ্ভির্হুতংকালে ন দত্তং ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ৩৩
প্রসভংদীয়মানঞ্চ হারিতঞ্চ দ্বিজাতিষু।
তস্যপাপস্য চ ফলং সাম্প্রতং প্রতিভক্ষত ॥ ৩৪
নাগ্নৌ দগ্ধং জলে নষ্টং নো হৃতংনৃপতস্করৈঃ।
হৃতং বঃ সাম্প্রতং দ্রব্যং যন্ন দত্তং নরাধমাঃ ॥ ৩৫

করিতে থাকে। কিন্তু কাহার কর্ম্মফল কে উপভোগ করে। বাহকগণ ক্রোধ ভরে তাহাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, বার বার ভৎর্সনাবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে এবং বলিতে থাকে রে মূঢ়? হতবুদ্ধি জীবগণ! তোরা সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া কখনও যথা সময়ে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিস্ নাই, কস্মিন কালেও ব্রাহ্মণের অভিলাষ সম্পাদন করিস্ নাই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত বস্তুকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিস্ এক্ষণে সেই দুরত্যয়পাপের সম্পূর্ণ বিষময় ফল উপভোগ কর্।৩২-৩৪ হে নরাধম জীবগণ! মানব জীবনে যে ধনের সদ্ব্যয় না হয় সে ধন চিরবিনষ্ট হইয়া থাকে, যদিও তোমাদের বিত্তরাশি অগ্নি, জল, অথবা নৃপ কিম্বা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হয় নাই বটে, কিন্তু পারলৌকিক ক্ষেত্রে তোমাদের কিছুমাত্র দ্রব্য সঞ্চিত নাই, সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। এ অন্ন পর্ব্বত তোমাদের জন্য আয়োজিত নহে। যে সমস্ত মহাত্মগণ

যৈর্দত্তানীহ দানানি সাধুভিঃ সাত্ত্বিকানি চ।
তেষামত্র প্রদৃশ্যন্তে কল্পিতাস্ত্বন্নপর্ব্বতাঃ ॥ ৩৭
ভোক্ষ্যাভোজ্যাশ্চ পেয়াশ্চ লেহ্যাশ্চূষ্যাশ্চ সংবৃতাঃ।
নযূয়ং চাভিলপ্স্যধ্বং নদত্তঞ্চকথঞ্চন ॥ ৩৮
যৈস্তু দত্তং হুতংজুষ্টং ব্রাহ্মণাশ্চৈব পূজিতাঃ।
তেষামন্নংসমানীয় ইহ নিঃক্ষিপ্যতে তদা ॥

অকাতর ভাবে, সাত্ত্বিকধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দান কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন, সুমেরুতুল্য এই অন্ন পর্ব্বত তাহাদের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। ৩৫। ৩৬ তোমরা দুর্লভ মানব জন্ম অপবিত্র ভাবে ও কুকার্য্যে যখন অতিবাহিত করিয়াছ যখন জীবনের মধ্যে কাহাকেও অন্নদান কর নাই, তখন ভোক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য ও পেয় এই চতুর্বিধঅন্নে, তোমাদের অণুমাত্র অধিকার নাই। যাঁহারা পরম পাবন পাবকদেবের প্রীতি সম্পাদন করিয়া আহুতি প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যথা নিয়মে সৎকারও পূজাদিকার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন, এই সমস্ত সুমধুর অন্ন তাঁহাদের জন্য উপকল্পিত হইয়া এই স্থলে সংগৃহীত আছে। ৩৭।৩৮। হে নারকিগণ! পরস্ব প্রদান করিতে আমাদের সাধ্য নাই? কিঙ্কর গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহিগণ ভয়ে ও ক্ষুধায়

পরস্বং কথমস্মাভির্দাতুং শক্যম নারকাঃ।
কিঙ্করাণাং বচঃ শ্রুত্বা লিম্পৃহাঃ ক্ষুভয়ার্দ্দিতাঃ॥
ততস্তৈর্দ্দারুণৈঃ শস্ত্রৈঃ পীড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ।
মুদ্গরৈ র্লৌহদণ্ডৈশ্চ শক্তিতোমরপট্টিশৈঃ॥
পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ গদাপরশুভিঃ শরৈঃ।
পৃষ্ঠতো হন্যমানাশ্চ যমদূতৈঃ সুনির্দ্দয়ৈঃ॥
ভুঞ্জানা যাতনীয়ানি নরাস্তে পাপকারিণঃ।
ন চেষ্টিতুং ন নির্গন্তুং লভন্তে দুঃখিতা ভৃশম্॥
স্বকর্ম্মোপহতাঃ পাপাঃক্রন্দমানাঃ সুদারুণাঃ।
যত্র সংপীড্য সুভৃশং প্রবেশং যমকিঙ্করৈঃ॥

একান্ত অধীর হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছুতেই পরিত্রাণের উপায় নাই। করাল কিঙ্কর সমূহ তখনিই মুদ্গার, লৌহদণ্ড, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি আয়ুধবর্গ গ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠ-দেশে আঘাত করিতে লাগিল। ৩৯-৪১। তাহারা এই নিদারুণ কষ্টের সময় এই নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তাহাদের আদেশ মত অগ্রসর হইতে লাগিল। দুঃখে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল এবং ভাবিতে লাগিল, আর নির্গমনের অনুমাত্র উপায় নাই। ৪২।

নীয়ন্তে পাপিনস্তত্র যত্রাতিষ্ঠৎ স্বয়ং যমঃ।
ধর্ম্মাত্মাধর্ম্মরুদ্দেবঃ সর্ব্বসংযমনো যমঃ॥
এবং পথাতিকষ্টেন প্রাপ্নুবন্তি পুরং নরাঃ।
প্রজ্ঞাপিতা স্তদা দূতৈর্নিবেশ্যন্তে যমাগ্রতঃ॥
ততস্তে পাপকর্ম্মাণস্তং যাস্যন্তি ভয়ানকম্।

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে ব্যাসর্ষিসম্বাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তাহাদের চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা বহির্গত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য হৃদয়, পরিতাপে পর্য্যাকুল হইয়া উঠিল। যমদূতগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। এই সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে যমসম্মুখে নীত হইল। ভগবান্ কৃতান্ত দেব ধর্ম্মের একমাত্র আধার, সমস্তদেহ সনাতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে প্রতিফলিত। কাম, ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণ তাঁহার সমক্ষে সংযতভাবে অবস্থিত। লোভ ঈর্ষা দ্বেষ সকলেই নিস্তব্ধ। কাহারও আর উগ্রমূর্ত্তি নাই। সকলেই বিনীত ভাবে ধর্ম্মদণ্ডের অধীন হইয়া কুণ্ঠিত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। দূতগণ সকলের অবস্থা বর্ণনা করিয়া ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপন করিলে পর পাতকিগণ আদেশানুসারে যথাক্রমে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ৪৩—৪৫।

ব্রহ্মপুরাণে দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যম উবাচ।

তৎ কিমাত্মোপঘাতার্থং ভবদ্ভির্দুষ্কৃতং কৃতং।
ইদানীং কিংপ্রজল্পধ্বং পীড্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥
ভুঙ্ক্ষ্বধ্বং নিজানিদুঃখানিনাত্রদোষোঽস্তিকস্যচিৎ।
১ য ত্রতে পৃথিবীপালাঃ সংপ্রাপ্তা মৎসমীপতঃ॥ ২

যম বলিলেন একবার ভাবিয়া দেখুন; আপনারা স্বীয় উপঘাতের জন্য কি ভয়ঙ্কর পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এক্ষণে মনে মনে কি অনুধ্যান করিতেছেন, নিজের কর্ম্মসমূহ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া স্বকৃত কর্ম্মফল স্বরূপ অনন্ত দুঃখরাশি উপভোগ করুন। ইহাতে অন্য কাহারও অপরাধ নাই। স্বয়ংই স্বকৃতকর্ম্মের জন্য অপরাধী। ১।

যে সমস্ত পৃথিবীপতি আমার সমীপে সমানীত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় সুদারুণ পাপকার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া দুর্বুদ্ধি নিবন্ধন ও পরাক্রম প্রভাবে গর্ব্বমদে প্রমত্ত ছিলেন। ২।

স্বকীয়ৈঃ কর্ম্মভির্ঘোরৈর্দুষ্প্রজ্ঞা বলগর্ব্বিতাঃ।
ভো ভো নৃপাদুরাচারাঃ প্রজাবিধ্বংসকারিণঃ॥ ৩
অল্পকালস্য রাজস্য কৃতেকিংদুষ্কৃতংকৃতং।
রাজ্যলোভেন মোহেন বলাদন্যায়তঃ প্রজাঃ॥ ৪
যদ্দণ্ডিতাঃফলং তস্য প্রপদ্যধ্বং মহোৎকটং।
যতোরাজ্যং কলত্রঞ্চ যদর্থমশুভং কৃতং॥
তৎসর্ব্বংসংপরিত্যজ্য যূয়মেকাকিনঃ স্থিতাঃ।
পশ্যামো যদ্বলং সর্ব্বংযেন বিধ্বংসিতাঃপ্রজাঃ॥ ৫

হে দুরাচার নৃপতিগণ! আপনারা অগণ্য প্রকৃতিপুঞ্জের বিধ্বংস সম্পাদন করিয়া ক্ষণিক রাজ্য সুখের জন্য কি ভয়ানক পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন? ৩।

আপনারা দুস্ত্যজনীয় মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া সামান্য রাজ্যলোভে ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া বলপূর্ব্বক প্রজাদিগের উপর দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সুদারুণ ফল ভোগ করুন। ৪।

রাজ্য ও কলত্র এই উভয়ের জন্য আপনারা অশুভ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এক্ষণে সে রাজ্য অথবা সেই প্রমোদপ্রদা প্রমদা কোথায়? তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থান করিতেছেন। ৫।

যে অকিঞ্চিৎকর বলগর্ব্ব অবলম্বন করিয়া প্রজাদিগের

যমদূতৈস্তাড্যমানা অধুনা কীদৃশং ফলং।
এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈ রুপলব্ধা যমেন তে ॥
শোচন্তঃস্বানি কর্ম্মাণি তুষ্ণীংতিষ্ঠন্তিপার্থিবাঃ।
ইতিকর্ম্ম সমাদিশ্য নৃপাণাং ধর্ম্মরাট্ স্বয়ং ॥
তৎপাতকবিশুদ্ধ্যর্থং ইদং বচনমব্রবীৎ।
ভো ভো চণ্ড মহাচণ্ড গৃহীত ভূপতীনিমান্ ॥
বিশোধয়ধ্বং পাপেভ্যঃক্রমেণ নরকাগ্নিষু।
ততঃশীঘ্রং সমুত্থায় নৃপান্ সংগৃহ্য পাদয়োঃ॥

উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছেন তাহার পরিণাম ফল কি বিসদৃশ তাহা সমক্ষেই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এক্ষণে যমকিঙ্করেরা অনবরত তাড়না করিতেছে। ৬।

পৃথিবীর অধীশ্বরবর্গ, ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক এইরূপ বহুবিধ বাক্যে নির্ভৎসিত হইয়া স্বকীয় কুকার্য্যের জন্য অনুতাপ করতঃ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের মুখ দিয়া একটীও কথা নির্গত হইল না। ৭।

ধর্ম্মাধিপতি স্বয়ং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বকর্ম্ম বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের বিশুদ্ধির জন্য এই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৮।

হে চণ্ড! হে মহাচণ্ড! তোমরা এইসমস্ত ভূপালবর্গকে লইয়া যাও এবং নরকানলে ইহাদিগকে বিশোধিত কর। ৯।

ভ্রাময়িত্বা তু বেগেন ক্ষিপ্ত্বা চোর্দ্ধং প্রগৃহ্য চ।
সর্ব্বপ্রাণেন মহতা সুপ্রতপ্তশিলাতলে ॥ ১১
আস্ফালয়ন্তি তরসা বজ্রেণৈব মহাদ্রুমং।
ততঃসন্নতস্রোতোভিঃ স্রবদ্ভি র্জর্জরীকৃতাঃ ॥ ১২
নিঃসংজ্ঞশ্চ তদাদেহী নিশ্চেষ্টশ্চ প্রজাপতিঃ
ততঃ স বায়ুনা স্পৃষ্টঃ শনৈরুজ্জীবতে পুনঃ॥ ১৩
ততঃ পাপবিশুদ্ধ্যর্থং ক্ষিপন্তি নরকার্ণবে।
অন্যাংশ্চতে তদাদূতাঃ পাপকর্ম্মরতান্নরান্ ॥ ১৪

আজ্ঞামাত্র কিঙ্করবৃন্দ গাত্রোত্থান করিয়া বলপূর্ব্বক নৃপতি কুলের পাদদ্বয় সংগৃহীত করিয়া, ঊর্দ্ধদিকে ধারণ করতঃ সবেগে শূন্যে পরিভ্রামিত পূর্ব্বক সতেজে অগ্নিতপ্তশিলাতলে নিঃক্ষেপ করিল। যেরূপ ভয়ানক শব্দে উচ্চপাদপরাজি ভীষণকুলিশপাতে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়, ইহাদের দশাও সেইরূপ।

তদনন্তর নিম্নপ্রবাহী স্রোতোময় জলরাশি দ্বারা তাহারা জর্জ্জরীকৃত হইল। ১০।১১।১২।

দেহী এইরূপ দুর্বিসহকষ্ট সহ্য করিয়া নিতান্ত চৈতন্য-হীন ও চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িল। অনন্তর সুশীতল সমীরণ-স্পর্শে ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইলে, তাহাদের পাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত নরকরূপ অগাধ জলধি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিল। ১৩।

এই সময় যমদূতবর্গ যে সমস্ত পাপাচারী মনুষ্যদিগকে

নিবেদয়ন্তি বিপ্রেন্দ্রা যমায় ভৃশদুঃখিতান্।
এষ দেব তদাদেশা দস্মাভির্মোহিতো ভৃশং॥ ১৫
আনীতো ধর্ম্মবিমুখঃ সদা পাপরতঃ পরঃ।
এষ তূচ্চৈ র্দুরাচারো মহাপাতকসংযুতঃ॥ ১৬
উপপাতককর্ত্তা চ সদা হিংসারতোঽশুচিঃ।
অগম্যাগামী দুষ্টাত্মা পরদ্রব্যাপহারকঃ।
কন্যাগামী কূটসাক্ষী কৃতঘ্নো মিত্রবঞ্চকঃ॥ ১৭

আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজের নিকট যথাযথ বর্ণনা করিতে লাগিল। ১৪।

হে দেব! আপনার অমোঘ আদেশানুসারে ইহাঁকে আনয়ন করিয়াছি, ইনি স্বীয় কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া মোহ মেঘে সমাচ্ছন্ন ছিলেন। ১৫।

ইনি নিরন্তর ধর্ম্মকার্য্যে পরাঙ্মুখ, সর্ব্বদা পাপকার্য্যেই একান্ত আসক্ত; ইহাঁ অপেক্ষা দুরাচার আর নাই, অবনীতলে যত প্রকার মহাপাতক বর্ত্তমান আছে, সকলই ইহাঁতে জাজ্বল্যমান। ১৬।

শুদ্ধ তাহাই কেন, যাবতীয় উপপাতকও সঙ্কলন করিয়াছিলেন, চিত্ত নিতান্ত অপবিত্র এবং সর্ব্বদা হিংসাকার্য্যে অনুরক্ত। এই দুরাত্মা অগম্যাকামিনীর সহবাসে অভিরত ছিল, পরদ্রব্য অপহরণ করা ইহার প্রধানতম ব্যবসায়॥ ১৭॥ এই পাপাত্মা নিজদুহিতারও সতীত্বধর্ম্ম বিনষ্টকরিয়াছে, মিথ্যা

অনেন মদমত্তেন সদা ধর্ম্মো বিনিন্দিতঃ।
পাপমাচরিতং কর্ম্ম মর্ত্ত্যলোকে দুরাত্মনা॥ ১৮
ইদানীং তস্য দেবেশ নিগ্রহানিগ্রহে ভবান্।
প্রভুরস্য ক্রিয়াযোগে বয়ং ন পরিপন্থিনঃ॥ ১৯
ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবেশং নস্যাগ্রে পাপকারিণঃ।
নরকাণাং সহস্রেষু লক্ষকোটীশতেষু চ।
কিঙ্করা স্তে ততো যান্তি গ্রহীতু মপরান্ নরান্॥ ২০

সাক্ষ্য দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিয়া কলঙ্কপঙ্কে একবারে নিমগ্ন হইয়াছে। উপকারীর উপকার ক্ষণমাত্রও স্মরণ করে নাই, কতশত মিত্রজন যে প্রবঞ্চিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৭।

এই পাপিষ্ঠ মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করতঃ মর্ত্তলোকে প্রভূত পাপ কার্য্য আচরণ করিয়াছিল। ১৮।

হে দেবেশ! এক্ষণে আপনিই ইহার নিগ্রহঅথবা অনিগ্রহের একমাত্র প্রভু! আমরা কেহই ইহার পরিপন্থী অর্থাৎ প্রতিকূল নই। ১৯।

তাহারা দেবাধিপতি ধর্ম্মরাজের নিকট এই নিবেদন করিয়া পাপিদিগকে তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করতঃ অপরাপর পাপিদিগকে কোটি কোটি নরকার্ণবে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রস্থান করিল। ২০।

পাপকারিদিগের অপরাধ সমূহ প্রতিপন্ন হইলে ভগবান্

প্রতিপন্নে কৃতেদোষে যমোবৈ পাপকারিণাম্।
সমাদিশতি তান্ ঘোরান্ নিগ্রহায় স্বকিঙ্করান্॥ ২১
যথা যস্য বিনির্দ্দিষ্ট স্তথা ভবতি নিগ্রহঃ।
পাপস্য সংক্ষয়ং ক্রুদ্ধাঃ কুর্ব্বন্তি যমকিঙ্করাঃ॥ ২২
অঙ্কুশৈ র্মুদ্গরৈ র্দণ্ডৈঃক্রকচৈঃশক্তিতোমরৈঃ।
খড়্গশূলনিপাতৈশ্চ ভিদ্যন্তে পাপকারিণঃ॥ ২৩
নরকাণাং সহস্রেষু লক্ষকোটীশতেষু চ।
স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতৈ র্দোষৈঃপীড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ॥ ২৪

ধর্ম্মরাজ তাহাদিগের নিগ্রহের নিমিত্ত বিকট-দর্শন কিঙ্করদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন। ২১।

যাহার যেরূপ দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে নিগ্রহ হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধ যমকিঙ্করগণ এইরূপে পাপিদিগের পাপরাশির সংক্ষয় করিয়া থাকে। ২২।

তাহারা পাপ সংশোধনের নিমিত্ত পাতকিদিগকে অঙ্কুশ মুদ্গর, দণ্ড, ক্রকচ, শক্তি, তোমর, খড়্গ, শূল প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ও শস্ত্র নিকর দ্বারা বিদীর্ণ করে। ২৩।

পাতকিগণ নিজ নিজ কর্ম্ম দোষের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরককুণ্ডে পীড্যমান হইয়া কৃতান্তকিঙ্কর কর্ত্তৃক আহত হয়। ২৪। হে ঋষিগণ! এই সমস্ত নরক সমূহের রূপ, নাম ও প্রমাণ শ্রবণ করুন। নরগণ মানব লীলা সম্বরণের পর কার্য্যানুসারে ইহাতে নীত হইয়া থাকে। ২৫।

শৃণুধ্বং নরকাণা ন্তু স্বরূপং চ ভয়ঙ্করম্।
নামানি চ প্রমাণানি যেন যান্তি নরাশ্চতান্॥ ২৫
পাপবিশ্রব্ধনয়না বিপরীতাত্মবুদ্ধয়ঃ।
দংষ্ট্রাকরালবদনং ভ্রূকুটীকুটিলেক্ষণম্॥ ২৬
উর্দ্ধকেশং মহাশ্মশ্রুং স্কুরদোষ্ঠাধরংপ্রভুম্।
অষ্টাদশভুজং ক্রূরং নীলাঞ্জনচয়োপমম্॥ ২৭

পাপিসঙ্ঘের নয়নদ্বয় পাপবশে বিশ্রব্ধ হইয়া যায়, স্বকীয়বুদ্ধিবৃত্তি বিপরীত ভাব অবলম্বন করে। ইহারা তাদৃশ অবস্থায় কৃতান্তের করালমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া একবারে বিপর্য্যস্ত হয়। কৃতান্ত দেবের আকার অতীব ভীষণ। দন্ত সমূহ উচ্চ ও বিকটাকার, তজ্জন্য মুখমণ্ডল করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে; ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গীবশতঃ আননের গতি নিতান্ত বক্র। ২৬।

কেশকলাপ ঊর্দ্ধদিকে দণ্ডায়মান, শ্মশ্রুরাজি অধোদিকে দোদুল্যমান, ওষ্ঠ ও অধর প্রতিনিয়ত কম্পিত হইতেছে। বর্ণ নীলাঞ্জন অপেক্ষাও ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং অষ্টাদশ হস্ত প্রসারিত হইয়া বক্রতার সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ২৭।

ত্রিভুবনে যত প্রকার অস্ত্র বিদ্যমান আছে সমুস্তই তাঁহার বিশ্ববিনাশি হস্তে দেদীপ্যমান। এদিকে হস্তস্থিত ব্রহ্মদণ্ড স্বকীয় উজ্জ্বল প্রভায় দিকসমূহ বিকাসিত করিয়া পাপিগণের

সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং ব্রহ্মদণ্ডেন মণ্ডিতম্।
২৮ মহামহিষমারূঢ়ং দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্ ॥
রক্তমাল্যাম্বরধরং মহামেঘমিবোদিতম্।
২৯ প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষং পিবন্তমিব সাগরম্ ॥
গ্রসন্তমিব ত্রৈলোক্যং উদ্গিরন্তমিবানলম্।
মৃত্যুং চ তৎসমীপস্থং কালানল সমপ্রভম্ ॥
৩০ প্রলয়ানলসঙ্কাশং কৃতান্তং চ ভয়ানকম্।

ভয়োৎপাদন করিতেছে। বিকটাকার ভৈরবমূর্ত্তিমহিষের উপর আরূঢ় এবং লোচন দ্বয় প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জাজ্বল্যমান। ২৮।

গলদেশে রক্ত মাল্য এবং কটিতটে রক্তাম্বর পরিহিত। দেখিলেই বোধ হয় যেন কালরূপী মহামেঘ নবোদিত হইয়া, প্রলয় কালের ন্যায় ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করতঃ সমুদ্রের সলিল রাশি শোষনের নিমিত্ত সমুদ্যত হইয়াছে। ২৯।

অথবা যেন মৃত্যুপতি ত্রিভুবন গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত, তাঁহার বদন হইতে অবিরত অগ্নিরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছে। প্রলয়কালের অগ্নিই যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশমান। এবং সমীপে সধূম অগ্নির ন্যায় নিষ্প্রভ কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তিমান মৃত্যুর মূর্ত্তি বিরাজিত ও ত্রিপাদ ষড়্ভুজ বদন ত্রয় বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তিমান্ জ্বরদেব তাহার পশ্চাদ্দেশে অবস্থান করিতেছে।

ত্রিপাদঃ ষড়্ভুজঃকৃষ্ণ স্ত্রিমুখো নবলোচনঃ।
জ্বরোমারী মহামারী কালরাত্রী চ দারুণা ॥
বিবিধা ব্যাধয়ঃ শ্চোগ্রা নানারূপ ভয়াবহাঃ ॥ ৩১
শক্তিশূলাঙ্কুশধরাঃ পাশচক্রাসিধারিণঃ।
বজ্রদণ্ডধরা রৌদ্রাঃ ক্রূরভূণধনুর্দ্ধরাঃ ॥ ৩২
অসংখ্যাতা মহাবীর্য্যাঃ ক্রূরাঞ্জনসমপ্রভাঃ।
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরা যমদূতা ভয়ানকাঃ ॥ ৩৩

এদিকে মারী, মহামারী, দারুণ কালরাত্রী এবং ব্যাধিগণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা আকারে ও ভয়ঙ্কর ভাবে দণ্ডায়মান। ৩০।৩১।

কাহারও হস্তে শক্তি কাহারও হস্তে শূল, কেহবা অঙ্কুশ ধারী, কাহারও বা দোর্দণ্ডভুজদণ্ডে পাশ, চক্র ও নিশিত খড়্গ শোভা পাইতেছে। কেহ বা ভয়ঙ্কর বজ্রদণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। কাহারও শরাসনে মৌর্ব্বী সংযোজিত হইয়া শরসন্ধানে উন্মুখীন হইয়া রহিয়াছে। ৩২।

এই সমস্ত মহাবীর্য্য যমকিঙ্কর সমূহের সংখ্যা নাই। ইহারা অসংখ্যেয় এবং অঞ্জন অপেক্ষাও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। আকার নিতান্ত ভীষণ এবং সর্ব্বপ্রকার আয়ুধদ্বারা ভীষণরূপে সুসজ্জীভূত। ৩৩।

পাপিষ্ঠগণ, এতাদৃশ ভীষণ পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত মৃত্যু-

অনেন পরিবারেণ মহাঘোরেণ সংবৃতম্।
যমং পশ্যন্তি পাপিষ্ঠাশ্চিত্রগুপ্তং সুদারুণম্॥
নির্ভৎসয়ন্ উদগ্রাস্ত্রো যম স্তান্ পাপকারিণঃ
চিত্রগুপ্তস্তু ভগবান্ ধর্ম্মবাক্যৈঃ প্রবোধয়ন্॥
ভো ভো দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পরদ্রব্যাপহারণঃ।
গর্ব্বিতা রূপবীর্য্যেণ পরদারবিমর্দ্দকাঃ॥
যৎ স্বয়ং কুরুতে কর্ম্ম তৎ স্বয়ংভুজ্যতেপুনঃ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পতিকে এই ভাবে অবলোকন করিয়া থাকে। এবং নিদারুণ চিত্রগুপ্ত ও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ৩৪।

উদ তায়ুধ ভগবান্ ধর্ম্মরাজ পাপিদিগকে পূর্ব্বকৃত পাপ কার্য্যের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিতে থাকেন। অনন্তর ভগবান্ চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মবাক্যদ্বারা তাহাদিগকে প্রবোধিত করতঃ বলিতে থাকেন যে, হে পরদ্রব্যাপহারিন্ পাপিষ্ঠগণ! তোমরা দুষ্কর্ম্মের অধীন হইয়া সামান্য রূপ ও বীর্য্যমদে প্রমত্ত হইয়া, পরস্ত্রীর সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়াছ, এক্ষণে পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত স্বয়ং অনন্তদুঃখ উপভোগ কর। ৩৫।৩৬। ব্রহ্মপুরাণে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং
বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্
প্রভু রহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্॥
অহ মমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতেনিযুক্তঃ।

ভগবান কৃতান্তদেব স্বীয় আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে পাশহস্ত বিলোকন করিয়া তাহার কর্ণমূলে গোপন ভাবে বলিলেন, হে দূত; যে সমস্ত ব্যক্তি বিপদভঞ্জন মধুসূদনের শরণাপন্ন, তাহাদিগকে কখনও আনয়ন করিও না। পরমভাগবত বৈষ্ণব ব্যতীত অপর লোকের উপর আমার সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে। কিন্তু বিষ্ণুভক্তবৃন্দ আমার অধিকারের অন্তর্গত নহে। ১

সুরবৃন্দসেবিত ভগবান্ কমলযোনি লোকসমূহের পাপ বিনির্ণয় করিয়া হিত ও অহিত সম্পাদনের জন্য "যম" এই

হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ ॥
কটকমুকুটকর্ণিকাদিভেদৈঃ
কণক মভেদ মপীষ্যতে যথৈকম ।
সুরপশুমনুজাদিকল্পনাভিঃ
হরি রখিলাভি রুদীর্যতে তথৈকঃ ॥

আখ্যা প্রদান করিয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমার কর্ত্তব্যকার্য্যে আমি ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীহরির নিতান্ত আদেশাধীন আমার নিজের স্বতন্ত্রতা নাই, যেহেতু ভগবান বিষ্ণু আমারেও দণ্ড বিধান করিতে পারেন। ২

সুবর্ণ যেরূপ এক পদার্থ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বলয় মুকুট ও কর্ণভূষণাদি অলঙ্কার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে সেইরূপ একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরি উপাধিভেদে দেব মনুষ্য প্রভৃতি কল্পিতরূপে প্রতীত ও প্রতিভাসমান হইতেছেন। অর্থাৎ অনন্তদেবের একমাত্র অনন্ত আত্মা এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে আধার অবলম্বন করিয়া বিরাজমান হইতেছেন, সেই আধাররূপ উপাধিবশে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হইতেছে। কিন্তু তত্ত্বপক্ষে দেখিতে গেলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবসমূহ সেই মূলাধারের রূপান্তর মাত্র। ৩

ক্ষিতিজলপরমাণবোঽনিলান্তে
পুনরপি যান্তি যথৈকতাং ধরিত্র্যা ।
সুরপশুমনুজাদয়স্তথান্তে
গুণকলুষেণ সনাতনেন তেন ॥
হরি মমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্ত্যঃ ।
ত মপগতসমস্তপাপবন্ধং
ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্ ॥

বায়ুর অপগম কালে যেমন পার্থিবপরমাণুসমূহ পৃথিবীর সহিত বিলীন, জলীয়পরমাণুসমূহ যেরূপ জলেই বিলীন হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণ ত্রয়ের ক্রিয়া জন্য দেব নর পশু প্রভৃতি যাবতীয় জীবগণ গুণক্রিয়ার অবসানে সেই শাশ্বত পরমপুরুষেই লীন হইয়া থাকে। ৪

ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণারবিন্দ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই হরিকে যাঁহারা ভক্তি সহকারে অভিবাদন করেন তাঁহাদের আর পাপবন্ধন কোথায়? যেমন ঘৃতসিক্ত অনলদেব পরমপবিত্র, সেইরূপ ঈদৃশ পুণ্যাত্মা পরম পুরুষেরাও নিতান্ত পবিত্রচিত্ত, ইহাদিগকে কখনও স্পর্শকরিও না। ৫

ইতি যমবচনং নিশম্য পাশী
যমপুরুষ স্তমুবাচ ধর্ম্মরাজম্।
কথয় মম বিভো! সমস্ত ধাতু
র্ভবতি হরেঃ খলু যাদৃশোঽস্যভক্তঃ॥

যম উবাচ।

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ
সমরতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
সিতমনসং ত্ববৈহি বিষ্ণুভক্তম্॥

পাশহস্ত যমপুরুষ ভগবান্ কৃতান্তদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন প্রভো! আমি কোন ব্যক্তিকে কি রূপে নিখিল বিশ্ববিধাতা ভগবান্ হরির ভক্ত বলিয়া অবগত হইব তাহা কীর্ত্তন করুন ৬

যম বলিলেন।

যে বক্তি স্বজাতীয় ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্রবিচলিত না হইয়া বর্ণগতধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, যিনি বন্ধু অথবা অমিত্র এই উভয়ের উপরিই সমদর্শী কহারও প্রতিদ্বেষ এবং অন্যের উপর অনুরাগ রাগ নাই যিনি কোনও কালে কাহারও কোনও দ্রব্য অপহরণ করেন না, কোনও জীবহিংসা যাঁহার নির্ম্মল অন্তকরণে

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা
বিমলমতে র্মলিনীকৃতোঽস্ত মোহে।
মনসি কৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং
সতত মবেহি হরেরতীব ভক্তম্॥ ৮
কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ৯
স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক বিষ্ণু
র্মনসি নৃনাং ক্ব চ মৎসরাদিদোষঃ।

বলবতী নয়, বস্তুতঃ যাঁহার চিত্ত রাগাদি শূন্য ও নিরতিশয় বিশুদ্ধ, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জ্ঞান করিবে। ৭

যাঁহার নির্ম্মলঅন্তঃকরণ কলিকলুষদ্বারা মলিন না হয়, যিনি মোহশূন্য মনে সর্ব্বদা জগদ্বন্ধু জনার্দ্দনকে ধারণ করেন, তঁহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়া জ্ঞান করিবে। ৮

জিনি নির্জ্জনস্থলে পতিত পরকীয়সুবর্ণখণ্ড বিলোকন করিয়া তাহাকে তৃণতুল্য যৎসামান্য বলিয়া গণনা করেন, যিনি অনন্যচিত্তে অচিন্তনীয়চিন্তামণির চরণপ্রান্তে চিত্ত সংযোগ করিয়াছেন, সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠই প্রধান বিষ্ণুভক্ত। ৯

ভগবান্ বিষ্ণু স্ফটিকশৈলের ন্যায় নির্ম্মল। প্রকৃতি গত

১০ ন হি তুহিন ময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥
বিমলমতিবিমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিলসত্ত্ব মিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
১১ বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥

কোন দোষই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, এদিকে জীবগণের অন্তঃকরণ মদমোহপ্রভৃতি দুরন্তরিপুকুলের কার্য্যদোষে পরিপূর্ণ। সুতরাং এই উভয়ের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। চন্দ্র কিরণে যেরূপ অগ্নির দীপ্তিময় প্রতাপ অবস্থান করিতে পারেন না সেইরূপ মাৎসর্য্যযুক্ত নরের নীচান্তঃকরণে নির্ম্মল বিষ্ণু অবস্থান করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত মৎসরাদিদোষ শূন্য তিনিই যথার্থ বিষ্ণুভক্ত। ১০

যে ব্যক্তি নির্ম্মল চিত্ত, যাঁহার অন্তঃকরণে মাৎসর্য্য স্থান লাভ করে নাই, যিনি স্বয়ং প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত্র, ভুবনস্থ জীববর্গের মিত্রস্বরূপ, প্রিয়ভাষী ও হিতবাদী, যাঁহার অন্তঃকরণে মায়া অথবা অভিমান বাস করে নাই, তাঁহারই অন্তঃকরণে ভগবান্ বাসুদেব বিরাজিত আছেন। ১১

সেই সনাতন বিষ্ণু জীবের অন্তঃকরণে অবস্থান করিলে জীব স্বভাবতই সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। পরম রমণীয়

বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ ॥ ১২
যমনিয়মবিধূত কল্মষাণাং
অনুদিতমুচ্যতসক্তমানসানাম্।
অপগতমদমানমৎসরাণাং
ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাম্ ॥ ১৩
হৃদি যদি ভগবাননাদিরাস্তে
হরিরসিশঙ্খগদাধরোঽব্যয়াত্মা।

শাল পাদপের শিশুবৃক্ষ বিলোকন করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে ইহার অভ্যন্তরে পরম রমণীয় পার্থিবরস প্রকৃষ্টভাবে বিদ্যমান আছে। ১২

হে'দুত! চিত্তসংযম ও নিয়মাদি দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি ধ্বংস হইয়াছে, যাঁহাদের অন্তঃকরণ নিরন্তর অচ্যুতেই সংযুক্ত আছে, যাঁহাদের মনোমধ্যে অভিমান অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই ঈদৃশ মহাপুরুষ মনুষ্যের নিকট কদাপি গমন করিওনা। ১৩

শঙ্খ খড়্গ ও গদাধারী ভূভারহারী শ্রীহরি তাঁহার অব্যয় ও অনাদি আত্মা অবলম্বন করিয়া যদি হৃদয়ে অবস্থান করেন,

তদঘমঘবিঘাতকর্ত্তৃভিন্নং
ভবতি কথং সতি চান্ধকার মর্কে ॥ ১৪
হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তূন্
বদতি তথা নৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ।
অশুভজনিতদুর্মদস্য পুংসঃ
কলুষমতে হৃদি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ ॥
ন সহতি পরসম্পদং বিনিন্দাং ১৫
কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ।

তাহা হইলে সমূহপাপনিসূদন ভগবান মধুসূদনই সমগ্র কল্মষরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত অবলোকন কর, সূর্য্যে কদাপিও অন্ধকার অবস্থিতি করিতে পারে নাই। ১৪

যিনি পরস্ব অপহরণ করেন, যিনি জীবহিংসায় নিয়ত প্রবৃত্ত যিনি মিথ্যা বাক্য কহেন, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া অন্যের চিত্তকে ব্যথিত করেন, যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল নহে, অশুভকর্য্যে যাঁহার মন আসক্ত হইয়াছে, ঈদৃশব্যক্তির অন্তঃকরণে ভগবান্ অনন্তদেব কখনও অধিবাস করেন্ না। ১৫

যে ব্যক্তি অপরের সম্পত্তি অবলোকন করিলে ঈর্ষাবশে অভিভূত হয়, যাঁহার অন্তঃকরণ কলুষিত, যিনি পাপজিহ্ব হয়, সর্ব্বদা সজ্জননিচয়ের নিন্দাবাদ প্রয়োগ করিয়া থাকে,

ন যজতি ন দদাতি যশ্চ সন্তং
মনসি ন তস্য জনার্দ্দনোঽধমস্য ॥ ১৬
পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে
সুততনয়াপিতৃমাতৃভৃত্যবর্গে।
শঠমতি রুপযাতি যোঽর্থতৃষ্ণাং
ত মধমচেষ্ট মবেহি নাস্যভক্তম্ ॥ ১৭
অশুভমতি রসৎপ্রবৃত্তিসক্তঃ
সতত মনার্য্যে বিশালসঙ্গমত্তঃ।

ও যে অসাধু ব্যক্তি অগ্নিতে আহুতি দান করে নাই, সাধুকে দান করিতে যাহার অণুমাত্র প্রবৃত্তি নাই, এতাদৃশ অধম ব্যক্তির অনুর্ব্বর মানসক্ষেত্রে ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ কখনও বাস করেন না। ১৬

যে ব্যক্তি প্রিয়সুহৃদের নিমিত্ত, বন্ধুর নিমিত্ত, স্ত্রীর নিমিত্ত, পুত্রকন্যার নিমিত্ত, পিতামাতার জন্য অথবা ভৃত্যাদির তুষ্টি সম্পাদন জন্য শঠতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করে, নীচচেষ্টান্বিত তাদৃশ পামর ব্যক্তি কখনও বিষ্ণুভক্ত নামের অধিকারী নয়। ১৭

যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অসৎকার্য্যে একান্ত আসক্ত থাকে, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল নীচ সংসর্গে প্রমত্ত হইয়া অন্তঃকরণের নীচতা অবলম্বন করে, যে ব্যক্তি পবিত্র পুন্যময়

অনুদিতকৃতপাপবন্ধযত্নঃ
পুরুষপশু র্ন হি বাসুদেবভক্তঃ ॥ ১৮
সকল মিদ মহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥ ১৯
কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে ।

পরিষ্কৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া, পাপপথেই নিয়ত পরিধাবিত হইতে প্রযত্ন অবলম্বন করে, সেই পুরুষপশু কদাপি পরম পুরুষ বাসুদেবের ভক্ত হইতে পারে না। ১৮

অদ্বিতীয় পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব ও এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডচক্র, এবং আমি, সেই বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহি। হৃদয়স্থিত সেই অনাদিনিধন নিত্যনিরঞ্জনের প্রতি যাঁহার এই নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তিনিই প্রকৃত পক্ষে পরমতত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ। তাদৃশ মহাত্মার নিকট কদাপি গমন করিও না। ১৯

হে পদ্মপলাশলোচন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে ধরণীশ্বর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণে! আমাকে মায়াময় সংসারচক্র হইতে পরিত্রাণ করুন! হে চক্রধারিণ! এই

ভবশরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজভট দূরতরেণ তান্ পাপান্ ॥ ২০
বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে ।
তবগতিরথবা মমাস্তি চক্র
প্রতিহতবীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ ॥ ২১
নিয়ত মিহনিজস্য মঙ্গলায়
নিয়তনিজোদরপূরণেসচেষ্টঃ ।

ঘূর্ণ্যমান ভবচক্র আপনিই ছেদন করুন। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা এই রূপ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করেন ও অপ্রমত্তভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিষ্পাপ। হে দূত! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন করিও না ২০

যে সৎপুরুষের অন্তঃকরণে সেই অব্যয় হরি অধিবাস করেন, সেই মহাপুরুষ যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করেন, ততদূর পর্য্যন্ত চক্রধারীর অপূর্ব্বচক্রের তেজোবলে তোমাদের ও আমার বলবীর্য্য প্রতিহত হইয়া থাকে, সুতরাং তোমরা বা আমি ঈদৃশ পুণ্যাত্মার নিকটেও যাইতে পারিব না, কারণ সেই ব্যক্তি আমাদের অধিকৃত নহেন। তিনি বৈকুণ্ঠ ধামে বাস করিবার উপযুক্ত ॥ (২১)

যে ব্যক্তি স্বকীয় মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত,

সতি বিতরণমগ্র্যং বেত্তি নৈব
২২ ত্বরিত মিহানয় তাদৃশং প্রমত্তম্॥
ভ্রমতি দুরবগাহে মোহগর্ত্তে
বিলসতি যস্য নরস্য পাপজিহ্বা।
সুজননিচয়নিন্দামন্দকৃত্যে
২৩ ত্বরিতমিহানয় তাদৃশং প্রমত্তম্॥
পিতরি গুরুজনে বা বীতভক্তিঃ
ন চ বিদধাতি পরাংমুদং জনন্যাম্।

নিজের উদর পরিপূরণের জন্য যাঁহার চিত্ত নিয়ত সচেষ্ট আছে, যে ব্যক্তি সৎপাত্রে বিতরণ কাহাকে বলে তাহা বিদিত নয়, সেই প্রমাদগ্রস্থ পাপপুরুষকে সত্বর আমার সমীপে আনয়ন কর॥ (২২)

যে ব্যক্তি অগাধ অতলস্পর্শ ও দুরবগাহ অন্ধকারময় মোহ গর্ত্তে পতিত হইয়া রহিয়াছে, সজ্জনকুলের নিন্দারূপ মন্দকার্য্যে যাহার পাপ-রসনা নর্ত্তকীর ন্যায় নিয়ত নৃত্য করিতে থাকে, সেই প্রমাদ-পতিত পাতকী ব্যক্তি এখানে আসিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত॥ (২৩)

যে ব্যক্তি পিতা কিম্বা অপর গুরুজনের প্রতি ভক্তিশূন্য, পরম পূজনীয়া জননীকে অবলোকন করিলে যাঁহার চিত্ত পমোদ রসে অভিষিক্ত হয় নাই। অধিক কি, জনক জননী ও

চলতি নিজমতং সংপোষয়িত্বাঃ
২৪ ত্বরিত মিহানয় গর্ব্বমত্তচিত্তম্॥
হরতি নিজগুরুস্বং ভীতিহীনঃ
হরতি গর্ব্বভরাশ্চ সতীত্বরত্নম্।
সুললিতললনানাং পাপপূর্ণং
২৫ তমিহ তূর্ণমুতানয় মৎসকাশম্॥
পিবতি তরলমদ্যং বদ্ধচক্ষুঃ
গদতি গদ্যপদ্যং চ সুপ্রগলভম্।

গুরুজনবর্গ যাঁহার নয়নের কণ্টকস্বরূপ, যে ব্যক্তি গুরুগণের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া নিজ মতেরই পোষকতা সম্পাদন করিয়া থাকে, যাহার চিত্ত গর্ব্বের পূর্ণ প্রতাপে নিয়ত উন্মত্তপ্রায়, তাদৃশ ব্যক্তিকে এখানে আনয়ন কর॥ (২৪)

গুরুর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে যাহার অন্তঃকরণে অণুমাত্র ভীতির সঞ্চার হয় নাই, সুললিত ললনাকুলের সতীত্ব রত্ন বিনষ্ট করিতে যাহার পাপচিত্ত কুণ্ঠিত নয়, সেই পাপাত্মাকে শীঘ্রই মৎসমীপে আনয়ন কর॥ (২৫)

যে ব্যক্তি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া অন্ধভাবে মদ্যপান করিয়া নেত্রদ্বয় চঞ্চল ও আরক্ত করিয়া থাকে, সময়ে সময়ে ইচ্ছানুসারে প্রগল্‌ভ ভাবে গদ্য ও পদ্যময় বাক্য উচ্চারণ করে এবং সময়বশে ধরণীপৃষ্ঠে লুণ্ঠন করতঃ সিংহ-

নদতি লুঠতি ঘোরং রক্তনেত্রং
কুপথগামিনং তং নয়াশু ॥ ২৬
লসতি মনসি যস্য দ্বেষহিংসা
পরসমৃদ্ধিমভীক্ষ্য কাতরাত্মা।
বিজনমনুজনাশী চৌরবৃত্তি
স্তমিহ ভূর্ণমুতানয় পাশবদ্ধম্ ॥ ২৭
ন যজতিকিলবহ্নৌ পিতৃসেবা
বিরতচিত্তো দেবতারাধনে বা।

নাদ করিতে থাকে, সেই কুপথগামীকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। (২৬)

যাহার পাপ অন্তঃ করণে দ্বেষ ও হিংসা নিয়ত মূর্ত্তিমতী আছে, অপরের সমৃদ্ধি আলোকন করিলে যাহার আত্মা কাতর হয়, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে নরহত্যা প্রভৃতি কুকার্য্যের অনুষ্ঠান ও চৌর্য্য-বৃত্তি করিয়া থাকে, সেই পুরুষপশুকে পাশ-বদ্ধ করিয়া এখানে আনয়ন কর॥ (২৭)

যে ব্যক্তি পতিতপাবন পাবকদেবের সন্তর্পণের নিমিত্ত কখনও যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করে নাই, পিতৃসেবা ও দেবারা-ধনা যাহার হৃদয় হইতে চিরকালের জন্য অপগত হইয়াছে; তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, অথবা সৎপাত্রে ভূমিদান যাহার অভ্যাস নাই; দুরবগাহ নরককুণ্ডই তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ কর্ম্মের স্বতঃসিদ্ধ ফল॥ (২৮)

সলিলধরণিদানো ক্ষান্তচিত্তঃ
নিরয়ংতস্য নিতান্তং সিদ্ধমেব ॥ ২৮
কথয়তি গুরুমিথ্যাজল্পনেষু
ভবতি পাপকৃত্যং কল্পনাসু।
অধিকরণসভায়াং কূটসাক্ষী
ইহ সমানয় তং দ্বিজিহ্বতুল্যম্ ॥ ২৯
সুরকুলদত্তভূমিং বলাদ্ যো
দ্বিজজনস্থাবর মস্থাবরং বা।
হরতি কলুষিতাত্মা ধর্ম্মলোপী
ভবতি মমাধিকারনিকরে নিষ্ঠঃ ॥ ৩০

যে জন কথাপ্রসঙ্গে গুরুতর মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করে, পাপকার্য্য ব্যতীত যাহার আর অন্য কল্পনা নাই, বিচারালয়ে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করাই যাহার ব্যবসায়, দ্বিজিহ্বা তুল্য সেই পামর ব্যক্তিকে এইখানে আনয়ন করিবে॥ (২৯)

যাহার আত্মা পাপপঙ্কে নিতান্ত কলুষিত, স্বজাতির ধর্ম্ম যাহার নিকট হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি দেবভূমি অথবা ব্রাহ্মণের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া থাকে; সেই নরাধম আমার অধিকার নিকরের অন্তর্গত॥ (৩০)

যে ব্যক্তি অবশ্যপ্রতিপাল্য পরিবার ও পোষ্যবর্গের

ন ভরতি পরিবারান্ পোষ্যবর্গং
হিতকৃতিং কুরুতে নৈব স্বদেশভাজাম্।
৩১ বিতরতি নিজবিদ্যাং নৈব কস্মিন্
বিফলজনি র্মানব স্তাদৃশো হি ॥
বিষয়কলুষমত্তং ঘোরমূর্ত্তিং
অনিয়তেন্দ্রিয়বৃত্তিং বিগাঢ়ম্।
৩২ হরিহর গতিশূন্যং শূন্যচিত্তং
নয় মমাশু বাসুবেদাদ্ বিহীনম্ ॥

ইতি স সারচক্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভরণপোষণে পরাঙ্মুখ, যাহাদ্বারা স্বদেশবাসী কাহারও অণুমাত্র মঙ্গল অনুষ্ঠিত হয় নাই, যে নরাধম স্বীয় বিদ্যা নিজের হৃদয়েই নিহিত রাখিয়াছে, কস্মিন্‌কালে কাহাকেও বিতরণ করে নাই, তাদৃশ মনুষের নরজন্ম নিতান্ত বিফল ॥ (৩১)

যে ব্যক্তি বিষয়-পাপে প্রমত্ত হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করতঃ বক্ষোদেশ স্ফীত করিয়া গর্ব্বের দর্পময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিতে যাহার কিছুমাত্র প্রভুতা নাই, ভূতভাবন ভূতনাথ ও অনাদি শ্রীহরি এই উভয়বিধ গতি হইতেই যে ব্যক্তি পরিভ্রষ্ট, যাহার চিত্ত শূন্যময় পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ভগবান্ অচ্যুত হইতে যে ব্যক্তি বিচ্যুত হইয়াছে; তাহাকে শীঘ্র আনয়ন কর ॥ (৩২)

ইতি সংসারচক্রে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ঋষয়ঃ শৃণুতেদানীং নরকস্য চ বর্ণনং।
যচ্ছ্রুত্বা প্রাণিনঃ সর্ব্বে ধর্ম্মমার্গং ত্যজন্তি ন ॥
মহাবীচীতি বিখ্যাতো নরকঃ শোণিতপ্লুতঃ।
বজ্রকণ্টকসংমিশ্রো যোজনাযুতবিস্তরঃ ॥
তত্র সংপীড্যতে মগ্নো ভিদ্যতে বজ্রকণ্টকৈঃ।
বর্ষলক্ষং মহাঘোরে গোঘাতী নরকে নরঃ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ঋষিগণ! এক্ষণে যে নরকের বিষয় বর্ণনা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে মানবগণ কদাপি ধর্ম্মমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না।

যে মহাপাতকিগণ গোহত্যাকারী, তাহারা উত্তাল তরঙ্গময় মহাবীচি নামক সুগভীর নিরয় হ্রদে লক্ষ বৎসর কাল অবস্থিতি করে। এই দুর্নিস্তীর্য্য নরক শোণিত স্রোতে পরিপূর্ণ, অযুত যোজন বিস্তৃত এবং বজ্র সদৃশ সুতীক্ষ্ণ কণ্টক রাশিতে সমন্তাৎ পরিব্যাপ্ত। পাপিকুল সেই দুর্বিষহ কণ্টকরাশি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নিরন্তর নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ১

শতযোজন বিস্তীর্ণঃ কুম্ভীপাকঃ সুদারুণঃ ।
ব্রহ্মহা ভূমিহর্ত্তাচ নিক্ষেপস্য চ হারকঃ ॥
২ দহ্যতে তত্র নিঃক্ষিপ্তো যাবদাহূতসংপ্লবং ॥
রৌরবো বজ্রনারাচৈঃ প্রজ্বলদ্ভিঃ সমাবৃতঃ ।
যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিরায়ামবিস্তরঃ ॥
৩ ভিদ্যন্তে তত্র নারাচৈঃ সজ্বালৈ র্নরকে নরাঃ॥

ইহারই অনতিদূরে ভয়ানক কুম্ভীপাক নরক কত শত যোজন বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার গহনমূর্ত্তি বিলোকন করিলে মহাপ্রাণী একবারে পরিশুষ্ক হইয়া যায়। যাহারা ব্রহ্মঘাতী, ভূমিহর্ত্তা, অথবা গচ্ছিত দ্রব্যের অপহরণ করিয়া থাকে, তাহারা এই ভীষণ নরককুণ্ডে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া অনন্ত কাল অনন্ত যন্ত্রণার বশবর্ত্তী হয়। (২) এদিকে রৌরব নরকে বজ্র ও নারাচ প্রভৃতি সূচীমুখ অস্ত্র সমূহ প্রজ্বলিত অনল তাপে সন্তাপিত হইয়া প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় ধক্ ধক্ করিতেছে। এই সুবিস্তৃত নরক ষষ্টি সহস্র যোজন পর্য্যন্ত ধূ ধূ করিতেছে। এই ভীষণ স্থলে মনুষ্যগণ সন্তপ্ত নারাচ দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া থাকে॥ (৩)

যাহারা, অসহায়া অবলাগণের হত্যা-ক্রিয়া সম্পাদন করে, স্ব-রক্ষণে অসমর্থ বালক ও বৃদ্ধদিগের প্রাণনাশ করে, তাহারা অগ্নির জ্বলন্ত-শিখা-পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর মহারৌরব নরকে

স্ত্রীবালবৃদ্ধহন্তারো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
জ্বালামালাকুলো রৌদ্রো মহারৌরবসঙ্গিতঃ॥
নরকো যোজনানাঞ্চ সহস্রাণি চ সপ্ততিঃ ।
পরক্ষেত্রং গৃহং গ্রামং যো দীপয়তিবহ্নিনা॥
স তত্রদহ্যতে মূঢ়ো যাবত্ কল্পক্ষিতি র্নরঃ ॥ ৪
তমিশ্রেতি চ বিখ্যাতো লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ ।
নিপতদ্ভিঃ সদারৌদ্রৈঃ খড়্গপট্টিশমুদ্গরৈঃ।
তত্রচৌরাঃ সদাক্ষিপ্তা স্তাড্যন্তে চায়ুধৈ র্ভৃশং॥ ৫

নিপতিত হয়। এই নরক সপ্ততি সহস্র যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত॥

যে মূঢ় ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা অপরের ক্ষেত্র, গৃহ অথবা গ্রাম দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করে, সেই নরাধম কল্পপর্য্যন্ত এই দুর্ব্বিগাহ দুরত্যয় নরকে অবস্থিতি করে॥ ৪

ইহার সমীপে তামিস্র নামে ঘোর অন্ধকারময় নরক-হ্রদ সুবিস্তৃত আছে। ইহা প্রায় লক্ষ যোজন প্রশস্ত। এদিকে অতলস্পর্শ, অন্যদিকে নিবিড় ও ঘনীভূত ধ্বান্ত-রাশিতে সমাচ্ছন্ন। যাহারা তস্কর, তাহারা এই স্থলে বিশোধিত হইয়া থাকে; ও খড়্গ, পট্টিশ, মুদ্গর প্রভৃতি আয়ুধ সমূহ তাহাদের গাত্রে পতিত হইয়া অবিশ্রান্ত ক্লেশ প্রদান করে॥ ৫

শূলশক্তিগদাখড়্গৈর্যাবৎ কল্পশতত্রয়ং।
তামিস্রাপ্তিগুণঃপ্রোক্তোমহাখড়্গৈঃসমাকুলঃ॥
পাতিতস্তত্র তৈঃ খড়্গৈঃশতধাতু সমাহিতঃ।
মিত্রঘ্নঃ কৃন্ত্যতে তাবৎ যাবদাহূতসংপ্লবং॥
করম্ভবালুকা নাম নরকো যোজনাযুতঃ।
কূপাকারো ভৃশং দীপ্তো বালুকাঙ্গারকণ্টকৈঃ॥

শূল, শক্তি, গদা, খড়্গ প্রভৃতি আয়ুধ সমূহ শতকল্পত্রয় কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়না করে। এই সমস্ত আয়ুধ-বর্গের এতাদৃশ তীক্ষ্ণ ধার যে, পাপির গাত্র স্পর্শ করিবা-মাত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। ঘনবেগে রুধির ধারা প্রবাহিত হয়। যাহারা মিত্রঘাতী, তাহারাই এই লোমহর্ষণ সুভীষণ তামিস্র নরকে নিহিত হইয়া নিরন্তর নিরয় যন্ত্রণা উপ-ভোগ করে। ৬

ইহারই অনতিদূরে অযুত যোজন বিস্তৃত যে বিভীষণ নরক, অনন্ত বালুকাময় অগ্নিকনায় লোহিতবর্ণ হইয়া নিরন্তর ধূ ধূ করিতেছে, ইহার নাম করম্ভবালুকা। ইহা অত্যন্ত সুগভীর এবং আকার কূপের ন্যায়। তপ্ত বালুকারাশি ও সুতপ্ত অঙ্গার সমূহ ধক্ ধক্ করিতেছে। যে সমস্ত পাপিবর্গ নিদারুণ পাপের বশবর্ত্তী হইয়া লোক সমূহ দগ্ধ করিয়া থাকে, তাহাদের সেই ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রলয় কাল পর্য্যন্ত এই তপ্ত বালুকাময় হ্রদে দহ্যমান হইয়া,

দহ্যতে ভিদ্যতে বর্ষং লক্ষাযুতশতত্রয়ং।
যেনদগ্ধোজনোনিত্যংমিথ্যাপাপৈঃসুদারুণৈঃ॥
তত্র হাহাকৃতৈঃ শব্দৈঃ পূরয়ন্তি দিশো দশ।
স্মরন্তি পূর্ব্বকৃত্যানি মুঞ্চন্ত্যশ্রূণি চাসকৃৎ॥
শুষ্যন্তে সর্ব্বগাত্রাণি দহ্যন্তে চ মহাগ্নিনা।
জ্বালাভিঃসর্ব্বতো ব্যাপ্তা হাহাকারসমন্বিতাঃ॥
কাকোলো নাম নরকঃ ক্রিমি কীট পরিপ্লুতঃ।
ক্ষিপ্যতে তত্রদুষ্টাত্মা একাকী মিষ্টভুঙ্নরঃ॥

হাহাকাররবে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে। পূর্ব্বকৃত কার্য্যকলাপ স্মরণ করিয়া সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়, বারম্বার নেত্রজল বিস-র্জ্জন করে, গাত্র সমস্ত পরিশুষ্ক হইয়া যায়, ভীষণ অনলে সমস্ত দেহ দগ্ধ হইতে থাকে। অগ্নি-শিখায় সমস্ত গাত্র ও সমুদায় প্রদেশ পরিব্যাপ্ত। তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অন-বরত চীৎকার করিতে থাকে। ৭

এই দুরত্যয় নরকের নিকটে কাকোল নামে নিরয়কুণ্ড বিদ্যমান। অসংখ্য কৃমি এবং কীটকুল সঙ্কুলিত করিয়া এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। যে দুষ্টাত্মা নিজ দগ্ধোদরের পরিতৃপ্তির জন্য একান্ত ব্যস্ত, কোনও মিষ্ট দ্রব্য পাইলে একা-কীই ভোজন করে, অন্য কাহাকেও বিভক্ত করিয়া দিতে যাহার লোলরসনা পরাঙ্মুখী হয়, এই নরক তাহারই আশ্রয় স্থান।

দশন্তি নিয়তং তং হি দশনৈঃ কণ্টকোপমৈঃ।
মাংসশোণিতমস্থীনি ভক্ষয়ন্তি দিবা নিশম্ ॥
তৈ স্তু জর্জ্জরিতো জন্তুঃ সুখমাত্রং ন বিন্দতি।
বমত্যুগ্রং সদারক্তম্ পূয়সঞ্চয়সঞ্চিতম্ ॥
কুট্টলো নাম নরকঃ পূর্ণো বিন্মূত্রশোণিতৈঃ।
পঞ্চযজ্ঞক্রিয়াহীনাঃ ক্ষিপ্যন্তে তত্র বৈ নরাঃ ॥
দুর্গন্ধেন সমাযুক্তাঃ পূতিগন্ধসমাকুলাঃ।
সংসক্তবদনশ্বাসা বিষ্ঠাপূরিতবিগ্রহাঃ ॥

কীটগণ কণ্টকসদৃশ সুতীক্ষ্ণ দশন দ্বারা তাহাকে নিয়ত দংশন করিতে থাকে। দিবারজনী তাহার গাত্র হইতে মাংস শোণিত ও অস্থি ভক্ষণ করে। হতভাগ্য পাপাত্মা এক বারে জর্জ্জরীভূত হইয়া, অণুমাত্র সুখলাভে অধিকারী হয় না; কেবল অনবরত পূয়-বিমিশ্রিত শোণিতধারা বমন করিতে থাকে। ৮

ইহারই পার্শ্বে কুট্টল নামক দুর্গন্ধময় নরক অবস্থিত। বিষ্ঠা, শোণিত ও মূত্রের রাশি রাশি স্তূপ, দুর্গন্ধীকৃত করিতেছে। যাহারা জীবন মধ্যে পঞ্চ যজ্ঞের কখনও অনুষ্ঠান করে নাই, সেই পিশাচবর্গই এখানে প্রেরিত হয়। ইহাদের সমস্ত দেহ পূরীষ রাশিতে পরিবৃত; মুখমণ্ডল, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি মলমূত্রাদি দ্বারা একবারে সংরুদ্ধ। সরল

উত্থানশক্তিরহিতাঃ রুদ্ধনাসমুখাদিকাঃ।
ভগ্নং শ্বাসং বিমুঞ্চন্তঃ পচ্যন্তে লক্ষবৎসরান্ ॥ ৯
সুদুর্গন্ধো মহাভীমোমাংসশোণিতসংকুলঃ।
অভক্ষ্যনিরতাস্তত্র নিপতন্তে নরাধমাঃ ॥
কৃমিকীটসমাকীর্ণঃ সরপূর্ণো মহাবটঃ।
অধোমুখো ভবেত্তত্র কন্যাবিক্রয়কৃন্নরঃ ॥
স্বধর্ম্মং চ পরিত্যজ্য কুপথ্যপরিভোজিনঃ।
কিংন কুর্ব্বন্তি পাপিনিশাস্ত্রান্ধাঃপ্রাণঘাতিনঃ॥

নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই, মোটে উত্থান শক্তি অবলোকিত হয় না। পূতিগন্ধে সমস্ত স্থান পরিবেষ্টিত। এই ভাবে ও এরূপ অবস্থায় লক্ষ লক্ষ বৎসর পচ্যমান হইয়া থাকে। ৯

ইহার সন্নিহিত প্রদেশে ভীষণ দুর্গন্ধময় মহাভীম নামে দুরন্ত নিরয়কুণ্ড অবস্থিত আছে। ইহার অভ্যন্তর ভাগ কৃমি ও কীটবর্গে পরিপূর্ণ, যাহারা নিরন্তর কুভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং কন্যা বিক্রয় করা যাহাদের চির-অভ্যাস, সেই নরাধমবর্গ এই জুগুপ্সিত নরককুণ্ডের উপযুক্ত। যাহারা সনাতন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ কুপথে পদার্পণ করিয়া কুপথ্য-ভোজী হয়,তাহাদিগকে আত্মঘাতী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! ইহারা পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রে একান্ত অন্ধ। ইহারা কি না পাপ

জন্মদাঃ শাস্ত্রবিমুখাঃ ধনলোভবশীকৃতাঃ ।
স্বং শুক্রং মোহতো যেচ বিক্রীণন্তি জুগুপ্সিতম্ ॥
পাতয়িত্বা বপুর্ঘোরে নিরয়ে ঘোরসংপ্লবে ।
নিমজ্জয়ন্তি পুরুষান্ সপ্তোর্দ্ধং সপ্তনিম্নগান্ ॥
পাপানি যানি বর্ত্তন্তে মহান্তি ধরণীতলে ।
তানি সর্ব্বাণি কন্যায়াঃ বিক্রয়াৎ প্রভবন্তি চ ॥
নাম্না বৈ তৈলপাকেতি নরকো ভৃশ দারুণঃ ।
তিলবত্তত্র পীড্যন্তে পরপীড়ারতাশ্চ যে ॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ? যে সমস্ত জন্মদাতা জনকগণ শাস্ত্রোপদেশে একবারে পরাঙ্মুখ হইয়া, সামান্য অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ী ধনের বশবর্ত্তী হইয়া, অমূল্য ধনস্বরূপ ধর্ম্মধন বিসর্জ্জন করিয়া মোহবশে নিজ শুক্র বিক্রয় করে, তাহাদের অপেক্ষা আর নরাধম কোথায় ? তাহারা এই উত্তাল তরঙ্গময় নরক-হ্রদে আপনাদিগকে নিপতিত করে, শুদ্ধ স্বীয় আত্মাকে কেন, ঐ পাপাত্মার পাপ আচরণে ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ এবং অধস্থান সপ্তপুরুষ পর্য্যন্তও নিমজ্জিত হইয়া থাকে। এই ধরণীতলে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত মহাপাপ বিদ্যমান আছে, কন্যা বিক্রয় ব্যতীত তদপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কোথায় ? ১০

ইহার পরবর্ত্তী প্রদেশে তৈলপাক নামে মহাভীষণ নরক বিদ্যমান। সেখানে অবিশ্রান্ত তৈল রাশি প্রচণ্ড হুতাশনের

নরক স্তৈলপাকেতি জ্বলত্তৈলো মহাপ্লবঃ ।
পচ্যন্তে তেঽত্র যৈ স্ত্যক্তো মোহিতঃ শরণাগতঃ ॥
গাত্রেষু স্ফোটকান্যুগ্রাণ্যুদ্গচ্ছন্তি সমন্ততঃ ।
যন্ত্রণা প্রচুরা তত্র ক্ষতজা দহুশোণিতম্ ।
দাহজ্বালাতিরুগ্নাশ্চ চিৎকারৈ র্ভৃশমাহতাঃ ।
ত্রায়ধ্বমিতি সংবিগ্না ব্রুবন্তি শরণার্থিনঃ ॥
ন কুর্ম্ম ইত্থং ক্ষন্তব্যো দোষঃ পরম দুর্ম্মদাঃ ।
ইতি জল্পন্তি বহুশো দীনং কাতরমানসম্ ॥ ১১

প্রচণ্ড উত্তাপে সন্তাপিত হইয়া ঘূর্ণিতহইতেছে। যাহারা অন্যকে পীড়া প্রদান করে, অথবা বিপন্ন শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই সমস্ত পাতকিগণ এই জ্বলন্ত তৈলযন্ত্রে বিশোধনার্থ তিলেরন্যায়পিষ্ট হয়,ও গাত্রের চতুর্দিকে অগ্নিসন্তাপ জন্য স্ফোটকরাশি সমুদ্গত হইয়া থাকে, যন্ত্রণার অবধি নাই, ক্ষতস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে শোণিত-স্রোত সমুদ্গত হয়। প্রদাহের প্রবলপ্রতাপে সন্তাপিত হইয়া, ভয়ানক আর্ত্তনাদ করতঃ শরণাপন্ন হইয়া পরিত্রাণের জন্য ব্যস্তসমস্ত হয় ; এবং বলিতে থাকে প্রভো ! আমরা দুর্মদের বশবর্ত্তী হইয়া এই সমস্ত লোকবিনিন্দিত কুকৃত্য, কলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আর কদাপি এইরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব

নাম্নাবজ্রকপালেতি বজ্রশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ।
পীড্যন্তে নিষ্ঠুরং তত্র যৈঃ কৃতঃ ক্ষীরবিক্রয়ঃ॥
অধঃকৃত্বাশিরস্তেষাংপাদৌ বদ্ধ্বা তু শৃঙ্খলৈঃ।
১২ নিগড়ীক্রিয়তে তত্র লম্বমানঃ কুকৃত্যকৃৎ॥
নিরুচ্ছ্বাসইতিপ্রোক্ত স্তমোঽন্ধোবাতবর্জ্জিতঃ।
নিশ্চেষ্টং ক্ষিপ্যতে তত্র বিপ্রদাননিরোধকৃৎ॥
ন পশ্যন্তি মুখংকস্য ন দিশাং চ পরিস্থিতিম্।
ন চন্দ্রংভাস্করংবাপি দিবাজ্ঞানবিবর্জ্জিতাঃ॥

না। দীন ও কাতরচিত্তে এইরূপ কত প্রকার কাকুতি মিনতি, যে কতবার জল্পনা করিতে থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই॥ ১১

ইহার সমীপে বজ্রকপাল নামে নরক বর্ত্তমান। বজ্রময় শৃঙ্খল নিচয় সেইখানে স্তরেস্তরে বিন্যস্ত। যাহারা ক্ষীর বিক্রয় করিয়া থাকে তাহারা সেই খানে নিষ্ঠুর ভাবে পীড্যমান হয়। সেইখানে তাহাদের মস্তক অধোদিকে সংস্থাপিত করিয়া এবং ঊর্দ্ধদিকে পাদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লম্বভাবে পাপীদিগকে নিগড়িত করে॥ ১২

তৎপার্শ্বে অন্ধকারময়, সদাগতির গতিশূন্য নিরুচ্ছাস নামে ভয়ঙ্কর নরক অবস্থিত। যে সমস্ত নরাধমবর্গ বিপ্রদেয় ধনাদির নিরোধ করিয়া থাকে তাহারা এখানে নীত হয়। ইহারা কাহারও মুখাবলোকন করিতে পায় নাই। দিঙ্ নির্ণয়

সর্ব্বথা তমসা ব্যাপ্তাঃঘোরোন্মত্তপ্রলাপিনঃ।
স্বকর্ম্মাণ্যনুশোচন্তো বর্ত্তন্তে কল্পবৎসরান্॥ ১৩
অঙ্গারোপচয়ো নাম দীপ্তাঙ্গারসমুজ্বলঃ।
দহ্যন্তেতেনযৈরুক্ত্বা দানংবিপ্রায় নার্পিতং॥
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ॥
অতঃসত্যংসমুৎসৃজ্যমিথ্যাবার্ত্তাপ্রলোভকাঃ।
যৎ কুর্ব্বন্তি মহাঘোরং কল্মষং তৎ ভয়ানকম্॥ ১৪

করে, এমন সামর্থ্য কোথায়? সমস্ত দিনরাত্র নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারসমূহে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করে, দিবা জ্ঞান নাই, চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত একদিনও সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় নাই, ঘোর উন্মত্ত ভাবে প্রলাপ করিতে থাকে। এবং মহা প্রলয় পর্য্যন্ত স্বকীয়কর্ম্ম সমুদায়ের জন্য অনুশোচনা করিতে করিতে এইরূপ বিপরীতাবস্থায় দিন যাপন করে। ১৩

ইহার পরই অঙ্গারোপচয় নামে নরক। সেখানে প্রজ্বলিত অঙ্গাররাশি অনবরত প্রদীপ্ত আছে। যাহারা ব্রাহ্মণ সমীপে দান স্বীকার করিয়া তাহার সমধান না করিয়া থাকে, অর্থাৎ অঙ্গীকৃত বস্তু অর্পণ না করে, তাহারা এই ভীষণ নরকে পরিদগ্ধ হয়। বিশেষতঃ দায়াদগণের অংশ একবার মাত্র নিপতিত হয়, অর্থাৎ গুটিকা পতাদি দ্বারা বিভাজ্য বস্তু এক-

মহাপাতেতি নরকো লক্ষযোজন মায়তঃ ।
পচ্যন্তেঽধোমুখা স্তত্র যে জল্পন্তি সদানৃতং ॥
মিথ্যাময় মিদংবিশ্বংমিথ্যাদেহশ্চ ভৌতিকঃ ।
সত্যমেকংমহাসত্যংতস্মাৎসত্যংবদেৎ সদা॥
অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্ ।
তুলয়িত্বা তু পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে ॥ ১৫

বার পরিচিহ্নিত হইলে তাহার আর পুনর্বিভাগ হয় না। একবার কন্যাকে পাত্রে প্রদান করিলে, তাহার আর পাত্রান্তরের ব্যবস্থা নাই। "প্রদান করিতেছি" এই মহাবাক্য একবার-মাত্র মুখ হইতে উচ্চারণ করিলে তাহার আর প্রতিগ্রহণ করিবার উপায় নাই। সজ্জনগণের মধ্যে ইহাই চিরন্তন সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং যাহারা মিথ্যাবাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিয়া, এইরূপে সনাতন সত্য পথ হইতে সত্য সত্যই পরিভ্রষ্ট হয়, তাহারা যে ভয়ানক পাপরাশি উপার্জ্জন করে, তাহা নিতান্ত বর্ণনাতীত॥ ১৪

এই ভীষণ সুতপ্ত নিরয়ের সন্নিহিত প্রদেশে মহাপাত নামে নরক বিরাজমান আছে। ইহার পরিসর লক্ষ যোজন।

যাহারা সর্ব্বদা মিথ্যাবাক্য জল্পনা করে, এই ভীষণ নিরয় স্থানই তাহাদের পরিপাকের স্থল॥ এই নিখিল বিশ্বসংসার মিথ্যার আধার, এই পাঞ্চভৌতিক দেহও ভ্রান্তিময়, এই

মহাজ্বালেতি নরকো জ্বালারভসভীষণঃ ।
দহ্যতে তত্র সুচিরং যঃ পাপবুদ্ধিরুন্নরঃ ॥
পুণ্যমেকং পরং ত্রাণং পুণ্যমেকা পরাগতিঃ ।
স্বর্গঃ পুণ্যবতাং নূনং ক্ষমা পুণ্যং তপস্বিনাম্॥
তদ্বিসৃজ্য পরো যত্নো যেষাং পাপমহানলে ।
পতিত্বা নরকে ঘোরে দহ্যন্তে তে দিবানিশম্॥ ১৬

ব্রহ্মাণ্ডে এক সনাতন সত্যমাত্রই সত্যরূপে বিদ্যমান আছে। অতএব সত্যবাক্যই একমাত্র ব্যবহার্য্য। সহস্র অশ্বমেধ ও এক সনাতন সত্য তুলাদণ্ডে আরোপিত করিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক অবলোকন করিয়াছি যে, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্যের ভার নিতান্ত সমধিক॥ (১৫

ইহার পার্শ্বদেশে মহাজ্বাল নামে নরক। অবিশ্রান্ত অগ্নিশিখা অম্বরতল হইতে উদ্গীর্ণ রহিয়াছে। যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা পাপ কার্য্যে আসক্ত, তাহারা এই স্থানে দহ্যমান হয়। বিশেষতঃ পুণ্যই একমাত্র পরিত্রাণ ও উৎকৃষ্ট গতি, পুণ্যই স্বর্গের নিদান এবং তপস্বিকুলের ক্ষমাস্বরূপ, যাহারা ঈদৃশ অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিয়া পাপরূপ রন্ধন গৃহে পাক কার্য্য সমাধা করে, তাহারা অনন্তকাল যে ঈদৃশ স্ফুলিঙ্গময় অনলহ্রদে বিলোড়িত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি। ১৬

ইহার অনতিদূরে ক্রকচাখ্য ভয়ঙ্কর নরক অবস্থিত। এখানে কুলিশ সংকাশ ক্রকচাস্ত্র নিয়ত ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। যাহারা

নরকঃ ক্রকচাখ্যাতঃ পীড্যন্তে তত্র বৈ নরাঃ।
ক্রকচৈ র্বজ্রধারোগ্রৈ রগম্যাগমনে রতাঃ ॥
মনুষ্যাণাং পরং কার্য্যং সদেন্দ্রিয়বিনিগ্রহঃ।
বিদ্যয়া স্বুধিয়া কিং বা যস্যেন্দ্রিয় মবশ্যভাক্॥
কামক্রোধাদিসংশূন্যাদ্বেষহিংসাবিবর্জ্জিতাঃ
গুর্ব্বীণাং যোষিতাং পূজাসৎকারেষু পরায়ণাঃ॥
পুণ্যবন্তো নরা যান্তি সদ্গতিং পারলৌকিকীম্
অন্যথা কুপথাচারাঃ পাতিব্রত্য বিঘাতকাঃ।
১৭ কন্যাদিদূষকাঃ সর্ব্বে পীড্যন্তেঽত্র মহাপ্লবে ॥

অগম্যাগমন করে, তাহাদের এইখানেই অনন্তকাল অবস্থান স্বতঃসিদ্ধ। মনুষ্যদিগের সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় নিগ্রহই প্রধানতম কার্য্য; যাহার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নাই, তাহার বুদ্ধি অথবা বিদ্যায় প্রয়োজন কি। যাহারা কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী নয়, দ্বেষ ও হিংসা যাহাদের মানসমন্দিরে স্থান লাভ করে নাই, গুরুতর কামিনী কুলের যাহারা যথাবিধ পূজা ও সৎকারকার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা পরলোকে সদ্গতি লাভ করে, পক্ষান্তরে যাহারা ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান করে, পতিপরায়ণা প্রমদার পাতিব্রত্য বিনাশ করা যাহাদের অভ্যাস; কন্যাদি অনভিগমনীয়া কামিনীর উপর যাহাদের বলপ্রয়োগ, সেই সমস্ত নররূপী পশুবর্গ এই মহাপল্লবে পীড্যমান হয়। ১৭

নরকো গুড়ধারেতি জলশুণ্ডবৃতো হ্রদঃ।
অগ্নিজ্বালাভি সন্তপ্তো দগ্ধগাত্রঃ সুদুস্তরে।
বিলিপ্তো দহ্যতে তস্মিন্ বর্ণসঙ্করকৃন্নরঃ ॥
সবর্ণামুদ্বহেৎ কন্যাম্ অসবর্ণাং পরিত্যজেৎ।
ধর্ম্মপত্নী সবর্ণাগ্রে প্রাতিলোম্যেন পাপকৃৎ ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃস্মৃতা।
তে স্বকীয়া ক্ষত্রিয়স্য ব্রাহ্মণস্য যথারুচি ॥
ইদ ন্ত্বাপৎকৃতে জ্ঞেয়ম্ শাস্ত্রতঃ সমবর্ণিকা।
তস্মাৎস্বাং তু পরিত্যজ্য নান্যাংপরিণয়েৎসুধীঃ॥
ভিন্নতো গ্রহণাদানাৎ মূলসন্ধি র্বিলুপ্যতে।
মিশ্রতাং যান্তি বর্ণানি তস্মাৎসর্ব্বং পরিত্যজেৎ॥ ১৮

ইহারই পার্শ্বে গুড়ধার নামে নরক বর্ত্তমান। এই হ্রদ জলশুণ্ডে পরিবৃত। যাহারা কামাদির বশবর্ত্তী হইয়া বর্ণ সঙ্করের সৃজন করে, তাহারা এই সুদুস্তর হ্রদে বিলিপ্ত হইয়া বৈশ্বানরের দারুণ তাপে দগ্ধ কলেবর হয়। সকলেরই সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ উপযুক্ত, অসবর্ণাকে একবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সবর্ণা কামিনীই প্রধান ধর্ম্মপত্নী, অনুলোম ও প্রতিলোম অনুসারে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাই পাপের নিদান স্বরূপ। যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা আছে,

নরকঃ প্রত্যুদানাম বহুসূচীভিরাবৃতঃ ।
তত্র সংপীড্যতেঽত্যর্থং পরচ্ছিদ্ররতোঽধমঃ॥
আত্মচ্ছিদ্রানি সংগোপ্য পরচ্ছিদ্রস্য দর্শকঃ
একতোঽন্ধো মহানদুষ্টঃ পরত্রায়তলোচনঃ ॥
সূক্ষং পরকীয়ঞ্চাপি শতনেত্রৈঃ সমীক্ষতে ।
দধাতি নিন্দাং সর্ব্বত্র রসনা যস্যনর্ত্তকী ॥

যে শূদ্রের কেবল শূদ্রজাতীয়া রমণীই ধর্ম্মপত্নী, বৈশ্যের বৈশ্যা এবং শূদ্রা, ক্ষত্রিয়পুরুষের পূর্ব্বোক্ত দুইটী অবরজা ও স্বজাতীয়া এবং ব্রাহ্মণের যথেষ্ট অর্থাৎ চাতুর্বর্ণের কন্যা বিবাহ হইতে পারে, তাহাও আপৎকালের জন্য কদাচিৎ সম্ভব হইতে পারে। অতএব স্বজাতীয়া কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সুধী অপরাকে গ্রহণ করিতে কদাপি অভিলাষী হন্ না, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে আদানও প্রদানদোষ, বিশুদ্ধ মূলজাতির প্রধানসন্ধি বিলুপ্ত হইয়া মিশ্রতায় পরিণত হয়, অতএব সর্ব্বতোভাবে ইহা পরিত্যজনীয়। ১৮

প্রত্যুদা নামে নরক প্রচুর পরিমাণ সূচিকা দ্বারা পরিবৃত। যে নরাধম নিয়ত অপরের ছিদ্র অন্বেষণে নিরত চিত্ত, সেই পাপাত্মা এখানে নিদারুণ পীড়া উপভোগ করিয়া থাকে। ঈদৃশ পামরাপসদ দুরাত্মা ব্যক্তি স্বকীয় রন্ধ্রসমূহ সঙ্গোপন

ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ যথেষ্টং যেন জল্প্যতে ।
সৎকীর্ত্তিংচ পরোত্থাংযোবিনিগৃহ্য নিগূহতি॥
অসূয়ের্ষাদিভি র্যস্য হৃদয়ং পরিপূরিতম্।
দুরন্তকণ্টকাকীর্ণং নচ পুষ্পৈ র্বিভূষিতম্ ॥
তাদৃশো নরবিদ্বেষ্টা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
ভ্রমত্যহর্নিশং ঘোরে নরকেঽত্র বিষাদিতঃ ॥
ভিদ্যতে হন্যতে চাপি কণ্টকৈ র্বিষনির্ম্মিতৈঃ।
সূচিমুখৈরজস্রং বৈ বাষ্পং মুঞ্চতি চাসকৃৎ॥ ১৯

করিয়া অন্যের দোষরাশি বিস্তৃত চক্ষে অবলোকন করিয়া থাকে। কিন্তু নিজের ছিদ্র অবলোকনে নিতান্ত অন্ধ। ঈদৃশ লোক অপরের অপরাধাবলোকনে শত নেত্র হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র অপরের নিন্দা করাই ইহাদের প্রকৃত অভ্যাস। রসনা নর্ত্তকীর ন্যায় নিয়ত নৃত্য করিতে থাকে। ইচ্ছানুসারে ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান প্রজল্পনা করিয়া থাকে। যদি কখনও অন্যের সৎকীর্ত্তি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া দিগ্ দিগন্তর আমোদিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, অতর্কিতরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, সেই কীর্ত্তি-পুষ্প নিগূহিত করে। যাহার পাপ-হৃদয় অসূয়া ঈর্ষা প্রভৃতি দুরন্ত রিপুকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তাহাদের বিনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতেই পরিভ্রমণ করে। যাহার হৃদয়ক্ষেত্র দুরন্ত কণ্টক রাশিতে নিরন্তর

সৃতক্ষারহ্রদা নাম নরকঃ ক্ষারসম্ভৃতঃ।
সংছিদ্য শস্ত্রৈঃক্ষিপ্যন্তেযে তু প্রাণিবধেরতাঃ॥
আত্মনো জীবনং যদ্বৎ পরস্যাপি তথৈব হি।
এক এব মহানাত্মা বিভুক্তঃ সর্ব্বজন্তুষু॥
একমেব যথাকাশ মুপাধিভেদযোগতঃ।
বিভিন্নং জায়তে তদ্বদেকাত্মা চ পৃথক্ পৃথক্॥
একস্যাপি বধে নূন মাত্মহা মনুজো ভবেৎ।
আত্মঘাতী মহাঘোরঃ দণ্ডনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥

সমাচ্ছন্ন, অণুমাত্র পুষ্পতরুর একবারও আবির্ভাব নাই, মানববিদ্বেষ্টা সেই হতভাগ্য পামর! বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া, দিবানিশি এই দুর্বিগাঢ় গহন নরকে পরিভ্রমণ করে। যত দিন ভগবান্ চন্দ্র, সূর্য্য, মানবকুলের কৃত্যকলাপ বিলোকন করিয়া গগনমার্গে অবস্থিতি করিবেন, ততদিন তাহার আর নিস্তার নাই। বিষম হলাহল পরিপূরিত কণ্টকরাজি তাহাকে অজস্র বিদ্ধ করিতে থাকে, এবং তখন সূচীমুখ কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া, কাতরভাবে হা হতোস্মি বলিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ১৯

ক্ষারহ্রদা নামে নিরয়প্রবাহিনী ইহার সমীপবর্ত্তিনী, এখানে লবণময় ক্ষারসলিল সলীলভাবে উত্তাল তরঙ্গ খেলায় আপ্লুত আছে। যাহারা প্রাণিবধে নিয়ত আশক্ত,

দয়া শৌচং তথা সত্যং যস্য নাস্তি কদাচন।
আত্মবৎ যেন মন্যন্তে ন কদাপ্যপরে ক্বচিৎ॥
আত্মনো হিতকামায় পরহিংসারতশ্চ যঃ।
নাস্তি দুষ্টতর স্তস্মাৎ কৃতঘ্নঃ পরবঞ্চকঃ॥
যথাস্ত্রেণ স্বয়ং হন্তা স্বভিন্নানপরান্ স্বয়ম্।
তেন পাপেন ঘোরাস্ত্রৈ র্হন্যতে যমকিঙ্করৈঃ॥

তাহারা এই প্রবল হ্রদে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা খণ্ডীকৃত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হয়। এই অনন্ত সংসারে নিজের জীবনও যেরূপ, পরের জীবনও তাহা অপেক্ষা অণুমাত্র বিভিন্ন নয়।

একমাত্র অপরিমিত সর্ব্বব্যাপী মহান্ আত্মা, জন্তুসমূহতেই বিভক্ত আছেন। যেরূপ একমাত্র মহাকাশ উপাধি ভেদে খণ্ড খণ্ড হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ এক মহামহীয়ান্ অখণ্ড আত্মাও আধার ও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন, সুতরাং এই সংসারচক্রে যে ব্যক্তি কোনও একটী প্রাণীর প্রাণবধ করে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে আত্মঘাতী। কারণ সকল শরীরির মধ্যেই সেই অনন্ত আত্মা, কিয়দংশ রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। সুতরাং যে ঘোর পাপাত্মা অনায়াসেই পরমাত্মার অপরিমেয় আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ বিধ্বংসক্রিয়া সম্পাদন করিতে উদ্যত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই দণ্ডনীয়। যাহার অন্তঃকরণে দয়া শৌচ অথবা সত্য অবস্থান করে নাই, যাহারা

ক্ষারং লবণমাস্বাদ্য জ্বালাব্যাপ্তকলেবরম্।
মুহুরুৎপততে ভীতো মুহুশ্চ প্রবিলীয়তে॥
ক্বচিৎ ক্রন্দতি দুঃখার্ত্তঃ ক্বচিদপ্যস্থিরায়তে।
ধাবত্যাবর্জ্জতি ক্ষামঃ রোদিত্যুচ্চৈঃসমাকুলঃ॥
মুঞ্চত্যজস্রক্তৌঘং নিশ্বাসং চ বিমুঞ্চতি।
স্মরণ্ পূর্ব্বকৃতং পাপং দহ্যতে চ স্বকর্ম্মভিঃ॥ ২০

অন্যকে কদাপি আত্মীয় বলিয়া গণনা করে নাই, যাহারা স্বীয় হিতের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, পরহিংসা, পরদ্রোহ যাহাদের নিয়তব্রত, তদপেক্ষা জগতীতলে কৃতঘ্ন ও ঘোর-বঞ্চক অত্যন্ত দুর্লভ। যেরূপ ঐ পাপাত্মা নিজের জীবিত অবস্থায় অস্ত্রদ্বারা অপরের হত্যাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার পূর্ণ পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দুরন্ত যম-কিঙ্কর কর্ত্তৃক অস্ত্ররাজি দ্বারা নিহত হইয়া থাকে! আহত স্থলের উপর লবণময় ক্ষার প্রক্ষিপ্ত হয়, যন্ত্রণা দ্বারা সর্ব্বশরীর পরিব্যাপ্ত হয়। দেহী কখনও উৎপতিত কখনও বা নিপতিত হয়, কখনও বা বিলীন হইয়া ক্রন্দন রবে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে। দুঃখে সর্ব্ব কলেবর অবসন্ন হইয়া আসে। কখনও অস্থিরভাবে ছটফট করিতে থাকে। প্রাণভয়ে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়, কখনও বা ক্ষীণ হইয়া আবর্জ্জিত অর্থাৎ আনত হয়, কখনও আবার আকুলভাবে রোদনবারি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত করে। অজস্র শোণিত

ক্ষুরধারেতি নরকঃ ক্ষুরধারাসমাবৃতঃ।
ছিদ্যন্তে তত্র কল্পান্তং বিপ্রভূমিহরা নরাঃ॥
নিশিতানি প্রকাশন্তে ভাস্বদ্দীপ্তিযথাযথম্।
সূর্য্যখণ্ডপ্রকাশানি ক্ষুরাণি রচিতানি বৈ॥
গাত্রস্পর্শনমাত্রেণ দ্বিধা ভবতি বিগ্রহঃ।
দৃষ্ট্বা ভয়ঙ্করাংমূর্ত্তিং জায়তে ঘোরবেপথুঃ॥
সর্ব্বলোককরালানি ঘোরাণি ঘূর্ণিতানি চ।
কম্পয়ন্তি সদা পাপং কৃতপাপং নরং মুহুঃ॥
যূপকাষ্ঠে যথা বদ্ধো যজ্ঞীয়ঃ পশুরীক্ষ্যতে।
সংসক্তবদনশ্বাসঃ তথা ভবতি পাপকৃৎ॥
ক্ষুরেণ কৃত্যতে তত্র তীক্ষ্ণধারেণ দুর্ম্মদঃ।
স্মরণ্ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম হাহাকারং করোতি চ॥ ২১

প্রবাহ প্রবাহিত হয়, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এবং পূর্ব্বকৃত কুকৃত্যসমূহ স্মরণ করিয়া পরিতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। ২০

ক্ষুরধার নামে নরক ক্ষুরধারায় পরিপূর্ণ। যাহারা ব্রাহ্মণের ভূমি অপহরণ করে, তাহারা কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত ঐ সুনিশিত ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হয়। এই সমগ্র ক্ষুরখণ্ড সূর্য্যখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে ধক্ ধক্ করিয়া প্রদীপ্ত হইতেছে। স্পর্শ

নরকশ্চাম্বরীষাখ্যঃ প্রলয়ানলদীপিতঃ ।
কল্পকোটিশতং তত্র পচ্যেদ্ গোস্বর্ণহারকঃ ॥
ধাতূনাং প্রথমং স্বর্ণং তস্য চৌরঃ সুদুর্ম্মদঃ ।
ভ্রমত্যস্মিন্ মহাঘোরে বহ্নিরাশিমহাপ্লবে ॥
যথা প্রদীপিতং স্বর্ণং বহ্নিনা বর্ণমাহরেৎ ।
তথা তমপি হর্ত্তারং পরিদগ্ধং দধাতি চ ॥

মাত্রেই গাত্র একবারে দ্বিখণ্ড হয়। ইহাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নয়নদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ভয়ানক হৃৎকম্প সমুদ্গত হইয়া সর্ব্বশরীর সমাচ্ছন্ন করে। ইহারা অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে। এবং ঘোর আকার ধারণ করিয়া, করাল মূর্ত্তি প্রকাশ করতঃ বিষমভাব ধারণ করিয়াছে। ইহাদিগের বিলোকন মাত্রই পাপীর পাপহৃদয় স্তম্ভিত ও প্রকম্পিত হয়। যেরূপ যজ্ঞিয় পশু যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া শূন্যভাবে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ পাপাশয় হতভাগ্য মনুষ্য রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করে। তখন পূর্ব্ব মদান্ধের পূর্ব্বকৃত কল্মশরাশির অপনোদন জন্য তীক্ষ্ণধার ক্ষুরসমূহ শতধা গাত্রে নিপতিত হয়। এবং পূর্ব্বকৃত কুকৃত্য অনুধ্যান করিয়া, হাহা রবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে থাকে। ২১

অম্বরীষা নামে নরক অতীব ভয়ঙ্কর। প্রলয়কালের কাল হুতাশন এখানে অবিশ্রান্ত প্রজ্বলিত হইতেছে।

যেষাং বাহুল্য মত্রৈব স্থিতিরক্ষণকারকম্ ।
ধর্ম্মরূপা মহাসত্বা শ্চতুষ্পাদা দ্বিশৃঙ্গিণঃ ॥
কৃষি র্বাণিজ্য মথবা যৎ প্রসাদাদ্ভবত্যুত ।
তেষাংস্তেনংনরৈ র্যৎতৎধর্ম্মহানিকরংপরম্ ॥
এতেষাং ঘোরপাপানাংপ্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্।
যাবৎ কল্পো পচন্ত্যত্র দাহোত্থক্ষতজেন বৈ ॥
তেষাং মাসং তথাস্থিচ হার্য্যতে পাবকে ন চ।
তেন সর্ব্বে বিশুধ্যন্তে কোটিকল্পৈ র্নরাধমাঃ ॥ ২২

যাহারা গো অথবা স্বর্ণ অপহরণ করে, তাহারা কোটী কল্প এই ঘোর অগ্নিতে দহ্যমান ও পচ্যমান হয়। ধাতু সমূহের মধ্যে স্বর্ণই প্রথম। যে ব্যক্তি দুর্ম্মদের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার অপহরণ করে সে অত্যন্ত পামর, বহ্নিরাশিরূপ দুর্বিসহ ঘোর হ্রদই তাহার পরিভ্রমণ স্থল। যেরূপ স্বর্ণ অগ্নিতে পরিদগ্ধ হইলে উজ্জ্বল ও লোহিত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহার অপহর্ত্তাও সেইরূপ অনলরাশিতে পরিদগ্ধ হইয়া, তপ্ত ও লোহিত অঙ্গারে পরিণত হয়।

যে সমস্ত গোধন সংসারের একমাত্র স্থিতির কারণ। যাহারা ধর্ম্মরূপী, বলবান্, সত্য শৌচাদি পাদচতুষ্টয়ে অলঙ্কৃত এবং দ্বিশৃঙ্গী, কৃষি এবং বাণিজ্য যাহার প্রসাদে সম্পাদিত হয়, তাহাদিগকে অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ।

নাম্না বজ্রকুঠারেতি নরকঃ পশুসঙ্কুলঃ।
ছিদ্যন্তে তত্রচ্ছেত্তারোদ্রুমাণাংপাপকারিণঃ॥
বিচরন্তি মহাহ্লাদৈ র্লভন্তে বিশ্রমং তথা।
নিদাঘে যেষাং ছায়াসু পথিকা তৃপ্তমানসাঃ॥
জীবানাংপক্ষিণাংচাপি আশ্রয়ান্ হি মহাদ্রুমান্।
পত্রৈঃ প্রমুদিতান্দীর্ঘান্ছায়াসজ্ঘবিরাজিতান্॥
ফলৈঃ কুসুমসংঘর্ষৈঃসর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতান্।
নানাবিহগরাবৈশ্চ নিয়তং প্রতিনাদিতান্॥

যাহারা নিয়ত এরূপ দুষ্কর্ম্মে সংপ্রবৃত্ত, সেই সমস্ত মহাপাতকিগণের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ। অনন্ত কল্পকাল পর্য্যন্ত তাহারা দাহ জন্য শোণিতরাশিতে পরিপ্লুত হইয়া পচ্যমান হয়। তাহাদের মাংস ও অস্থি অগ্নিতে পরিদগ্ধ হয়। এবং তাহারা কোটিকল্প এই দুঃসহ নরক যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া বিশোধিত হইয়া থাকে। ২২

বজ্রকুঠার নামে ভয়ানক নরক ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। পশুপরিপূর্ণ পশুচর প্রদেশে যাহারা সুশীতল পাদপরাজির ছেদন কার্য্য সম্পাদন করিয়া, আগন্তুক জন সমূহের ক্লেশরাশি পরিবর্দ্ধন ও অন্তঃকরণ ব্যথিত করিয়া থাকে, সেই সমস্ত পাপাত্মামণ্ডল এই নরকে অবস্থান করে। যেখানে জন্তুগণ মহাহ্লাদে বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে,

যে ছিন্দন্তি দুরাত্মানঃ সর্ব্বেষা মুপকারকান্।
কুঠারৈঃ পাপিনঃ সর্ব্বে তদ্বৎ পরশুভিঃপুনঃ॥
ছিদ্যন্তেঽত্র মহাঘোরে নরকে লোমহর্ষণে!।
কৃতান্তকিঙ্করৈ র্ঘোরৈঃ নিশিতৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ॥ ২৩
নরকঃ পরিতাপাখ্যঃ প্রলয়ানলদীপিতঃ।
গরদো মধুহর্ত্তা চ পচ্যতে তত্র পাপকৃৎ॥

নিদাঘ কালে যাহাদের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া, পক্ষিমণ্ডলী পরিতৃপ্তচিত্ত হইয়া সুখে শ্রমাপনোদন করে, যে সমস্ত মহাদ্রুম জীব ও বিহঙ্গ কুলের আশ্রয়, যাহাদের তরুণ পল্লব অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া প্রকৃতিদেবীর সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। ফল ও প্রসূনরাশি দ্বারা যে সমস্ত তরুগণ অলঙ্কৃত। প্রতিদিন বিহগকুল যেখানে মধুর নিনাদে সর্ব্বত্র প্রতিনাদিত করিতেছে। যাহারা এই সমস্ত বৃক্ষগুলির উচ্ছেদন করিয়া, নিজ কুঠারের চঞ্চলতা নিবারণ করে, তাহারা আবার তৎপরিবর্ত্তে এই সুগহন ভীমনরকে বজ্রসদৃশ প্রদীপ্ত কুঠাররাজি দ্বারা শতধা বিদীর্ণ হয়। ভয়াবহ কৃতান্ত কিঙ্করগণ পরশু হস্তে সর্ব্বদা তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। (২৩)

পরিতাপাখ্য—নরক প্রলয় হুতাশনে প্রদীপিত। যে পাপাত্মা মধুহর্ত্তা অথবা বিষ প্রয়োগ দ্বারা অন্যের প্রাণ বিনাশ করে, সেই পামর এখানে দুঃসহ নিরয়যন্ত্রণা উপ-

অন্যেষাং প্রবিনাশায় গরলঞ্চ প্রযুজ্যতে।
লোকহন্তা মহাপাপী নীয়তেঽত্র শনৈঃশনৈঃ॥
পীড্যতে সুভৃশং দুষ্টৈঃ করালৈ র্যমকিঙ্করৈঃ।
মহোল্বণৈ র্মহাঘোরৈ র্বিষে র্জ্বালাভয়ঙ্করৈঃ॥
বমত্যহর্নিশং তত্র গরলং নীলবর্ণকম্।
চক্ষুরারক্তিমং ঘোরং ঘূর্ণ্যমানং সমন্ততঃ॥

ভোগ করিয়া থাকে। করাল যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে বারম্বার উৎপীড়ন করে। সেই নিরয় প্রদেশ সুবিষম যন্ত্রণাময় হলাললে পরিপূর্ণ। হতভাগ্য পাপী সেই হলাহল পান করিয়া অজস্র নীলবর্ণ গরল উদ্বমন করিতে থাকে। চক্ষু সহসা আরক্তিম হইয়া উঠে, চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান হয়। বিষের তীব্র জ্বালায় অস্থির হইয়া অনবরতঃ ইতস্ততঃ লুণ্ঠন করে, শীতল জল আনয়নের নিমিত্ত যমকিঙ্কর কুলের পদানত হয়। প্রাণ অপগত হয়, চিত্ত অন্তঃকরণ হইতে অপসৃত হয়, ইন্দ্রিয় সমূহ নিস্তেজ ও অবশ হইয়া আইসে। তখন পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া কাতরভাবে দীন নয়নে "জল দাও জল দাও" আমাদের জীবন রক্ষা কর, এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকে। আমি অন্য জন্মে কোনও কালে আর এরূপ কুকৃত্যের অনুষ্ঠান করিব না, এইবার আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আপনারা ক্ষমা প্রদর্শন করুন্। এইরূপ নানাবিধ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া কতরূপ অনুনয় বিনয়

অধীরং সর্ব্বতো ভীমং লুণ্ঠত্যনারতং কুণিঃ॥
শীতপানীয় মাহর্ত্তুং যাচতে যমকিঙ্করান্॥
প্রাণা যান্তি মনো যাতি ইন্দ্রিয়ান্য বশানি চ।
দেহি দেহি জলং তূর্ণম্ রক্ষজীবন মাশু মে॥
ন জাতু জন্মন্যন্যস্মিন্ এবং কুর্য্যাম্ কথঞ্চন।
ক্ষমধ্বং কৃপয়া সর্ব্বে ভাষতে চ নিরন্তরম্॥
স্মরন্ পূর্ব্বকৃতং পাপং হাহাকার সমন্বিতঃ।
তপ্যতে দহ্যতে চৈব যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ২৪

করিতে থাকে। পূর্ব্বকৃত যাবতীয় পাপরাশি মনোমধ্যে সমুদ্গত হয়, পাপী অনবরত সেই সমস্ত অনুধ্যান করিয়া উপায়ান্তর শূন্য হইয়া,প্রতীকার করণে অসমর্থ হেতু নিস্পৃহভাবে হাহারবে সমস্ত দেশ পরিপূরিত করে। কিন্তু কে তাহার বিনয় বাক্যে কর্ণপাত করে। তখনই সেই ভীষণ কিঙ্করগণ উদগ্রভাবে পাপীকে প্রতপ্ত ও প্রদগ্ধ করে। যতদিন ভগবান্ চন্দ্র সূর্য্য বিরাজিত থাকিবেন, যতদিন ধরণীতলস্থ মানবকুলের সাক্ষী ভাবে ইঁহারা গগনমার্গে অবস্থান করিবেন, ততদিন ইহাদের উদ্ধারের প্রত্যাশা কোথায়? ততদিন ইহাদের নিস্তার নাই। (২৪)

হে ঋষিগণ! দুর্দ্ধর নামে নরক জলৌকা ও বৃশ্চিক সমূহে পরিবৃত। যাহারা উৎকোচদ্বারা আপনাদের দীর্ঘোদর পরিপূরণ করিয়া থাকে, তাহারা অযুত বৎসর এখানে অবস্থিতি করে।

নরকো দুর্দ্ধরো নাম জলৌকাবৃশ্চিকাকুলঃ।
উৎকোচভক্ষিণস্তত্র তিষ্ঠন্তি বৎসরাযুতম্॥
যথা তে ভক্ষয়ন্তিস্ম পরকীয়প্রসাধনম্।
ত্যজন্তিস্ম শুভং ধর্ম্মং পাপোদরবিতৃপ্তয়ে॥
সহন্তে নিয়তং তস্মাৎ ভক্ষণপ্রতিভক্ষণম্।
জলৌকাভিস্তথাঘোরৈর্বৃশ্চিকৈর্ঘোরদর্শনৈঃ॥
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈ র্বিরূপাক্ষৈ রশেষচরণাবৃতৈঃ।
সূচীমুখৈঃসূক্ষ্মশৃঙ্গৈঃ সুদীর্ঘৈ র্ঘোরদংশনৈঃ॥

এবং যাহারা সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, ও পাপোদর পুষ্টির জন্য পরকীয় উপঢৌকন ভক্ষণ করে, তাহারা ভক্ষণ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিয়ত প্রতি-ভক্ষণ লাভ করে। অর্থাৎ যে উদরের জন্য তাহারা পার্থিব লীলায় উৎকোচ ভক্ষণ করিয়াছিল, এখন সেই উদরের অন্ত্র-সমূহ জলৌকাও বৃশ্চিক কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে। বৃশ্চিকবর্গ দেখিতে অতীব ভয়প্রদ। তাহাদের ঘোর দর্শনে অন্তরাত্মা ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। দশন পঁক্তি সন্দংশের ন্যায় কঠোর ও সুদীর্ঘ। অক্ষিসমূহ বিরূপ ও ভয়াবহ। চরণ অগণ্য, শৃঙ্গসমূহ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ সূচির ন্যায় ধারাল। স্পর্শমাত্রই মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত আহত করে। ইহাদের দংশন মাত্রই পাপীর কলেবর আপাদ মস্তক বিষপূর্ণ হইয়া উঠে, সর্ব্বাঙ্গ

দহ্যন্তে নিয়তং সর্ব্বে বিষব্যাপ্তকলেবরম্।
যান্তি বিবর্ণতাংতূর্ণংমলিনং পাংশুগুণ্ঠিতাঃ॥
রুদ্ধশ্বাসাঃ প্রকম্পাঙ্গাঃ বিসংজ্ঞাঃপতিতাভুবি।
হাহেতি মুহুর্জল্পন্তো নিলীয়ন্তে যতস্ততঃ॥
পৃথিব্যাং যানি পাপানি বর্ণিতানি যুগে যুগে।
তেষু প্রথম সংখ্যায়াংগণ্যতে যৎপুরাতনৈঃ॥
যেন লোকামোহংলব্ধাঃ ভবন্তি প্রিয়বস্তুতঃ॥
নিয়তং ধনতৃষ্ণার্ত্তাঃ প্রায়েণ প্রভুবঞ্চকাঃ।

দগ্ধ হইতে থাকে, মুখমণ্ডল একবারে বিবর্ণভাব অবলম্বন করিয়া শুষ্ক ও মলিন হয়। ধূলিরাশি গাত্র হইতে সমুদ্গত হইতে থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস একবারে রুদ্ধ হয়, অঙ্গ কম্পিত হইতে থাকে, তখন বিচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। তখন পুনরায় আবার চেতন প্রাপ্ত হইয়া, হাহারবে পর্য্যাকুল করতঃ যত্র তত্র বিলীন হয়। পৃথিবীতে যে সমস্ত পাপ সত্যাদি যুগভেদে অতীব গুরুতর বলিয়া চিরকাল বর্ণিত আছে, পুরাতন মহর্ষিগণ এই পাপকে তাহা-দিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, ইহা হইতেই লোকে নিদারুণ মোহজালে জড়িত হইয়া কতশত কুক্রি-য়ার বশবর্ত্তী হয়। প্রিয় বস্তু লাভের লালসারূপ প্রবল শিখা যখন অন্তঃকরণে প্রদীপিত করে, তখন আর ধর্ম্মাধর্ম্ম

চিত্তংক্ষুদ্রতমংনূনংতেষাংপাপবিহারিণাম্ ॥
যে কুর্ব্বন্তি ধনাদানৈঃ প্রভূনাং চিরবঞ্চনম্।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং বিত্তলোভেষু দুর্ম্মদাঃ ॥
নিয়তং বিভ্রমন্ত্যেব ধর্ম্মো গচ্ছতি দূরতঃ ॥
লোভঃ সহসা সংক্রম্য হৃদয়ং বিরুণদ্ধিবৈ।
সঙ্গেন তস্য বৈ যান্তি পাপং পরমদুর্ব্বশম্ ॥
পশ্চাদত্র প্রপীড্যন্তে যদা কর্কশকিঙ্করৈঃ।
স্মরন্তঃ স্বানি কর্ম্মাণি তপ্যন্তেঽত্র সুদারুণম্॥

২৫

কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। চিত্তবৃত্তি কেবল ধনেরই অনুসরণ করে, তখন প্রভুকে বঞ্চিত করিতেও পাপ-হৃদয় নিবৃত্ত হয় নাই। সেই সমস্ত পাপচারীদিগের হৃদয় নিশ্চয়ই নিতান্ত ক্ষুদ্রতম। যাহারা গোপনে বিত্ত গ্রহণ করিয়া প্রভুদিগকে চিরকাল বঞ্চনা করিয়াছে; যাহারা দুর্মদের বশবর্ত্তী হইয়া দেব, দ্বিজ অথবা নৃপাদিরও অর্থরাশি উদরসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ নয়, যাহারা কেবল ধন ধন করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে অবলোকন মাত্রই ধর্ম্ম দূরদেশে পলায়ন করিয়া থাকে। লোভ অতর্কিত ভাবে সদর্পে আবির্ভূত হইয়া হৃদয় অধিকার করে। এবং সেই লোভ সহচরের স্বরূপ নিয়ত অবস্থান করিয়া, কুপথে প্রবর্ত্তিত করতঃ কুকার্য্যের প্রশ্রয় প্রদান করে। এবং সেই দুর্বিগাঢ়

যত্র বজ্রমদ্যপীড়ো নরকো বজ্রনির্ম্মিতঃ।
নিয়তং তত্র পীড্যন্তে যে নরাঃ কূটসাক্ষিণঃ ॥
ব্যবহারগৃহং রম্যং ধর্ম্মশ্চরতি নিত্যশঃ।
যত্র বহুজনা নূনং সমীক্ষন্তে সমন্ততঃ ॥
তত্র নারায়ণঃ সাক্ষা দধিষ্ঠাতা ধ্রুবং ধ্রুবঃ।
কোঽপিনিগূহিতংশক্তোহৃদ্ভাবংতত্রপাপকৃৎ॥
সর্ব্বপ্রত্যক্ষদ্রষ্টাসৌ বাহ্যান্তরবিলোককঃ।
যতোতংকোঽতিবর্ত্তেত বিনাত্মঘাতিনংনরম্।

পাপে পরিপূর্ণ হইয়া যখন করাল যমদূত কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয়, তখন স্বকীয় কর্ম্ম অনুধ্যান করিয়া প্রবল পরিতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। (২৫)

এই খানে বজ্রমদ্য নামে বজ্রবিনির্ম্মিত নরক বিদ্যমান আছে। যে সমস্ত মানবেরা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে তাহারা সেই স্থানে নিয়ত পীড্যমান হইয়া থাকে। ব্যবহার নিকেতন ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়। সনাতন ধর্ম্ম যেখানে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন; যেখানে দশজন অবস্থিত, যে কর্ম্ম দশজনে প্রত্যক্ষ দর্শন করে, সেই খানে সনাতন ভগবান্ নারায়ণও বিদ্যমান আছেন। তিনিই সেই স্থানের অধিষ্ঠাতা। এমন কোনও পাপিষ্ঠ আলোকিত হয় নাই যে, সেই পরমাত্মা পরম পুরুষের নিকট হৃদয়ভাব গোপন করিতে পারে। কি বাহ্য,

মায়াং পরমপাপাঢ্য মবলম্ব্য সুদুর্ম্মতিঃ ।
জ্ঞানতো ভিন্নতাং ব্যক্তি রসনা যস্য নর্ত্তকী॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ যস্য নাস্তি প্রদর্শনে।
নেত্রাভ্যামপিযোঽন্ধোঽভূৎবিকারীবিপথঃকুহ্বং
জিহ্বাহ্বয়তি পাপানি হৃদয়ং চাধিদৈবতম্ ।
পাপঘোরপিশাচেন আক্রান্তাধিকৃতং চিরম্॥
তে খলু ন প্রমাদ্যন্তি ভজন্তে ঘোরকশ্মলম্ ।
আহন্যন্তেঽত্র বজ্রৈশ্চ শিতধারৈঃ সমন্ততঃ ।

কি অভ্যন্তর সমস্তই তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করিতেছেন। আত্মঘাতী মনুষ্য ব্যতিত কেহই তাঁহাকে অতিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নয়।

সুদুর্ম্মতি ভ্রান্তবুদ্ধি জীব, পরম পাপপূর্ণ কপটতা অবলম্বন করিয়া,জ্ঞান সত্বেও অন্যবিধ রূপে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। কপটতা যাহার একমাত্র আশ্রয়, চাতুরীর মাধুরীর জন্য যাহার চিত্ত চঞ্চল, যিনি অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কখন বিলোকন না করিয়াও অনায়াসে তদ্গত বিষয়ের প্রত্যক্ষ কর্ত্তা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, নেত্রদ্বয় বিদ্যমান থাকিতেও যে ব্যক্তি অন্ধ, যাহার হৃদয় সর্ব্বদা কুপথে প্রবৃত্ত এবং কুমন্ত্রণায় পরিপূরিত। যাহার পাপ রসনা নিয়ত পাপ আহ্বান করে, পাপই যাহার অন্তঃকরণের অধিদৈবত স্বরূপ, পাপরূপ দুরন্ত

যয়া রসনয়া পাপাঃ কূটবাক্যং বদন্তি বৈ।
ছদ্যতেশতধা সাতু বজ্রৈর্ঘোরতরৈঃশিতৈঃ ॥
হৃদয়ং ভিদ্যতে তেষাং বহুধা বহুশোণিতম্ ।
পূয়রক্তৌঘসংস্রাবি কৃত্যতে মেদমাংসকম্॥
অয়োময়ঃ প্রজ্জলিতো মঞ্জুষনরকঃস্মৃতঃ ।
নিক্ষিপ্তা স্তত্র দহ্যন্তে দানগ্রাহরতাশ্চ যে ।
যদ্দত্তং বিধিনা যেন সিদ্ধং তদ্ বিধিচোদনাৎ।
পুনরাত্তিঃ পুনস্তস্য প্রদত্তগ্রহণং কুতঃ ॥

পিশাচ যাহার যাবতীয় মনোবৃত্তিকে সমাচ্ছন্ন ও আক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। কখনও সৎপথে প্রবর্ত্তিত হইতে যাহাদের অণুমাত্র বাসনা নাই। ঘোর কশ্মল যাহাদের একমাত্র শান্তিকারক। সেই সমস্ত নারকী নরপিশাচবর্গ তীক্ষ্ণ ধার বজ্রকর্ত্তৃক এখানে আহন্যমান হইয়া থাকে। তাহারা যে পাপরসনায় কূটবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয়দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়, অজস্র অসৃক্ সমুচ্ছয় প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। সপূয় রক্তপ্রবাহ মেদ ও মাংসের সহিত দেহ হইতে অপনীত হইয়া থাকে॥

অয়োময় নামে বিস্তৃত নরক নিয়ত অগ্নিসন্তাপে প্রজ্জলিত আছে। যাহারা দান করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে অন্ধ হইয়া পুনরাদান করিয়া থাকে, সেই সমস্ত পাপিমণ্ডল সেখানে

যে তু বাক্যাপহর্ত্তারো ধর্ম্মচৌরা ভবন্তি তে।
আত্মচৌরাশ্চতে সর্ব্বে প্রমাদ্যন্তি পদেপদে ॥
যদ্দত্তং বাক্যতো লোকৈঃ স্বত্বংতস্যবিলুম্পতি।
গ্রহণং চ বলাৎকৃত্য পরস্বাপহরৈঃ সমম্ ॥
চৌরকা বঞ্চকা ধূর্ত্তা মিথ্যাবাদপরায়ণাঃ।
অব্যবস্থিতচিত্তাশ্চ মদ্যপাঃ কূটসাক্ষিণঃ ॥
নিক্ষেপস্যাপহর্ত্তারঃ প্রগল্‌ভাচরিতব্রতাঃ।
ঈর্ষিণঃ সূত্রিণশ্চাপি বেদবিক্রয়জীবিনঃ ॥

নিক্ষিপ্ত হইয়া তীব্র অনলে পরিদগ্ধ হয়। বিধিপূর্ব্বক দান ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। একবার দান করিলে তাহাতে দাতার আর অণুমাত্র স্বত্ব থাকে না, সমূহ স্বত্ব গৃহিতার উপর গমন করিয়া থাকে। সুতরাং দানের পুন গ্রহণ কখনও সম্ভব নয়।

যাহারা বাক্যের অপহার করিয়া থাকে তাহারা ধর্ম্মচোর অথবা তাহারা আত্মচোর বলিয়া অভিহিত হয়, এবং পদে পদে প্রমাদে পতিত হইয়া নিদারুণ ক্লেশ উপ ভোগ করিয়া থাকে, দত্ত বস্তুর পুনরায় গ্রহণ করা পরস্ব অপহরণের সম্পূর্ণ তুল্য। যাহাদের প্রকৃতি চৌর্য্যকার্য্যে আসক্ত, যাহারা বহুতরধূর্ত্ত ও মিথ্যাবাদে একান্ত আসক্ত, যাহাদের চিত্ত অব্যবস্থিত, যাহারা মদ্যপায়ী এবং কূটসাক্ষ্য প্রদান

স্ত্রীজিতা বিষমা ভ্রষ্টাঃ কামাচাররতাশ্চ যে।
দণ্ডস্য চাপহর্ত্তারঃ সর্ব্বে তুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
এষাং পূর্ব্বকৃতং পাপং ন জাতু পরিশুধ্যতি।
তস্মাৎ সর্ব্বে প্রদহ্যন্তে তপ্তে লৌহময়ে হ্রদে ॥
অগাধে ভৃশ মুত্তপ্তে দীপ্তসূর্য্যসমপ্রভে।
বিদ্যুদ্‌বিদ্যোতিতে ঘোরে জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরে।
পাপিসংঘাত বহুলে আর্ত্তনাদসমাবৃতে।
শকুনাদিপরিব্যাপ্তে গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুলে। ২৭

করিয়া থাকে, যাহারা গচ্ছিত দ্রব্যের অপহরণ করিয়া শঠতা পূর্ব্বক অপরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, যাহাদের অন্তঃকরণে প্রগল্‌ভ ঈর্ষা নিয়ত জাজল্যমান্, যাহারা দীর্ঘসূত্রী বেদবিক্রয় করিয়া যাহারা জীবন ধারণ করে। যাহারা স্ত্রী জিত, বিষম ও ভ্রষ্ট--, কামাচারে যাহারা একান্তরত, এবং যাহারা দত্তবস্তুর পুনরায় অপহরণ করিয়া থাকে, ইহারা সকলেই তুল্য পাপী। ইহাদের পূর্ব্বকৃতপাপ কখনও পরিশোধিত হয় নাই। ইহারা অনন্ত কাল এই লৌহময় সুতপ্ত হ্রদে বিদগ্ধ হয়। ইহার আকার অতীব ভীষণ।

প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় ধক্ ধক্ করিতেছে। বিদ্যুতের আভার ন্যায় ভয়ঙ্করী ও নেত্রবিমোহিনী করালা আভা নিয়ত সমুদ্গত হইয়া, চতুর্দ্দিক ক্ষণে ক্ষণে উদ্দীপিত করিতেছে। পাপী

নরকঃকালসূত্রেতি বজ্রসূত্রবিকর্ত্তনঃ ।
ভ্রমন্ত স্তত্র ছিদ্যন্তে পরশস্যোপলুম্পকাঃ ॥
যেন জীবন্তি বৈ লোকা লক্ষ্মী র্যত্রপ্রতিষ্ঠিতা ।
যদন্নংদুর্লভংলোকে প্রাণসংস্থানকারণম্ ॥
তদ্ যে দ্বেষাদ্ বিলুম্পন্তি পাপিন স্তে নরাধমাঃ ।
শস্যাপহরণাৎপাপাৎ প্রাণাপহরণংধ্রুবম্ ॥
পাপৈ স্তে দহ্যমানাস্তু নরকেঽত্রমহাপ্লবে ।
বজ্রসূত্রৈ শ্চ কৃন্ত্যন্তে কর্ত্তনাৎতু বিকর্ত্তনঃ ॥ ২৮

সমূহ এই খানে ভয়াবহ আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। গৃধ্র গোমায়ু ও অপরাপর পিশিতাশী বিহগকুল মাংস লোভে এখানে নিয়ত পরিভ্রমণ করে॥ ২৭

কাল সূত্র নামে নরক অতীব ভয়াবহ। বজ্রসূত্র নিশিত ধারে সেখানে কর্ত্তনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। যাহারা অপরের জীবনাধার শস্যের ধ্বংস কার্য্য করে, তাহারা তীক্ষ্ণ-ধার কুলিশসূত্রে ছিদ্যমান হয়। যাহাদ্বারা জীবগণ প্রাণ ধারণ করে, স্বয়ং লক্ষ্মী যেখানে প্রতিষ্ঠিতা আছেন, জগতে যে পরমদুর্লভ অন্ন প্রাণরক্ষণের একমাত্র নিদান; তাদৃশ প্রাণরক্ষণ অন্নের যাহারা বিলোপকার্য্য সম্পন্ন করে, তাহারা নিতান্ত নরাধম ও ঘোরপাতকী। শস্যের অপহরণ পাপ,

নরকঃকশ্মলো নাম শ্লেষ্মরাশিসমুদ্গতঃ ।
তত্রসংক্ষিপ্যতে কল্পং সদামাংসরুচির্নরঃ ॥
বৈধহিংসৈবহিংসাস্যাৎশাস্ত্রোক্তদোষবর্জ্জিতা ।
পূজাদৌ বলিসন্দানে নর স্তত্র ন দোষভাক্ ॥
বৈষ্ণবী বলিরূপা চ দেবী ভগবতী স্বয়ম্ ।
প্রীতয়ে পশুহিংসাএ বৈধহিংসা প্রণীয়তে ॥
অশ্বমেধাদিযজ্ঞেষু পশ্বাহুতিবিধিঃ স্মৃতঃ ।
কর্ত্তারো নানুশোচন্তি ন পাপৈঃ সংবৃতা ক্বচৎ ॥

ধর্ম্মতঃ প্রাণাপহরণের সর্ব্বতোভাবে তুল্য। সুতরাং এই সুঘোর কিল্বিষের বশবর্ত্তী হইয়া মহাপাতকিমণ্ডল এই মহাপ্লবময় নরক হ্রদে নিপতিত হইয়া নিকৃত্ত কলেবর হইয়া থাকে। তাহারা কর্ত্তনের উপযুক্ত দণ্ডস্বরূপ, পুনরায় পরলোকেও কর্ত্তন যন্ত্রণা সহ্য করে। (২৮)

কশ্মল নামে নরক আরও ভয়ানক। শ্লেষ্মরাশি সেখানে অবিরত উদ্গীর্ণ হইতেছে। যাহারা নিয়ত মাংসপ্রয়াসী, মাংস ভোজনই যাহাদের চির অভ্যাস, তাহারা আকল্প এই নরকে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সমস্ত বৈধ হিংসা প্রদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে হিংসাকারীর অপরাধ সম্ভবিত হইতে পারে না। পূজাদি কার্যে যাহারা পশু প্রভৃতি উৎসৃজন করে, তাহারা তজ্জন্য দোষ ভাক্ নয়। দেবী

শ্রাদ্ধেষু পিতৃলোকানা মষ্টকাসু বিশেষতঃ।
কুলাচারবিধিং স্মৃত্বা পশুহিংসাতু বৈধসী ॥
এতদন্যত্র স্বপ্রীত্যৈ প্রীতয়ে চোদরস্য চ।
পশূনাংহননং যৎস্যাৎতন্মহাপাতকং স্মৃতম্॥
তৎকুর্ব্বন্তোনরানিত্যংবমন্তঃ শ্লেষ্মসন্ততিম্।
পচ্যন্তেঽএহ্রদে ঘোরে নিয়তংপিশিতাশনাঃ॥
তেষাংমাংসানি গৃধ্রাশ্চ শকুনা দুর্মদাঃখগাঃ।
উড্ডয়ন্তোভিসংঘ্নন্তি ভক্ষয়ন্তি যথারুচি ॥

ভগবতী পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে বৈষ্ণবী ও বলিরূপা বলিয়া প্রথিত আছেন, যাহারা সাত্বিক ভাব অবলম্বন করিয়া মহামায়ার আরাধনা করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবীমূর্ত্তিই অনুধ্যান করেন অন্যত্র তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বীরভাবাদির বিষয় বিশেষরূপ বিবৃত আছে। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত হিংসা হিংসা বলিয়া পরিগণিত নয়। দেবীর প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত পশু হিংসা বৈধ হিংসা বলিয়া পরিগণিত। অশ্বমেধাদি যজ্ঞকার্যে পশুকুলের আহুতিপ্রদান শাস্ত্রসঙ্গত। সুতরাং মখাদিতে পশুহিংসা যাহারা আচরণ করে, তাহারা তজ্জন্য অনুশোচন অথবা পাপভার বহন করে নাই। পিতৃলোকদিগের অষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধবাসরে মাংস দানের বিধি শাস্ত্রে প্রপঞ্চীকৃত আছে, সুতরাং যাহারা কুলাচার বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া

ওষ্ঠাগ্রৈশ্চ বিচিন্বন্তি শিতধারৈ র্ভয়ানকৈঃ।
পাপিনো ঘোরসংরাবৈ র্নাদয়ন্তি দিশোদশ ॥ ২৯
নরকশ্চোগ্রসংজ্ঞোহি নানামূত্রপুরীষণঃ।
ক্ষিপ্যতে তত্র নরকে পিতৃপিণ্ডাপ্রযচ্ছকঃ ॥
শাস্ত্রশৌর্য্যাদিরহিত স্তপোদানবিবর্জিতঃ।
আচারহীনঃ পুত্রস্তুমূত্রোচ্চারসম স্তসঃ ॥
পুত্রার্থংক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনং।
পিণ্ডদো হি সুতঃপুত্রঃযেনবংশো বিতন্যতে॥

মাংসাদিদ্বারা পিতৃলোকের পরমা প্রীতি সম্পাদন করে, তাহারা তজ্জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কখনও অপরাধী নহে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত যাহারা কেবল নিজের আনন্দ বর্দ্ধন ও স্বীয় উদরের পরিতৃপ্তি সাধন জন্য, দীনপশুদিগকে হিংসা করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে, সেই সমস্ত নররাক্ষসরূপী নরাধমবর্গ নিশ্চয়ই মহাপাতকী। ইহারা কশ্মল নরকে পতিত হইয়া নিয়ত শ্লেষ্মরাশি উদ্গমন করিতে থাকে। মাংসভক্ষণ জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই ঘোর হ্রদে পচ্যমান হয়। গৃধ্র, শকুন ও দুর্ম্মদ বিহগগণ তাহাদের মাংস লোলুপ হইয়া ইতস্ততঃ উড্ডয়ন করতঃ তীক্ষ্ণ চঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা পাপিদিগের গাত্র হইতে মাংস আহরণ করতঃ সেচ্ছানুসারে ভক্ষণ করে। পাপিকুল আকুলচিত্তে ঘোরতর চিৎকার রবে দশ দিক্ নিনাদিত করিতে থাকে। (২৯)

পিতর শ্চাভিবাঞ্ছন্তি তর্পণাঞ্জলিকাঙ্ক্ষয়া।
বংশেপুত্রংধর্ম্মবন্তং পিতৃশ্রাদ্ধপরায়ণম্॥
অহিংসানিরতংশান্তং দান্তংদম্ভবিবর্জ্জিতং।
দেবদ্বিজাদিনিরতম্ বাহ্যান্তরবিশোধিতম্॥
কুলদীপ্তংকুলৈশ্বর্যং কুমারংকুলগৌরবম্।
অন্যথাতৎকুলংনূনং ভ্রশ্যতে চ কুপুত্রতঃ॥
পুত্রদোষাচ্চ পিতরো ভুঞ্জতে নরকংধ্রুবম্।।
অতো যেনাভিযচ্ছন্তিপিত্রেপিণ্ডোদকক্রিয়াম্॥

উগ্র নামে নরক অনন্ত ও সুবিষম, মূত্র পুরীষে পরিপূর্ণ যে নরাধম পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করে নাই, সেই হতভাগ্য এই দুর্গন্ধময় নরকে নিঃক্ষিপ্ত হয়। যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্বান্ ধার্ম্মিক শূর তপস্বী দানশীল অথবা সদাচার সম্পন্ন আজ্ঞাকারী না হয়, সে পুত্র পিতার মূত্রও পুরীষতুল্য তদ্দ্বারা অনুমাত্র প্রয়োজন সংসিদ্ধ হয় নাই। এতাদৃশ পুত্রের উৎপত্তি কেবল বিড়ম্বনামাত্র।

পুত্রের জন্যই লোকে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করে, পুত্র হইতে পিণ্ডপ্রাপ্তিই পিতার প্রধান উদ্দেশ্য। যে পুত্র পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদান করে সেই পুত্রই পুত্রপদ বাচ্য, যেহেতু তাহাদ্বারা বংশ পরিবর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্ব-পুরুষগণ তর্পণাঞ্জলি কামনা করিয়া, নিয়ত এই আশা করিয়া থাকেন।

পতিতা স্তে সুতা ধর্ম্মাৎ নৃশংসা নীচমূর্ত্তয়ঃ।
তেষাংসংশোধনার্থংবৈ নরকো মলমণ্ডিতঃ।
মূত্রৈর্দুর্গন্ধিত শ্চোগ্রঃ কৃমিদুষ্টঃপ্রকল্পিতঃ॥ ৩০

যে মদীয় বংশে ধর্ম্মপরায়ণ, পিতৃশ্রাদ্ধনিরত, অহিংসাসক্ত, শান্ত দান্ত, দম্ভাদি দোষশূন্য, দেব ও ভূদেবকুলের সমারাধন-তৎপর, বাহ্যান্তরশুদ্ধ, কুলদীপক, কুলের ঐশ্বর্য্যভূত, কুলগৌরব সুকুমার কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের সদ্‌গুণে পিতৃবংশ উজ্জ্বল করুক। এবং যে বংশ এতাদৃশ সুসন্তান কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হয় সেই বংশই ধন্য। কিন্তু ইহার বৈপরীত্যে যদি কুসন্তান প্রসূত হয়, তাহা হইলে সেই কুসন্তানের অপকার্য্যে বংশ সমূহ দূষিত ও অধঃপতিত হইয়া থাকে। নিয়ত পাপরূপ দুরন্ত অনলের পরম পরিতাপে সেই বংশ দহ্যমান হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। নির্দোষ ও চিরবিশুদ্ধ পিতৃগণও সেই দুরাত্মার পাপে দুরত্যয় নরকযন্ত্রণা উপভোগ করে। অত-এব এই জগতে পিতৃলোকদিগের সন্তোষ ও অসন্তোষ, সুখ ও দুঃখ অধিকাংশ পুত্রের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব যে সমূহ হতভাগ্য নরাধম তনয়, পিতার পিণ্ডোদক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন না করে, তাহারা ধর্ম্ম হইতে পতিত, নৃশংস, নীচমূর্ত্তি, এবং তাহাদের বৃত্তিও নিতান্ত অধম। পিতৃলোক প্রসন্ন হইলে দেবতাও

অপ্রতিষ্ঠেতি নরকঃ পূয়মূত্রপুরীষকঃ।
অধোমুখঃপতেৎতত্র স্মৃতিবেদবিনিন্দকঃ॥
বিশুদ্ধাবেদা শ্চত্বারো ব্রহ্মবক্ত্রবিনির্গতাঃ।
শাশ্বতাঃবিধিকর্ত্তারঃ মনুজানাংচ রক্ষকাঃ॥
পার্থিবস্যোপকারায় বিষ্ণুনাপ্রভবিষ্ণুনা।
শৌকরংবপুরাস্থায় চোদ্ধৃতা যজ্ঞকর্ম্মণে॥
যৈশ্চ দেবাঃপ্রসীদান্তি মুনয়স্তুল্যদর্শনাঃ।
নরা মুক্তিংপ্রপদ্যন্তে কার্য্যাকার্যংবিদন্তিবৈ॥

প্রসন্ন হন। অতএব এতাদৃশ কুসন্তানদিগের বিশোধন জন্য, মলরাশিমণ্ডিত মূত্রদুর্গন্ধিত কৃমিকুলনাদিত এই উগ্র নরক কল্পিত হইয়াছে॥ ৩০

অপ্রতিষ্ঠা নামে নরক পূয় মূত্র পুরীষ রাশিতে পরিপূর্ণ। যে পাপচারী স্মৃতি ও বেদাদির নিন্দা করিয়া থাকে, সেই হতভাগ্য অধোমুখে এখানে পতিত হয়। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চতুর্বিধ বেদ, অনন্ত কাল হইতে শাশ্বত অর্থাৎ নিত্যব্রহ্ম রূপে আবির্ভূত আছে। ভগবান, কমলযোনি ইহার অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব আলোকদ্বারা জগতীতল আলোকিত করিবার নিমিত্ত, নিজকণ্ঠ হইতে বহির্গত করেন। এই চতুর্বেদই মানবকুলের বিধিনিয়ামক ও রক্ষকরূপে প্রজাপতি কর্ত্তৃক বিনির্দ্দিষ্ট আছে। সর্ব্বশক্তিমান, ভগবান্

অন্ধকারে যথা দীপাঃ দর্শয়ন্তি পৃথক পৃথক্।
তথা বেদা স্তমিস্রান্ধে সতাংমার্গপ্রদর্শকাঃ॥
স্মৃতয়স্তু তথা লোকে বেদপদ্ধতি মাস্থিতাঃ।
বেদানাং সারসন্দর্ভং গায়ন্তি ধায়ন্তি বৈ॥
এতেষাং নিন্দকা যে চ ঘোরাস্তে ঘোরমূর্ত্তয়ঃ।
পাষণ্ডা নীচজাতা স্তে চণ্ডালা নীচবৃত্তয়ঃ॥
তে পাত্যন্তে মহাঘোরে নিরয়েঽত্র ভয়ানকে।
মূত্রপুরীষদুর্গন্ধে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ৩১

নারায়ণ শৌকরী তনুপরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর হিতসাধনের নিমিত্ত, এবং ক্রতু প্রভৃতি কার্য্যকলাপের পরিবর্দ্ধন জন্য, মহাসমুদ্র হইতে ইহাদের উদ্ধার কার্য্য সম্পাদন করেন। এই বেদোক্ত ক্রিয়াজাত ও স্তুতিসমূহ দ্বারা বৃন্দারকবৃন্দ এবং তুল্যদর্শী মহর্ষিমণ্ডল পরমপবিত্র প্রসাদভাব ধারণ করিয়া থাকেন। মানবগণ বেদবলেই মুক্তি লাভ করেন, ও ইহাঁদের প্রভাবেই মানবমণ্ডলীর কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞাত হন। দীপসমূহ যেমন ঘোর তমিস্রাপূর্ণ প্রদেশে পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক বস্তুর উপলব্ধি করে, বেদও অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন কর্ম্মপথে মানবকুলের সৎপথপ্রদর্শক। স্মৃতি সমূহও বেদের চিরবিশুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেদীপ্যমান আছে। ইহারা বেদের সারসন্দর্ভই গান ও ধারণ করিয়া থাকে।

নরকঃ পরিলুম্পাখ্যঃ গৃধ্রশ্বাদিবৃকাকুলঃ।
ভুজ্যন্তে তত্র পাপানি বালবৃদ্ধধনাপহাঃ॥
অনন্যগতয়ো যে চ সর্ব্বেষাং শরণংগতাঃ।
স্বাহার্য্যাহরণেঽশক্তাঃ পরকণ্ঠোপজীবিনঃ॥
তেষাং প্রমাদমগ্নানাং যে চ বিত্তং হরন্তি বৈ।
তে তেষাং জীবনং ঘ্নন্তি সত্যমেতৎ ন সংশয়ঃ॥

যাহারা ইহাদের নিন্দা করিয়া থাকে তাহারা নিতান্ত ঘোর ও ঘোর মূর্ত্তি। তাহাদের প্রকৃতি চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচতর। তাহারা নীচজাত ও নিতান্ত পাষণ্ড। পরলোকে কদাপি তাহাদের নিস্তার নাই। সেই সমস্ত বেদনিন্দক ভ্রান্ত পশু সদৃশ পাপিমণ্ডল এই সুগহন ভয়াবহ মূত্রপুরীষবিকৃত দুর্গন্ধ নরকে চন্দ্রসূর্য্যের আবির্ভাব কালপর্য্যন্ত, অনন্তকাল অনন্ত যন্ত্রণা উপভোগ করে। (৩১)

পরিলুম্প নামে নরক, গৃধ্র, কুক্কুর ও দ্বীপিপ্রভৃতি যাবতীয় হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। যাহারা বালক অথবা সহায়হীন বৃদ্ধলোকের ধন অপহরণ করে, তাহারা এইখানে পূর্ব্বকৃত পাপ উপভোগ করিয়া থাকে। যাহাদের আর গত্যন্তর নাই, যাহারা সকলেরই একমাত্র শরণাগত, স্বকীয় আহার্য্য আহরণে যাহারা নিতান্ত অশক্ত, এবং পরের গলগ্রহ হইয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে সমস্ত পিশাচরূপী মানবমণ্ডল প্রমাদগ্রস্ত, সেই সমস্ত লোকের বিত্ত হরণ করিয়া থাকে, তাহারা

পতন্তি তেন পাপেন নিরয়েঽত্র সুদারুণে।
ভুঞ্জতে চ মহামাংসং জবনা হিংস্রজন্তবঃ॥
যৎপ্রমাণংহৃতংবিত্তংতৎপ্রমাণংপৃথক্‌পৃথক্।
আচ্ছিদ্যামিষ মেতেষাং হরন্তি শ্বব্রকাদয়ঃ॥
নৃত্যন্ত্যবিরতংঘোরংলোলজিহ্বাঃসুদারুণম্॥ ৩২
নরকস্তু করালাখ্যঃ করালপ্রেতসঙ্কুলঃ।
রাক্ষসৈ র্ভক্ষ্যতে তত্র ব্রাহ্মণস্যোপপীড়কঃ॥

নিশ্চয়ই তাহাদের জীবনহত্যা সম্পাদন করে। এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। পাপিগণ এই পাপের বশবর্ত্তী হইয়া এই নিদারুণ নরকে পতিত হয়, এবং বেগশালী হিংস্র জন্তুগণ তাহাদের মহামাংস ভক্ষণ করে। তাহারা যে পরিমাণে, যে লোকের যেরূপ, বিত্ত অপহরণ করে, সারমেয় ও বৃক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাও সেই পরিমাণে, পৃথক্ পৃথক্ তাহাদের গাত্র হইতে আমিষ আহরণ করে। ইহারা পাপিকুলের মাংস ভক্ষণ করিয়া, রক্তদন্ত ও রক্তমুখ হইয়া লোলরসনা বিস্তৃত করতঃ দারুণ নৃত্য করিয়া সুগভীর চীৎকার রবে উল্লম্ফন করিতে থাকে। (৩২)

করাল নামে নরক, করাল ভূতপ্রেতাদিদ্বারা সমাক্রান্ত। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের উৎপীড়ন করে, সেই নরাধম পিশিতাশী রাক্ষস কর্ত্তৃক এখানে ভক্ষিত হয়। ভূসুরবর্গ সুরবৃন্দের

ভূসুরঃ সুরতুল্যশ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
যৎপদং পরয়া ভক্ত্যা বিষ্ণুর্ধারয়তে স্বয়ম্॥
ভিষজামপি দুঃসাধ্যো রোগো যস্মাদ্বিলীয়তে।
যৎপাদরজসাব্যাপ্তঃ পাতকৈশ্চ বিমুচ্যতে॥
রজো হরতি পাপানি প্রযচ্ছতি শুভানি চ।
বংশং বর্দ্ধয়তে নিত্যং নৈরুজ্যং চ পদে পদে॥
তেষাংমাহাত্ম্যপূর্ণানাংদ্বিজনাংচোপপীড়কাঃ।
বৃথামাংসধরাঃ কস্মাৎ ক্রব্যাদামিষতাং ন হি॥

সমতুল্য, চতুর্বিধ বর্ণের ইহাঁরাই প্রধানতম গুরু। অধিক কি, স্বয়ং কমলাপতিও পরমভক্তি সহকারে, ইঁহাদের চরণ ধারণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের প্রসাদবলে বৈদ্যকুলের দুঃসাধ্য রোগও প্রশমিত হয়। দেবগণ যে সমস্ত রোগীর প্রতি বিমুখ, তাহারাও ইহাঁদের পবিত্র চরণরেণু প্রসাদে বিমুক্ত হইয়া থাকে। যাহাদের কলেবর বিপ্রকুলের চরণধূলি-দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তাহারা পাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহাঁদের পদধূলি কল্মষরাশি বিনাশিত করে, যাবতীয় মঙ্গল প্রসব করিয়া থাকে, বংশ প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হয়, নীরোগতা পদে পদে পর্য্যালোকিত হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ-গণ এতাদৃশ মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ, যাহারা গর্ব্বভরে তাহাদের উৎপীড়ন করে, তাহারা এই জগতে বৃথা মাংসময় দুর্ব্বহ

লাক্ষাপ্রজ্বলিতো ঘোরো নরকস্তু বিলেপনঃ।
নিমগ্না স্তত্র দহ্যন্তে মদ্যপা যে দ্বিজোত্তমাঃ॥
যস্য পানেন সংমত্তা ব্রজন্ত্যুৎপথ মুৎকটম্।
গুরুনিন্দা গুরুদ্রোহো গুরুগর্ব্বঃ প্রজায়তে॥
কুসংসর্গঃ কুকার্য্যং চ কুনীতিঃ কুকথোদয়ঃ॥
কুলোকৈশ্চাপি বন্ধুত্বং কজল্পঃ কুফলাগমঃ॥

দেহ ধারণ করিয়া থাকে, তাহারা কি জন্যই না ক্রব্যাদ কুলের আমিষতা প্রাপ্ত হইবে।

বিলেপন নামে নরক, লাক্ষারসে প্রজ্বলিত হইয়া অনবরত ধূ ধূ করিতেছে। যে দ্বিজবর্গ সুরাপান করে, তাহারা এই দুর্বিগাঢ় নরকে নিমগ্ন হইয়া দগ্ধীভূত হয়। যে দুরন্ত জন সমূহ সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া উৎপথে পরিভ্রমণ করে, গুরু নিন্দা গুরুদ্রোহ ও দুরত্যয় গর্ব্ব যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, কুসংসর্গ, কুকার্য্য, কুনীতি, কুবাক্যপ্রয়োগ, কুলোকের সহিত বন্ধুতা, কুকথার প্রজল্পনা ও কুফলাগম যাহা হইতে প্রতিদিন সমুদ্ভূত হইয়া থাকে; অকালমৃত্যু, আকালিক রোগ যে সুরাপানের নিত্য ফল, চৌর্য্য, নাস্তিকতা ও ধর্ম্মলোপ যাহার প্রতিনিয়তই অনুগামী, যাহার দ্বারা মত্ততার বশবর্ত্তী হইলে অগম্যাগমন ও দুরত্যয় মোহগর্ত্ত পর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়া উঠে, এতাদৃশ অমঙ্গলজনক সর্ব্বদোষাকর মদ্যপান হইতে যে নর বহিষ্কৃত আছে,—সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রেয়ঃ তাহাকে

অকালে মরণং রোগঃ ফলং যস্য বিলোক্যতে।
স্তেয়ো নাস্তিকতা চৈব ধর্ম্মলোপঃ পদে পদে॥
অগম্যাগমনং যস্মাৎ মোহগর্ত্তো দুরত্যয়ঃ।
তৎ পরিত্যজতো জন্তোঃ শ্রেয়ঃ পরমমঙ্গলম্॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ো গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
তৎ সংসর্গে চ নিষ্ঠা বৈ মহাপাতকপঞ্চকম্॥
এতেষাং ন হি দণ্ডোঽস্তি যেন শুধ্যন্তি মানবাঃ॥
৩৪ তস্মাৎঘোরেঽ ত্রদহ্যন্তে যাবৎকল্পত্রয়ং স্থিতম্॥

অনুসরণ করিয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরু-পত্নীসমাগম ও এই সমস্ত পাপলিপ্ত মনুষ্যের সহিত সংসর্গ পঞ্চ মহাপাতক বলিয়া শাস্ত্রে প্রথিত আছে। সুতরাং যম-লোকে এতাদৃশ পরুষদণ্ড নাই, যাহাতে এই সমস্ত পুরুষেরা বিশোধিত হয়। এইজন্য এই ঘোর নরকে কল্পত্রয় পর্য্যন্ত অগ্নিরাশিতে দহ্যমান হইয়া থাকে। (৩৪)

মদ্যপ্রেতেতি নরকো দীপ্তশূলসমন্বিতঃ।
তত্র শূলেন ভিদ্যন্তে পতিভার্য্যোপভেদিনঃ॥
আত্মনা সৃজ্যতে চাত্মা আত্মাত্মানং নিযচ্ছতি।
আত্মনোর্ন ভিদা কাচিৎ কার্য্যাকার্য্যে সমাত্মতা॥
তত্রাতিচারো যস্য স্যাৎ যৈশ্চ ভেদঃ প্রকল্প্যতে।
তে নরাঃ পাপিনো দুষ্টাস্তেষামত্র বিশোধনম্॥ ৩৫
নরকশ্চ মহাঘোরঃ জ্বলন্তী চায়সী শিলা।
তয়া চাক্রম্যতে পাপঃ পরদারোপসেবকঃ॥

একতা ধারণ করতঃ সমাত্মতা প্রকাশ করে। এরূপ স্থলে যাহারা কৌশল অথবা কূটতা অবলম্বন করিয়া ইহাদের আত্মদ্বয়ের দ্বৈধভাব উপকল্পিত করে, সেই সমস্ত দূষণীয় মানবেরা নিশ্চয়ই ঘোর পাতকী, এই খানে তাহাদের বিশোধন হইয়া থাকে॥ (৩৫)

মহাঘোর নামে ঐ যে নরক অবলোকিত হইতেছে, ঐ স্থলে লৌহময়ী শিলা অনলতাপে সন্তাপিত হইয়া ঘোর রক্ত বর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে পাপিষ্ঠ পরপত্নীর উপর আসক্ত, তাহাকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া যমকিঙ্করগণ ঐ সুতপ্ত শিলায় আক্রমিত করে। অবলা প্রমদাগণকে বল পূর্ব্বক বিদ্রোহিত করা অতীব ভয়ানক পাপকার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। অতএব সর্ব্ব-

অবলানাং বলাদ্ দ্রোহঃ কীর্ত্ততে কল্মষো মহান্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নিযচ্ছেদিন্দ্রিয়াণি চ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ পুণ্যঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ সুখী।
জিতেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ নূনং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
পতির্বা কামিনী বাপি স্বস্মিন্নেব প্রসীদতি।
তস্মাদ্ ব্যভিচরেদ্ যস্তু তস্য দণ্ডোঽতিভীষণঃ ॥
নরকঃ শাল্মলাখ্যস্তু প্রদীপ্তদৃঢ়কণ্টকঃ।
তমালিঙ্গতি দুঃখার্ত্তা নারী বহুলসংক্রমা ॥

প্রযত্নে স্বীয় ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করাই মানবমণ্ডলীর সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় তিনিই পরম পবিত্র ও পরম পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র মাননীয়। জিতেন্দ্রিয় মহোদয় ব্যক্তি পরলোকে অক্ষয় স্বর্গে পূজ্যমান হইয়া থাকেন। কি পতি কি কামিনী নিজ নিজ প্রিয়া অথবা বল্লভের উপরই প্রসন্ন হইয়া প্রমুদিত মানসে জীবন যাপন করা বিধেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হয়, তাঁহার দণ্ডও অতীব ভয়াবহ ॥ (৩৬)

শাল্মল নামে নরক প্রজ্বলিত কঠোর কণ্টকে পরিপূর্ণ। যে কামিনী কামমদে মত্ত হইয়া বহুপুরুষে সংক্রমিত হইয়া থাকে সেই হতভাগ্যা দুঃখার্ত্তা হইয়া উক্ত নরক

তপ্তং লৌহময়ং ঘোরং পুরুষং বিকটাকৃতিম্।
জ্বলন্তং গ্রাহয়ন্ত্যেনাং পাপিনীং যমকিঙ্করাঃ ॥
কেশাস্তস্যা বিলুপ্যন্তে শস্ত্রেণ নিশিতেন বৈ।
জ্বলদ্বহ্নিকণাশ্চৈব দীয়ন্তেঽস্যাঃ সমন্ততঃ ॥
তপ্ততৈলেন মার্জ্যন্তে গাত্রাণি ভূষণানি চ।
ভুঙ্‌ক্তে পূর্ব্বকৃতং পাপং কাতরা ব্যভিচারিণী ॥
যে বদন্তি মদাদ্ বাক্যং পরমর্ম্মবিকৃন্তনম্।
জিহ্বা চোদ্ধ্রিয়তে তেষাং সুভৃশং যমকিঙ্করৈঃ ॥

আলিঙ্গন করে। সেখানে লৌহময় বিষমাকৃতি প্রজ্বলিত ও সুতপ্ত শালমলীবৃক্ষাকৃতি পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে, কালরূপী কালকিঙ্করেরা এই পাপিনীকে সেই তপ্ত পুরুষে আলিঙ্গিত করায়। নিশিত শস্ত্র দ্বারা তাহার কেশগুচ্ছ বিলোপিত করিয়া সুকেশীর বিশ্রীকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকেই জ্বলন্ত বহ্নিকণা নিঃক্ষিপ্ত হয়, গাত্র ও অলঙ্কার সমূহ তপ্ত তৈল দ্বারা পরিমার্জ্জিত হয়। তখন ব্যভিচারিণী কামিনী কাতর ভাবে পূর্ব্বকৃত কলুষরাশি অনুধ্যান করিয়া নিদারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করে ॥ (৩৭)

(এই নরকের নাম জিহ্বাকর্ত্তন) যাহারা স্বকীয় গর্ব্বমদে প্রমত্ত হইয়া পাপরসনায় পরমর্ম্মঘাতিনী দারুণ কথা উচ্চারণ করে, তাহাদের পাপজিহ্বা যমকিঙ্কর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া

সূনৃতং বচনং যেষাং রসনাবশমাগতাঃ।
ত এব পুরুষাঃ পূজ্যাঃ মহান্তো হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥
যে তু রাগৈঃ কটাক্ষৈশ্চ বীক্ষন্তে পরযোষিতঃ।
তেষাং চক্ষূংষি নারাচৈর্ভিদ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥
মাতরং যেঽভিগচ্ছন্তি ভগ্নীং দুহিতরং স্নুষাম্।
অঙ্গাররাশৌ সংক্ষিপ্য দহ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥
কোটিকল্পপ্রদাহেঽপি প্রায়শ্চিত্তং বিশোধকম্।
ন ভবেৎ তাদৃশাং পুংসাং পশূনাং পশুকর্ম্মণাম্।

থাকে। যাহারা সত্য অথচ প্রিয় বাক্য ব্যবহার করে, রসনা যাহাদের একান্ত বশবর্ত্তিনী, সেই সমস্ত মহাপুরুষেরা পরম পূজনীয় সকলের হৃদয়গ্রাহী ও মহীয়ান্ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত। (৩৮)

(অক্ষিভেদন নরক) যাহারা অনুরাগ ভরে পরকীয়া কামিনীর উপর প্রণয়কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, দুরন্ত যমকিঙ্করবর্গ তাহাদের সেই সমস্ত পাপচক্ষু সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে ॥ (৩৯)

(জ্বলন্ত অঙ্গারক্ষেপণ নরক) যে সকল পাপিষ্ঠ মানবেরা ধর্ম্মপথে অন্ধ হইয়া মাতা, ভগ্নী, দুহিতা অথবা পুত্রবধূকে আক্রমণ করিয়া থাকে, যমকিঙ্করগণ তপ্ত অঙ্গাররাশিতে তাহাদিগকে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া দগ্ধ করে। কোটি কোটি

তাড্যন্তে বিকরালাস্যৈরুৎক্ষিপ্যন্তে নিরন্তরম্।
ভ্রাম্যন্তে দুর্গমে ঘোরে আচ্ছিদ্যন্তে শিলাসু চ ॥ ৪০
ধনং ধান্যং হিরণ্যং চ পরকীয়ং হরন্তি যে।
যমদূতৈশ্চ চৌরাস্তে ছিদ্যন্তে বিবশাঃ ক্ষুরৈঃ ॥
নাসিকাং কর্ণমূলং চ তেষামাচ্ছিদ্য বেগতঃ।
খাদ্যতে শকুনৈর্ঘোরৈঃ বিকৃতং চ কলেবরম্ ॥ ৪১
যে হত্বা প্রাণিনং মূঢ়াঃ খাদন্তি কাকগৃধ্রবৎ।
তেষাং মাংসং সমাকৃষ্য প্রবলা যমকিঙ্করাঃ ॥

কল্পকাল পর্য্যন্ত এই দুরন্ত অনলে প্রদগ্ধ হইলেও সেই সমস্ত পশুবৃত্তি পশুসদৃশ মানবকুলের পুনর্বিশোধক প্রায়শ্চিত্ত পরিসমাপ্ত হয় নাই। করালাস্য যমকিঙ্করকুল অনবরত তাহাদিগকে সন্তাড়িত করে, কখনও ইতস্ততঃ নিঃক্ষিপ্ত করে, কখনও বা ঘোর দুর্গম প্রদেশে পরিভ্রমিত করিয়া শিলাতলে নিপাতিত করে ॥ (৪০)

(ক্ষুরকর্ত্তন নরক) যাহারা পরকীয় ধন, ধান্য অথবা হিরণ্য অপহরণ করে, যমদূতেরা সেই সমস্ত চৌর্য্যকারিদিগকে নিশিত ক্ষুরসমূহ দ্বারা ছেদন করে, ও তাহাদের নাসিকা এবং কর্ণমূল সবেগে ছেদন করিয়া, তাহাদিগের বিকৃত কলেবর দুরন্ত মাংসাশী বিহঙ্গদিগকে ভোজন করাইয়া থাকে ॥ (৪১)

(মাংসকর্ত্তন নরক) যে সমস্ত পাপাচার মনুষ্যেরা মোহবশতঃ

যচ্ছন্তি বায়সেভ্যশ্চ গৃধ্রেভ্যো মদবিহ্বলাঃ।
কঙ্কালশেষান্ কুর্ব্বন্তি মলিনান্ পাংশুগুণ্ঠিতান্॥ ৪২
আসনং শয়নং বস্ত্রং পরকীয়ং হরন্তি যে।
যমদূতৈশ্চ তে মূঢ়া ভিদ্যন্তে শক্তিতোমরৈঃ॥ ৪৩
ফলং পত্রং তৃণং বাপি হৃতং যৈস্তু কুবুদ্ধিভিঃ।
যমদূতৈশ্চ তে ক্রুদ্ধৈর্দহ্যন্তে তৃণবহ্নিভিঃ॥ ৪৪
পরদ্রব্যে কলত্রে চ যঃ সদা দুষ্টধী রতঃ।
যমদূতৈর্জ্বলৎ তস্য হৃদি শূলং নিখন্যতে॥ ৪৫

বায়স ও গৃধ্রের ন্যায় জন্তুদিগকে অপহরণ করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে, মদগর্ব্বিত দুর্নিবার্য্য প্রবল কৃতান্তকিঙ্করগণ তাহাদের মাংস আকর্ষণ করিয়া কাক ও গৃধ্রদিগের ভোজনবৃত্তি সম্পাদন করে। এই সমস্ত পাপিদিগের দেহ কঙ্কালশেষ পাংশুপরিপূরিত এবং সুমলিন হয়। (৪২)

যাহারা পরকীয় আসন, শয়ন ও বস্ত্র অপহরণ করে, যমদূত কর্ত্তৃক সেই সমস্ত মূঢ়লোক শক্তি ও তোমর দ্বারা তাড্যমান হয়॥ (৪৩)

যাহারা কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ফল, পত্র অথবা তৃণ অপহরণ করে ক্রুদ্ধ যমদূতগণ তৃণ-পূরিত হুতাশন দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করে॥ (৪৪)

যে মন্দবুদ্ধি সর্ব্বদা পরদ্রব্যে অথবা পরকলত্রে একান্ত আসক্ত, যমদূতগণ প্রজ্বলিত শূলাস্ত্র তাহার বক্ষোদেশে প্রোথিত করিয়া থাকে॥ (৪৫)

কর্ম্মণা মনসা বাচা যে ধর্ম্মবিমুখা নরাঃ।
যমলোকে সুঘোরাংস্তে লভন্তে পরিযাতনাম্॥ ৪৬
এবং শতসহস্রাণি লক্ষকোটিশতানি চ।
নরকাশ্চ নরৈস্তত্র ভুজ্যন্তে পাপকারিভিঃ॥ ৪৭
ইহ স্বল্পমপি কৃত্বা নরঃ কর্ম্মাশুভাত্মকম্।
প্রাপ্নোতি নরকান্ ঘোরান্ যমলোকে তু যাতনাম্॥ ৪৮
ন শৃণ্বন্তি নরা মূঢ়া ধর্ম্মোক্তং সাধু ভাষিতম্।
দৃষ্টং কেনেতি প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষে চ বদন্তি তে॥ ৪৯

যাহারা মানসে, বাক্যে অথবা কার্য্যকলাপে ধর্ম্মমার্গ হইতে অপসৃত হইয়াথাকে, তাহারা যমলোকে দুরন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে॥ (৪৬)

এইরূপে পাপকারী মনুজবর্গ অসংখ্য পাপের বশবর্ত্তী হইয়া শত সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরক যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া থাকে॥ (৪৭)

মনুষ্য ইহলোকে সামান্য পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করিলেও তজ্জন্য তাহাকে দুরন্ত যমালয়ে ঘোর নরক ও ভয়াবহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়॥ (৪৮)

যে সমস্ত পাপাচার পিশাচবর্গ মোহময় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাহারা কদাচ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সদুপদেশে কর্ণপাত করে নাই। এমন কি যাহা তাহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষের বহির্ভূত হইবামাত্র বলিয়া থাকে "কে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে"॥ (৪৯)

দিবারাত্রৌ প্রযত্নেন পাপং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
নাচরন্তি হি তে ধর্ম্মং প্রমাদেনাপি মোহিতাঃ॥
ইহৈব ফলভোক্তারঃ পরত্র বিমুখাশ্চ যে।
তে পতন্তি সুঘোরেষু নরকেষু নরাধমাঃ॥
দারুণে নরকে বাসঃ স্বর্গে বাসঃ সুখপ্রদঃ।
নরৈঃ সংপ্রাপ্যতে দূত কৃত্বা কর্ম্ম শুভাশুভম্॥
ইতি সংসারচক্রে পাপকর্ম্মণাং পৃথক্
পৃথক্ নরকভোগবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

যাহারা মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া দিনযামিনী কেবল পাপকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহারা প্রমাদ-গ্রস্ত হইয়া কদাপি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। (৫০)

যাহারা পরজন্মের নিমিত্ত ধর্ম্মকার্য্যপরাঙ্মুখ হইয়া ঐহিক সুখেই কালাতিপাত করে, সেই সমস্ত নরাধমগণ এই কৃতান্ত ভবনে স্বকৃত কুকৃত্যকলাপের ফলভাগী হইয়া ঘোর নরকে পতিত হয়॥ (৫১)

হে দূত! সুদারুণ নরকে অবস্থান অথবা সুখপ্রদ স্বর্গে অবস্থিতি সমস্তই কর্ম্মের অধীন। যাহার যেরূপ কর্ম্ম সে তদনুসারে ফলভোগ করে। অতএব শুভকার্য্য বশতঃ অব্যয় স্বর্গবাস স্বতঃসিদ্ধ এবং পাপকার্য্য করিলে নরকই তাহার আশ্রয়॥ (৫২)

ইতি সংসারচক্রে পাপকর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্
নরকভোগ বর্ণন নামে পঞ্চম অধ্যায়॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি পাপভেদান্ সমাসতঃ।
কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ কৃপাস্মাসু ভবেদ্ যদি॥ ১

ঋষিরুবাচ।

পাপভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তথা স্থূলাশ্চ যাতনাঃ।
শৃণুধ্বং ধৈর্য্যমাস্থায় রৌদ্রা হি নরকা যতঃ॥ ২
এতেষু যস্য যৎ পাপং পাপিনঃ ক্ষিতিবন্ধকাঃ।
অপি বর্ষসহস্রেণ নাহং নিগদিতুং ক্ষমঃ।

হে মুনিবর! এক্ষণে পাপ কত প্রকার তাহা সংক্ষেপে শুনিতে অভিলাষ করি। যদি আমাদের উপর আপনার কৃপা থাকে তবে উহা অবশ্য বলিবেন॥ (১)

হে তপোধনগণ! পাপভেদ এবং স্থূল স্থূল যন্ত্রণার বিষয় যাহা কহিতেছি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; কারণ, নরক সকল অতিভয়াবহ। (২)

এই বিস্তৃত ক্ষিতিতলে নরগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদোষে যে সকল অতি ভীষণ নরকযন্ত্রণা অনুভব করে,

তথাপি কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি শৃণুধ্বংসুসমাহিতাঃ ॥
ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ ।
মহাপাতকিনশ্চৈতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥
পংক্তিভেদী বৃথাপাকী ব্রাহ্মণানাং চ নিন্দকঃ ।
আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতে ব্রহ্মঘাতকাঃ ॥ ৫

আমি সহস্র বৎসর অবিশ্রান্ত বর্ণনা করিলেও সে যন্ত্রণা সমূহ সম্যক্ রূপে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব না। তথাপি যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ (৩)

যাহারা ব্রহ্মহত্যাপাপে নিয়ত লিপ্ত আছে, যাহারা অসুরের ন্যায় কেবল সুরাপানেই একান্ত আসক্ত ও স্তেয় কার্য্য যাহাদের নিত্য ব্রত এবং যে সমস্ত নরাধম মানবগণ গুরু-তল্পনিষেবণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে মহাপাতকী বলিয়া থাকে। ইহাদের পাপের অবধি নাই এবং যাহারা এতাদৃশ নরপিশাচগণের সংসর্গে আবদ্ধ তাহারাও মহাপাতকী বলিয়া অভিহিত হয় ॥ (৪)

পংক্তিভেদী অর্থাৎ অপাঙ্‌ক্তেয়, বৃথাপাকী অর্থাৎ পাক করিয়া দেবতা অতিথিগণকে প্রদান না করিয়া কেবল স্বোদরপরিপূরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, ব্রাহ্মণগণের নিন্দাকারী, আদেষ্টা অর্থাৎ পাপকার্য্য করণে যাহারা আদেশ করিয়া থাকে ও বেদবিক্রেতা, ইহাদিগকে ব্রহ্মঘাতক বলে ॥ (৫)

ব্রাহ্মণান্ যঃ সমাহূয় দাস্যামীতি ধনাদিকম্ ।
পশ্চান্নাস্তীতি তান্ ব্রূয়াৎ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৬
ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ যো হি দ্বেষ্টি নিরন্তরম্ ।
তেষাং রক্ষতি নো বাক্যং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৭
গবাং তৃষ্ণাভিভূতানাং পানার্থমভিধাবতাম্ ।
অন্তরায়ো ভবেদ্‌যস্তু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৮
স্নানার্থং ভোজনার্থং বা গচ্ছতো ব্রাহ্মণস্য বৈ ।
সমায়াত্যন্তরায়ত্বং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ৯

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া ধনাদি প্রদান করিব বলিয়া স্বীকার করে পশ্চাৎ "নাই" এই বাক্য অম্লানমুখে উচ্চারণ করিয়া থাকে, সেই, মিথ্যাবাদীকে ব্রহ্মঘাতক বলে ॥ (৬)

যে ব্যক্তি বেদসম্পন্ন মান্য ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত বিদ্বেষ করে, কদাপি সেই সমস্ত পবিত্রচেতা দ্বিজবর্গের পবিত্র আজ্ঞা প্রতিপালন করে না, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলে ॥ (৭)

ধেনুগণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া যখন জল পানের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, যে ব্যক্তি তাহাদের গতিরোধ করিয়া বিঘ্ন সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতক ॥ (৮)

যখন কোনও ব্রাহ্মণ স্নান অথবা ভোজনের জন্য অগ্রসর হন, তখন যে নরাধম তাঁহার বিঘ্ন বিধান করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতক ॥ (৯)

অনধীত্য চ শাস্ত্রাণি শাস্ত্রার্থং বক্তি যোঽধমঃ।
অহঙ্কাররতো যশ্চ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ১০
প্রায়শ্চিত্তং চিকিৎসাঞ্চ জ্যোতিষং ধর্ম্মনির্ণয়ম্।
বিনা শাস্ত্রেণ যো ব্রূতে তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ১১
যশ্চৈশ্বর্য্যাভিমানেন বিদ্যাধনমদেন বা।
দ্বিজান্ আক্ষিপতে গর্ব্বাৎ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ ১২
পরনিন্দাসু নিরতঃ স্বস্যোৎকর্ষরতশ্চ যঃ।
অসত্যনিরতশ্চৈব ব্রহ্মহা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৩

যে নরাধম কস্মিন্ কালেও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই অথচ অসংকুচিতচিত্তে শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি নিয়ত স্বীয় অহঙ্কারেই প্রমত্ত, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতক॥ (১০)

যে ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রমাণ ব্যতীত পাপাদির প্রায়শ্চিত্ত বিধান, রোগীর চিকিৎসা, জ্যোতিষ্কতা, ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিনির্ণয় করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতক॥ (১১)

যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত হইয়া অথবা বিদ্যা কিংবা ধনমদে অন্ধীভূত হইয়া গর্ব্বভরে ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার অথবা স্পর্দ্ধা করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতক॥ (১২)

যে ব্যক্তি পরের নিন্দায় নিপুণ এবং নিজের উৎকর্ষ-সাধনে তৎপর, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা অসত্য পথে একান্ত আসক্ত, শাস্ত্রে তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলে॥ (১৩)

পরদ্রোহকরশ্চৈব তথা চান্যস্য সূচকঃ।
দম্ভাচাররতশ্চৈব ব্রহ্মহেত্যভিধীয়তে॥ ১৪
নিত্যং প্রতিগ্রহরতস্তথা প্রাণিবধে রতঃ।
অধর্ম্মস্যানুমন্তা চ ব্রহ্মহা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপমেবং বহুবিধং ভুবি।
সুরাপানসমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ॥ ১৬
গণান্নভোজনঞ্চৈব গণিকান্ননিষেবণম্।
পতিতান্নোদনঞ্চৈব সুরাপানসমং স্মৃতম্॥ ১৭

পরের দ্রোহকারী, অসূয়াপরতন্ত্র ও দম্ভাদি দুরন্ত রিপুবর্গের অধীন ব্যক্তিকে শাস্ত্রে ব্রহ্মহা বলে॥ (১৪)

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রতিগ্রহপর, নিরপরাধী স্বচ্ছন্দ-বিহারী জীবগণের জীবন সংহারই যাহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিহীন ক্রিয়াকলাপের অনুমন্তা, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলে॥ (১৫)

ব্রহ্মহত্যাপাপের সদৃশ এরূপ বহুবিধ পাপরাশি পৃথিবী-তলে বিদ্যমান আছে, সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্রের নাম উল্লি-খিত হইল, কিন্তু যে সমস্ত কলুষরাশি সুরাপানের তুল্য, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাদের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে॥ (১৬)

গণান্নভোজন, বারবনিতাকুলের অন্নভোক্ষণ ও পতিত ব্যক্তির অন্নাশন সুরাপানের তুল্য বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে নিরূ-পিত আছে॥ (১৭)

ঔপাসনপরিত্যাগো দেবলস্যান্নভোজনম্।
সুরাপযোষিৎসংযোগঃ সুরাপানসমং স্মৃতম্॥ ১৮
যঃ শূদ্রেণ সমাহূতো ভোজনং কুরুতে দ্বিজঃ।
সুরাপী চ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ১৯
যঃ শূদ্রেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ কুর্য্যাদ্বা ভোজনং দ্বিজঃ।
সুরাপী স হি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ২০
এবং বহুবিধং পাপং সুরাপানসমং স্মৃতম্।
হেমস্তেয়সমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ॥ ২১

যে ব্যক্তি উপাসনব্রত পরিত্যাগ করিয়া দেবলের অন্ন ভোজন করে, অথবা সুরাপানাসক্ত কামিনীর প্রেমে বদ্ধ হয়, তাহার পাপও সুরাপানের সদৃশ॥ (১৮)

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাহার গৃহে তৎ-পক্ক অন্ন ভোজন করে, তাহাকে সুরাপায়ী বলে; সে ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়॥ (১৯)

যে দ্বিজ শূদ্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শূদ্রান্ন ভোজন করত: উদরের পরিতৃপ্তি সম্পাদন করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত ও সুরাপায়ী তুল্য॥ (২০)

সুরাপানসদৃশ এবম্ভূত বহুবিধ পাপ বিদ্যমান আছে। সম্প্রতি যে সমস্ত কার্য্য করিলে স্বর্ণাপহরণের সদৃশ পাপে বিলিপ্ত হইতে হয়, সঙ্ক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে॥ (২১)

কন্দমূলফলানাঞ্চ কস্তূরীপট্টবাসসাম্।
তথা স্তেয়ঞ্চ রত্নানাং স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্॥ ২২
ক্রমুকস্যাপি হরণং পয়সশ্চন্দনস্য চ।
কর্পূরস্যাপহরণং স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্॥ ২৩
তাম্রস্যায়সকাংস্যানামাজস্য চ মধোস্তথা।
স্তেয়ং সুগন্ধদ্রব্যাণাং হেমস্তেয়সমং স্মৃতম্॥ ২৪
রসদ্রব্যাপহরণং ধান্যানাং হরণং তথা।
রুদ্রাক্ষহরণঞ্চৈব স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্॥ ২৫
গুর্ব্বঙ্গনাগমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।

কন্দ, মূল ও ফলাদির অপহরণ, কস্তূরী ও পট্ট-বস্ত্রসমূহের অপহরণ ও রত্নাপহরণ, এ সমস্তই স্বর্ণাপহরণের তুল্য॥ (২২)

ক্রমুক, দুগ্ধ ও চন্দনের অপহরণ অথবা কর্পূরের অপহরণ করা স্বর্ণাপহরণের তুল্য॥ (২৩)

তাম্র, লৌহ, কাংস্য, আজ্য ও মধু কিংবা সুগন্ধ দ্রব্যের অপহরণ স্বর্ণাপহরণের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়॥ (২৪)।

পারদাদি রসায়ন দ্রব্যের অপহরণ, ধান্যাপহরণ এবং রুদ্রাক্ষহরণ শাস্ত্রে সুবর্ণাপহরণের তুল্য বলিয়া অভিহিত আছে॥ (২৫)

ভগিনীগমনঞ্চৈব পুত্রস্ত্রীগমনং তথা।
রজস্বলাভিগমনং গুরুতল্পসমং স্মৃতম্ ॥ ২৬
অকালকর্ম্মকরণং পুত্রীগমনমেব চ।
বেদশ্রদ্ধাবিহীনত্বং গুরুতল্পসমং স্মৃতম্ ॥ ২৭
পিতৃযজ্ঞপরিত্যাগী ধর্ম্মকর্ম্মবিরোধকৃৎ।
যতিনিন্দাপরশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গুরুতল্পগঃ ॥ ২৮

এক্ষণে যে সমস্ত গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া মানবমণ্ডলী গুর্ব্বাঙ্গনাগমনের সদৃশ পাপে লিপ্ত হইয়া নিদারুণ নরকযন্ত্রণা উপভোগ করে, সংক্ষেপে সেই সমস্ত উল্লিখিত হইতেছে। যাহারা দুরত্যয় কামরিপুর বশীভূত হইয়া ভগিনীগমন করে, পুত্রবধূর সতীত্বরত্নে কুঠারাঘাত করে, রজস্বলা কামিনীর সহিত সুরত ব্যাপারে নিবিষ্ট হয়, তাহাদের ঐ সমস্ত কার্য্য গুরুতল্পগমন তুল্য ॥ (২৬)

অসময়ে মৈথুন ক্রিয়া সম্পাদন, কুন্যাগমন, বেদাদিতে শ্রদ্ধাবিহীনতা অর্থাৎ বেদনিন্দিত কার্য্যে একান্ত আসক্তি প্রদর্শন গুরুতল্পগমনের তুল্য ॥ (২৭)

যে ব্যক্তি পিতৃযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্যে নিয়তই নিবিষ্টচিত্ত, যে ব্যক্তি তত্ত্বপথাভিগামী পরমসংযোগী যতি জনের নিয়ত নিন্দাবাদ করে, তাহার প্রভূত পাপ গুরুতল্পগমনের তুল্য ॥ (২৮)

ইত্যেবমাদয়ো নূনং মহাপাতকসংজ্ঞিতাঃ।
এতেষ্বেকতমে বাপি সঙ্গকৃৎ তৎসমো ভবেৎ ॥ ২৯
যথা কথঞ্চিৎ পাপানাং মহদ্ভিঃ পরমর্ষিভিঃ।
শাস্ত্রেষু নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা প্রায়শ্চিত্তাদিকল্পনৈঃ॥ ৩০
নমেদ্ যঃ শূদ্রসংস্পৃষ্টং লিঙ্গং বা হরিমেব বা।
স সর্ব্বযাতনাভোগী যাবচ্চন্দ্রদিবাকরম্ ॥ ৩১
পাষণ্ডপূজিতং লিঙ্গং নত্বা পাষণ্ডতাং ব্রজেৎ।
সর্ব্বশাস্ত্রবিদো বাপি সর্ব্ববেদবিদো যদি ॥ ৩২

পূর্ব্বে যে সমস্ত পাপের উল্লেখ করিলাম তৎসমুদায় ও অপরাপর বহুবিধ পাপ মহাপাতক বলিয়া বিনির্ণীত আছে। এবং যাহারা ইহাদের মধ্যে যে কোনও পাপের সংসর্গে আত্মাকে দূষিত করিয়াছে, তাহারাও মহাপাতকী বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ (২৯)

মহামহীয়ান্ মহর্ষিগণ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কতকগুলি পাপের শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া কথঞ্চিৎ পাপ হইতে নিষ্কৃতি অর্থাৎ পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ॥ (৩০)

যে ব্যক্তি শূদ্রসংস্পৃষ্ট শিবলিঙ্গ অথবা বিষ্ণুকে প্রণাম করে, যতদিন ভূমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ থাকে, ততদিন সে সুদুঃসহ নরকযন্ত্রণা অনুভব করে ॥ (৩১)

সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হউন, বা সর্ব্ববেদেই সবিশেষ জ্ঞানলাভ করুন, তথাপি পাষণ্ডপূজিত

আভীরপূজিতং লিঙ্গং নত্বা নরকমশ্নুতে॥ ৩৩
যোষিদ্ভিঃ পূজিতংলিঙ্গং বিষ্ণুংবাপি নমেত্তু যঃ।
স কোটিকুলসংযুক্ত আকল্পং রৌরবে বসেৎ ॥ ৩৪
যদা প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং মন্ত্রবিদ্ভির্যথাবিধি ।
তদা প্রভৃতি শূদ্রো বা যোষিদ্বাপি ন সংস্পৃশেৎ ৩৫
স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ তপোধনাঃ ।
স্পর্শনে নাধিকারোঽস্তি বিষ্ণৌ বা শঙ্করেঽপি বা ৩৬

শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মানব অতি পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়॥ (৩২)

যে ব্যক্তি আভীরপূজিত শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে, সে নিশ্চয়ই নরকযন্ত্রণা অনুভব করে॥ (৩৩)

যে ব্যক্তি কামিনীগণের অভ্যর্চ্চিত বিষ্ণু অথবা শিবলিঙ্গ প্রণাম করে, সে কোটিকুলের সহিত রৌরব নরকে অবস্থিতি করে॥ (৩৪)

যদবধি শাস্ত্র ও মন্ত্রবিধানজ্ঞ মহোদয়গণ শাস্ত্রানুসারে শিবলিঙ্গের অভিষেক করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তখন হইতে শূদ্র অথবা স্ত্রীলোকের উহা স্পর্শ করিবার অধিকার নাই॥ (৩৫)

হে তপোধনগণ! কি স্ত্রীলোক, কি অনুপনীত দ্বিজ, কি শূদ্র, কাহারও শঙ্কর অথবা বিষ্ণুর স্পর্শনে অণুমাত্র অধিকার নাই॥ (৩৬)

বিষ্ণুং বা শঙ্করং বাপি স্বাশ্রমাচারবর্জ্জিতৈঃ।
অর্চ্চিতং মুনিশার্দ্দূলাঃ স্বপ্নেঽপি চ ন পূজয়েৎ ॥ ৩৭
যঃ শূদ্রসংস্কৃতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বাপি নমেন্নরঃ।
বিন্দতীহ সুদুঃখানি প্রযাতি নিরয়ং তথা ॥ ৩৮
আভীরপূজিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বাপি নমেত্তু যঃ।
ব্রহ্মত্বং নাশয়ত্যেব কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥ ৩৯
শূদ্রো বানুপনীতো বা স্ত্রিয়ো বা পতিতোঽপি বা।
কেশবং বা শিবং বাপি স্পৃষ্ট্বা নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০

হে মুণিগণ! স্বকীয় আশ্রম নিয়মের বিপরীতভাব অবলম্বন করিয়া স্বকীয় আচারভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ সমূহ যে শিবলিঙ্গ অথবা শালগ্রাম স্থাপনা করিয়াছে, স্বপ্নেও তাহাদিগকে অর্চ্চনা করা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিতান্ত বিরুদ্ধ॥(৩৭)

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রসংস্কৃত শিবলিঙ্গ অথবা বিষ্ণুকে নমস্কার করে, সে ইহলোকে সুদারুণ দুঃখরাশি অনুভব করিয়া পর লোকে নিরয়গামী হয়॥ (৩৮)

অধিক আর কি বলিব, যে আভীরপূজিত শম্ভুলিঙ্গ অথবা বিষ্ণুকে প্রণাম করিবে, প্রণাম মাত্রেই সে ব্রাহ্মণত্ব-বিহীন হয়॥ (৩৯)

কি শূদ্র, কি অনুপনীত দ্বিজ, কি স্ত্রী, কি পতিত ব্যক্তি যে কেহই হউক না কেন, কেশব অথবা শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিলেই পরলোকে নিরয়গামী হয়॥ (৪০)

ব্রহ্মাহত্যাদিপাপানাং কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতির্ভবেৎ।
ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি যস্তস্য নিষ্কৃতির্নাস্তি কুত্রচিৎ॥ ৪১
বিশ্বাসঘাতকানাঞ্চ কৃতঘ্নানাং মহর্ষয়ঃ।
শূদ্রস্ত্রীসঙ্গিনাঞ্চৈব নিষ্কৃতির্নাস্তি কুত্রচিৎ॥ ৪২
শূদ্রান্নপুষ্টদেহানাং দেবনিন্দারতাত্মনাম্।
গুরুনিন্দাপরাণাঞ্চ নিষ্কৃতির্নৈব বিদ্যতে॥ ৪৩
শিবনিন্দাপরাণাঞ্চ বিষ্ণুনিন্দারতাত্মনাম্।
সৎকথানিন্দকানাঞ্চ নেহামুত্র চ নিষ্কৃতিঃ॥ ৪৪

ব্রহ্মহত্যাদি পাপে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি আছে,কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন তাহার ইহলোক বা পরলোকে কোনও স্থলেই নিষ্কৃতি নাই॥ (৪১)

হে মুনিগণ! যাহারা বিশ্বাসঘাতক, যাহারা কৃতঘ্ন অর্থাৎ উপকারিকৃত উপকার কখনও যাহাদের স্মৃতিপথে উদয় হয় নাই, যাহারা শূদ্রকামিনীতে একান্ত আসক্ত, তাহাদের আর নিষ্কৃতি নাই॥ (৪২)

শূদ্রান্নভোজন করিয়া যাহাদের কলেবর পরিপুষ্ট, দেবতাদিগের নিন্দাবাদে যাহাদের আত্মা নিয়ত ব্যাপৃত, যাহারা নিয়তই গুরুনিন্দা করিয়া থাকে, তাহাদের আর নিষ্কৃতি নাই॥ (৪৩)

যাহারা ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতির নিন্দাপরায়ণ, ভগবান্ বিষ্ণুর নিন্দায় যাহাদের আত্মা নিয়ত নিরত ও

বৌদ্ধালয়ং বিশেদ্ যস্তু মহাপদ্যপি বৈ দ্বিজঃ।
তস্য বৈ নিষ্কৃতির্নাস্তি প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি॥ ৪৫
বৌদ্ধাঃ পাষণ্ডিনঃ প্রোক্তা যতস্তে বেদনিন্দকাঃ।
তস্মাদ্দ্বিজস্তান্ নেক্ষেত যদি বেদেষু ভক্তিমান্॥ ৪৬
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি দ্বিজো বৌদ্ধালয়ং বিশন্।
জ্ঞানতো নিষ্কৃতির্নাস্তি শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ॥ ৪৭
এতেষাং পাপবাহুল্যাৎ নরকং কল্পকোটিষু।
এতে পাষণ্ডিনঃ প্রোক্তাস্তস্মাদেষাং ন নিষ্কৃতিঃ॥ ৪৮

যাহারা সৎ কথার বিদ্বেষ্টা, তাহাদের ইহকালে ও পরকালে নিষ্কৃতি নাই॥ (৪৪)

যে ব্রাহ্মণ দারুণ বিপদে পতিত হইয়াও বৌদ্ধালয়ে প্রবেশ করে, সে শত শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পরিত্রাণ পাইতে পারে না॥ (৪৫)

বৌদ্ধগণ নিয়ত বেদনিন্দক, অতএব পাষণ্ড; যদি বেদে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কদাপি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না॥ (৪৬)

জ্ঞান বশতঃই হউক অথবা অজ্ঞান বশতঃই হউক, যদি ব্রাহ্মণ বৌদ্ধালয়ে প্রবেশ করে, জ্ঞান প্রযুক্ত হইলে তাহার নিষ্কৃতি নাই ইহা শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা॥ (৪৭)

পাপবাহুল্য বশতঃ কোটি কোটি কল্পকাল পর্য্যন্ত নরকাবস্থান ইহাদের স্বতঃসিদ্ধ। ইহারা পাষণ্ড বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, অতএব ইহাদের নিষ্কৃতি নাই॥ (৪৮)

প্রায়শ্চিত্তবিহীনানি প্রোক্তান্যেতানি বৈ দ্বিজাঃ।
অঘানি তেষাং নরকান্ বদতো মে নিশাময় ॥ ৪৯
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
পচ্যন্তে নরকেষ্বেতে বংশাযুতসমন্বিতাঃ ॥ ৫০
ততঃ কর্ম্মাবসানে তু স্থাবরাঃ প্রভবন্তি তে।
কল্পত্রিতয়পর্য্যন্তং তদন্তে কৃমিমোহিতাঃ ॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
বিষ্ঠাভুজো ভবন্ত্যেতে পুরীষক্রিময়স্তথা ॥ ৫১

এই সমস্ত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই, লোকে বিশোধনের নিমিত্ত যতই প্রয়াস পাউক না কেন, কিছুতেই অব্যাহতি লাভের সম্ভাবনা নাই, অতঃপর যে সমস্ত পাপে যে নরক ভোগ প্রথিত আছে, আমি ক্রমশঃ তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ (৪৯)

যাহারা পূর্ব্বোক্ত পাতকনিচয়ের অনুষ্ঠান করে, তাহারা শতসহস্র কোটি কোটি কল্পকাল পর্য্যন্ত অযুতবংশ পরম্পরায় সম্বলিত হইয়া দুরত্যয় নরককুণ্ডে পচ্যমান হয় ॥ (৫০)

তদনন্তর কর্ম্মাবসানে স্থাবররূপে পরিণত হইয়া কল্পত্রয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে, পশ্চাৎ কৃমিকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিষ্ঠাভোজী হইয়া ষষ্টি সহস্র বৎসর অবস্থিতি করতঃ বিট্‌ক্রিমিরূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করে ॥ (৫১)

ততস্ত্বাশীবিষাঃ কল্পং তদন্তে পশবো হি তে।
তথৈব যুগসাহস্রং তদন্তে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৫২
ক্রমেণ কর্ম্মশেষেণ গোলকাঃ প্রভবন্তি তে।
কুণ্ডাশ্চ জন্মন্যেকস্মিন্ ততো বিপ্রা হ্যকিঞ্চনাঃ ॥ ৫৩
দারিদ্র্যপীড়িতা নিত্যং প্রতিগ্রহপরায়ণাঃ।
পাপং প্রতিগ্রহং বাপি কৃত্বা নরকমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫৪
নরকেষু মহাভাগা যাতনা যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মহাপাতকিনস্তাসু প্রত্যেকং যুগবাসিনঃ ॥ ৫৫

তদনন্তর কল্পকাল সর্প ও তদবসানে পশুরূপে জন্ম গ্রহ করিয়া সহস্রযুগ অতিবাহিত করে, পরে ম্লেচ্ছজাতিতে উৎপন্ন হয় ॥ (৫২)

ক্রমশঃ যতই কর্ম্মের অবসান হয়, ততই প্রথমে গোলক, তদনন্তর কুণ্ড, তৎপরে নির্ধন ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মে ॥ (৫৩)

এইরূপে বিপ্র প্রতিগ্রহপরায়ণ হইয়া দরিদ্রভাবাপন্ন ও দুঃখপীড়িত হয় এবং প্রতিগ্রহদোষে দূষিত হইয়া পুনর্ব্বার নরকভোগ করে ॥ (৫৪)

হে তপোধনগণ! যে সমস্ত যাতনার বিষয় উল্লেখ করিলাম, মহাপাতকী ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত প্রত্যেক যাতনায় এক এক যুগ অবস্থান করিয়া থাকে ॥ (৫৫)

তাবৎকালং ভবেয়ুশ্চ সর্পা দ্বাদশজন্মসু।
ততঃ ষড়োশজন্মানি শূদ্রাদ্যা হীনজাতয়ঃ॥ ৫৬
ততস্তু জন্মত্রিতয়ে বৈশ্যাশ্চ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
তত্রাপ্যতিবলৈর্নিত্যং বাধ্যমানা হিতে সদা॥ ৫৭
ততশ্চ বিষয়ংস্থিত্বা চণ্ডালাঃ কোটিজন্মসু।
তদন্তে পৃথিবীমেত্য সপ্তজন্মসু গর্দ্দভাঃ॥ ৫৮
ততঃ শ্বানো বিড্বরাহা ভবেয়ুর্দশজন্মসু।
আশতাব্দং বিট্ক্রিময়স্তদন্তে মূষিকাশ্চ বৈ॥ ৫৯

ইহারা দ্বাদশ জন্ম ভুজঙ্গরূপে অবস্থান করে, তদনন্তর ষোড়শ জন্ম শূদ্রাদি হীন জাতিতে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়া হীনভাবাপন্ন হয়॥ (৫৬)

তদনন্তর দ্বিতীয় জন্মে বৈশ্য, তৎপশ্চাৎ ক্ষত্রিয়রূপে আবির্ভূত হইয়া অতি বলবান্ শত্রু কর্ত্তৃক বাধ্যমান হইয়া জীবন ধারণ করে॥ (৫৭)

তাহার পর বিষয় ভোগে সমাকৃষ্ট হইয়া কোটি জন্ম চণ্ডালযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া তদন্তে পুনরায় ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক গর্দ্দভযোনিতে উৎপন্ন হয়॥ (৫৮)

হে পরমর্ষিগণ! তদনন্তর কুক্কুরযোনি, তাহার পর দশজন্ম শত বৎসর কাল পুরীষভোজী, বিষ্ঠাক্রিমিরূপে পরিণত হইয়া পশ্চাৎ মূষিকযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে॥ (৫৯)

মা দদস্বেতি যো ব্রূয়াদ্ দেবাগ্নিব্রাহ্মণেষু চ।
শুনো যোনিশতং গত্বা চণ্ডালেষু চ জায়তে॥
ততো বিষ্ঠাকৃমিঃ কল্পং ততো ব্যাঘ্রস্ত্রিজন্মনি।
তদন্তে নরকং যাতি যুগানামেকসপ্ততিম্॥

ইতি সংসার চক্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যখন কোনও ব্যক্তি দেবতা, অগ্নি অথবা ব্রাহ্মণোদ্দেশে কোনও বস্তু সম্প্রদান করিতে উদ্যত হয়, তখন যে হতভাগ্য নরপিশাচ প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি শত বার কুক্কুরযোনি পরিভ্রমণ করিয়া চণ্ডালকুলে জন্ম গ্রহণ করে, তদনন্তর বিষ্ঠায় কৃমিরূপে কল্পকাল অবস্থান করিয়া ব্যাঘ্রযোনিতে বারত্রয় আবির্ভূত হয়। তদন্তে একসপ্ততি যুগ বিশেষ নরকযন্ত্রণা উপভোগ করিয়াথাকে।

সংসার চক্রে ষষ্ঠ অধ্যায়॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বর্ণিতা ঋষয়ঃ সম্যক্ পাপভেদাঃ সমাসতঃ।
তেষাং চ নরকান্ বক্ষ্যে সংশৃণুধ্বং পৃথক্ পৃথক্॥

সর্পদষ্টঃ।

নাম্না বৈ সর্পদষ্টশ্চ নরকস্ত্বতিদারুণঃ।
বন্ধুঘ্নশ্চিত্তভেদী চ ভ্রাতৃভেদী চ যঃ পুমান্॥
উপজাপরতো নিত্যং তস্যাত্রৈব নিবেশনম্।
গলংসংবেষ্ট্য সংরাবৈর্দশ্যতে ফণিনা দ্বিজৈঃ॥

হে ঋষিগণ! পাপভেদ সমূহ সংক্ষেপতঃ সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে পাপভেদ সমূহের পাপানুসারে নিরয় নিচয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন॥

সর্পদষ্ট।

এই সর্পদষ্টাখ্য নামে নরক অতি ভয়ঙ্কর। যে ব্যক্তি বন্ধুহন্তা, অথবা ছলবাক্যে অন্তঃকরণের ভেদক্রিয়া সম্পাদন করে, যে লোক ভ্রাতৃভেদী, কিংবা অপরের কর্ণে গোপনে বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া প্রণয়ভেদ করিয়া দেয়, এই দুরন্ত নরক তাহার নিবেশ স্থল। ভীষণ ভুজঙ্গমগণ পাপীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া ফুৎকার রবে গর্জ্জন

গরলোত্থাং মহাঘোরাং যাতনাং চ প্রপদ্যতে।
ততো বিষ্ঠাহ্রদে মগ্নস্তিষ্ঠেদ্ যুগসহস্রকম্।
তদন্তে দশ্যতে সর্পৈঃ পুনরিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১

উষ্ণকর্দ্দমঃ।

যঃ পরার্থেঽপহরতি স্বাং বাচং পুরুষাধমঃ।
আত্মার্থে কিং ন কুর্য্যাৎ স পাপী নরকনির্ভয়ঃ॥
হরতে যস্তু পৃথিবীং মৃষাগর্ব্বৈশ্ছলেন বা।
স কোটিকুলসংযুক্তো নিমজ্জত্যুষ্ণকর্দ্দমে॥

করিতে করিতে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা নিরন্তর দৃঢ়দংশন করিতে থাকে। তখন গরল জনিত বিষম যন্ত্রণা অনুভূত হয়। পরে বিষ্ঠাহ্রদে সহস্রযুগ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইয়া পুনরায় আশীবিষবিষধরগণের ভীষণদংশনে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থায়িকাল পর্য্যন্ত দুঃখনিচয় উপভোগ করে। (১)

উষ্ণকর্দ্দম।

যে ব্যক্তি অর্থগ্রহণ করিয়া পরের নিমিত্ত মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করে, নরকনির্ভীক্ সেই দুরাচার আপনার জন্য কি না গর্হিত কার্য্য করিতে পারে। যে জন অলীক মানের বশবর্ত্তী হইয়া গর্ব্বভরে পরস্পর বিবদমান হইয়া, সর্ব্বংসহা বসুমতী দেবীকে অপহরণ করে অর্থাৎ ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা অভিযোগ দ্বারা অথবা বলপূর্ব্বক কিংবা কোনরূপ

ততশ্চ পৃথিবীমেত্য সর্ব্বলোকেষু নিন্দিতঃ।
ব্রণী কুষ্ঠাভিভূতশ্চ ভবেজ্জন্মশতং নরঃ॥

অধঃশিরঃ

যঃ স্বধর্ম্মপরিত্যাগী পাষণ্ডীত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তৎসঙ্গকৃৎ তৎসমো বৈ তাবুভাবতিপাপিনৌ॥
কল্পকোটিসহস্রাণি সহস্রবংশসংযুতঃ।
অধঃকৃত্য শিরস্তস্য সমুন্নীয় পদৌ তথা॥

প্রতারণা করিয়া পরকীয় ভূমি আত্মসাৎ করে, সেই দুর্বৃত্ত কোটিকুলের সহিত অত্যুষ্ণ কর্দ্দমহ্রদে নিমজ্জিত হইয়া, অনন্তকাল উগ্র যাতনায় প্রপীড়িত হয়। পরিশেষে ভূমণ্ডলে শত বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্বলোকের নিন্দা-ভাজন ও গলৎকুষ্ঠ রোগাভিভূত হইয়া অনন্ত যাতনা অনুভব করে। (২)

অধঃশির।

যে নর স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি স্বস্ববর্ণের অনুষ্ঠেয় আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্মাচরণ পরাঙ্মুখ হয়, মুনিগণ সেই ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট দুর্বৃত্তকে পাষণ্ড এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই পামরের সহিত যাহারা সতত আচার ব্যবহার করে সেও তত্তুল্য পাপী, ইহারা

যমদূতৈস্তাড্যমানশ্চিৎকাররবভীষণৈঃ।
প্রজ্বলন্নরকে কুণ্ডে যাতনাং স সমশ্নুতে॥ ৩

রৌরবঃ।

রৌরবাখ্যো মহাঘোর নরকোঽতিভয়ঙ্করঃ।
বৃকৈঃ ক্রুদ্ধৈশ্চ খাদ্যন্তে পাপিনঃ সততং নরাঃ॥
চক্রাঙ্কিততনুং কৃত্বা ধর্ম্মব্যাজৈর্ধরাতলে।
ধার্ম্মিকোঽস্মীতি ভাষেত সহস্রব্রহ্মহা ভবেৎ॥
গঙ্গাস্নানরতো বাপি অশ্বমেধরতোঽপি বা।
তচ্ছরীরং সমুদ্বীক্ষ্য পশ্যেৎ সূর্য্যং সদা নরঃ॥

উভয়েই সহস্রবংশের সহিত সহস্র কল্পকোটি বৎসর যমদূত কর্ত্তৃক ভয়ঙ্কররূপে তাড্যমান হইয়া ঊর্দ্ধপদে ও অধঃশিরা হইয়া ভীষণচিৎকারকরতঃ জ্বলন্ত নরককুণ্ডে প্রদগ্ধ হয়, এবং ঘোরতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। (৩)

রৌরব

রৌরবাখ্য নরক অতিভয়ঙ্কর। তথায় ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র সমূহ পাপিমনুষ্যকে ভক্ষণ করে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মচ্ছলে নিজ শরীর চক্রাদি চিহ্নে পরি-শোভিত করিয়া, পরম ধার্ম্মিকের তুল্য ধর্ম্মাচরণশীল সাধু-স্বভাবরূপে ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া, নিজের ধার্ম্মিকত্ব

জপেত পৌরুষং সূক্তমন্যথা রৌরবং ব্রজেৎ।
খাদন্তি দ্বিপিনস্তত্র ভীষণাস্তীক্ষ্ণদন্তিনঃ॥
এবং লিঙ্গাঙ্কিততনুং প্রচ্ছন্নং দুষ্টভাবিনম্।
অটন্তং হংসরূপেণ বৈধকার্য্যবহিষ্কৃতম্॥
দৃষ্ট্বা সঞ্জায়তে পাপং মহচ্চৈব মহর্ষয়ঃ।
পশ্যেৎ সূর্য্যং বিষ্ণুরূপং বিশুদ্ধ্যর্থং সদা নরঃ।
জপেত শতরুদ্রীয়মন্যথা নরকং ব্রজেৎ॥

প্রখ্যাপিত করে,সে সহস্র অশ্বমেধানুষ্ঠানতৎপর ও গঙ্গাস্নান-রত হইলেও সহস্র ব্রহ্মহত্যাকারী পাপীর তুল্য,তাহাকে দর্শন করিলে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্র জপ করিবে, অন্যথা নরকে ভীষণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। এইরূপ জীবিকার্থ যে দুষ্ট ব্যক্তি জটাবল্কলাদি ধারণ করতঃ প্রচ্ছন্ন ভাবে দুষ্টান্তঃ করণে আত্মসংমনপুরঃসর, পরম সাধু পরম হংসরূপী ভান করতঃ পর্য্যটন করিয়া লোক সকলকে প্রতারিত করে, সেই ছদ্মবেশী স্মৃত্যুক্ত ও বেদোক্ত কার্য্যকরণে পরাঙ্মুখ ভণ্ড দুরাত্মাকে, নয়নে নিরীক্ষণ করিলে মহাপাপ জন্মে, অত-এব দর্শকগণ কলুষমোচনের জন্য বিষ্ণুতেজঃস্বরূপী মরীচ-মালীকে পরিদর্শন করতঃ রুদ্রদেবস্বস্বন্ধীয় সূক্ত মন্ত্র শতবার জপ করিবে, নতুবা পরকালে রৌরব নরকে গমন

ব্রাহ্মণস্য তনুর্জ্ঞেয়া সর্ব্বদেবসমাশ্রিতা।
সা চেৎ সন্তাপিতা দুষ্টৈঃ কিমু বক্ষ্যামীহৈনসঃ॥
ব্রাহ্মণ্যং জন্ম চাদায় স্বধর্ম্মং নাচরেত্তু যঃ।
সোঽপ্যস্মিন্নরকে ঘোরে যাতনাভিঃ প্রপীড্যতে॥
শিষ্যেভ্য উপসন্নেভ্যো বিদ্যার্থিভ্যোঽতিযত্নতঃ।
বিদ্যাং ন দত্তে যো বিদ্বান্ যমদূতেন পীড্যতে॥
কূটসাক্ষ্যং বদেদ্যস্তু ধর্ম্মাধিকরণে সদা।
প্রাপ্নোতি যাতনাঃ সর্ব্বা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥

করিয়া থাকে। হে ঋষিগণ ব্রাহ্মণের তনু সর্ব্বদেবের আশ্রয়, সেই দেহ যে নরাধম সন্তাপিত করে তাহার পাপ বর্ণনা করা যায় না। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকুলে জন্মলাভ করিয়া বেদবিধানানুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদি স্বধর্ম্ম যাজন না করে, সে এই ঘোর নরকযাতনায় প্রপীড়িত হয়। যে বিদ্বান্ গর্ব্বিত হইয়া বিদ্যালাভার্থ উপসন্ন বিদ্যার্থী শিষ্যকে বিদ্যাদান না করেন তাঁহাকেও রৌরবযন্ত্রণা বিলক্ষণ সম্ভোগ করিতে হয়। যে মূঢ়মতি বিচারালয়ে সদা সর্ব্বদা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, সেই নরপিশাচ ইহকালে স্নেহময় পুত্রপৌত্রের বিনাশ জন্য, দুর্ব্বিসহ শোকানলে পরিদগ্ধ হইয়া, পরকালে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের সমকাল এই নরক যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হয়। যে ব্যক্তি স্বকীয় স্ত্রীতে ঋতুকালে অভিগমন না

ইহ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বিনশ্যন্তি নিরন্তরং।
শোকসন্তপ্তহৃদয়ো মৃতেঽপি নরকং ব্রজেৎ॥
ঋতৌ নাভিগমেদ্ যস্তু স্বস্ত্রিয়ং বিধিবন্নরঃ।
ভ্রূণহা স ভবত্যেব কশ্চিন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
এবং স রৌরবং যাতি ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বিন্দতি॥
ঋণৈস্ত্রিভির্হি ঋণবান্ যতঃ সঞ্জায়তে নরঃ।
ঋষিপিতৃদেবতানাং তদৃণঞ্চ বিশোধয়েৎ॥
স্বাধ্যায়েন মহর্ষীণাং পিতৃণাং প্রজয়া তথা।
যজ্ঞকার্য্যৈশ্চ দেবানামৃণান্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
ঋতুকালাভিগামী স্যাদ্ যুগ্মাসু রজনীষু চ।
পর্ব্ববর্জ্জং বিশেন্নারীং পুত্রার্থী স্বাং সুসংযতঃ॥

করে, সে ঘোর ভ্রূণহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপে অভিলিপ্ত হইয়া রৌরব নরকে যাতনা প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ, এই তিনটী ঋণে ঋণবান্ হইয়া এই ধরণীতলে অবতীর্ণ হয়, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, শ্রাদ্ধাদিকার্য্য ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞাদি কার্য্য দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হয়। অতএব পুত্রার্থী ব্যক্তি পরিশুদ্ধ ভাবে সুস্থমনা হইয়া অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী উভয়পক্ষের অষ্টমী চতুর্দ্দশী এবং সংক্রান্তি পর্ব্ব-

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শঃ স্মৃতাঃ।
তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু বর্জ্যা একাদশী তথা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ॥
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী জ্ঞেয়া চতুর্থেঽহনি শুদ্ধ্যতি॥
প্রথমে দ্বিতীয়ে চৈব তৃতীয়ে দিবসে তথা।
নারীং যঃ কামতো গচ্ছেদ্ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্॥
আজীবনং নাধিকারী পিতৃবিপ্রসুরার্চ্চনে।
অমনুষ্যোঽযশস্বী স্যান্মৃতে নরকমাপ্নুয়াৎ॥

কাল পরিত্যাগ করিয়া যুগ্ম রাত্রিতে গমন করিবেন। রজোদর্শনাবধি ষোড়শ রাত্রি স্বাভাবিক ঋতুকাল, তাহার মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও একাদশ ত্রয়োদশ এই নিন্দিত ছয় রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট প্রশস্ত দশরাত্রিতে স্বকীয় স্ত্রীতে অভিগমন করিবেন। ঋতুর প্রথম দিবসে চণ্ডালী দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনী তৃতীয় দিবসে রজকীর তুল্য অশুচি হয়, চতুর্থাহে ভর্ত্তৃসকাশে গমনের নিমিত্ত বিশুদ্ধা হয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাধীন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসে গমন করে সে ব্রহ্মহত্যা পাপে অভিলিপ্ত হয়, আজীবন পিতামাতা ও দেবতাগণের অর্চ্চনায় তাঁহার অধিকার থাকে না এবং ইহলোকে অযশস্বী হইয়া পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত হয় এবং

শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেঽহ্নি অশুদ্ধা দৈবপৈত্রয়োঃ।
দৈবে কর্ম্মণি পৈত্রে চ পঞ্চমেঽহনি শুদ্ধ্যতি ॥
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥
চতুর্থাহঃপরিত্যাগঃ প্রশস্তঃ সুতকাঙ্ক্ষিণঃ।
রীতেরস্যা বৈপরীত্যং কুত্রচিৎ পরিদৃশ্যতে ॥
পুমান্ পুংসোঽধিকে বীর্য্যে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়ঃ।
সমেঽপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেঽল্পে চ বিপর্য্যয়ঃ ॥
অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বীর্য্যবদ্ভক্ষ্যভোজনৈঃ।
ক্রিয়েত বীর্য্যস্যাধিক্যং স্বকুলস্য হিতৈষিভিঃ ॥

পরকালে উক্ত ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। রজস্বলা নারী চতুর্থাহে কেবল মাত্র ভর্ত্তৃসন্নিধানে গমনের নিমিত্ত শুদ্ধা হয়, আর দৈব পৈতৃক কর্ম্মে পঞ্চাহে পরিশুদ্ধা হইয়া সর্ব্বকার্য্যকরণে অধিকারিণী হয়। যুগ্ম রাত্রিতে গমন করিলে পুত্র ও অযুগ্ম রাত্রিতে কন্যা জন্মিয়া থাকে, চতুর্থাহে যদিও গমনের বিধি আছে, সে দিবসে সৎপুত্র কদাপি জন্ম গ্রহণ করে না, অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্বদাই চতুর্থাহ পরিত্যাগ করিবেন, এবং এই রীতিরও কোন স্থলে বৈপরীত্য ভাব দেখা যায়, তাহার কারণ এই, পুরুষের বীর্য্য অধিক হইলে অযুগ্ম রাত্রিতে পুত্র, আর স্ত্রী রজের আধিক্য প্রযুক্ত যুগ্মরাত্রিতে কন্যা হয়, এবং স্ত্রীপুরুষের

অনোজস্ত্ব্যঞ্চলঘুভির্ভোজ্যপানাদিভির্নরৈঃ।
রজঃক্ষৈণ্যং প্রপদ্যেত তেজস্বিন্যাশ্চ যোষিতঃ ॥
স্ত্রীরজসোঽধিকাৎ কন্যা যুগ্মাসু পুরুষাকৃতিঃ।
পুংসঃ শুক্রাধিকাৎ পুত্রোঽযুগ্মাসু স্ত্র্যাকৃতির্ভবেৎ ॥
মঘামূলাং বর্জ্জয়িত্বা শুদ্ধেন্দুলগ্নয়োঃ স্ত্রিয়ম্।
পুংবারতিথিনক্ষত্রে ঋতাবেব বিশেন্নরঃ ॥

রজ ও বীর্য্য সমতুল্য হইলে ক্লীব জন্মে, অথবা যমজ পুত্র-কন্যা হইয়া থাকে, আর রজ ও বীর্য্যের স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ক্ষীণভাব হইলে বা একতরের অত্যল্প নিঃসরণ হইলে গর্ভের অভাবও হয়। অতএব ঋষিগণ! স্বকুলের হিতার্থী পুরুষ, বীর্য্যজনক আহারাদি দ্বারা বীর্য্যের আধিক্যতা প্রতিপাদন করিবে, আর যদি বলবতী স্ত্রী হয়, অল্পবীর্য্যবিশিষ্ট উষ্ণকর লঘু আহার দ্বারা রজের ক্ষীণত্ব সম্পাদন করিবে; কোন স্থলে যুগ্মরাত্রিতেও স্ত্রীরজের পরিমাণ অধিক হইলে পুরুষের আকারবিশিষ্ট কন্যা সন্ততি জন্মে, আর অযুগ্ম রাত্রিতেও পুরুষের বীর্য্যাধিক্য হেতু স্ত্রীর আকৃতিবিশিষ্ট পুত্র সন্তান জন্মে, মঘা ও মূলা নক্ষত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক চন্দ্রশুদ্ধি ও লগ্নশুদ্ধি স্থিরীকরণ করিয়া রবি মঙ্গল ও বৃহস্পতি বাসরে পুং তিথি ও পুং নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া ঋতুরক্ষা করিবে। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন

মন্বাদিভিরভিহিতং বিধিঞ্চৈনং মহর্ষয়ঃ।
উল্লঙ্ঘ্য কামতো গচ্ছেদ্ যঃ স নরকমশ্নুতে ॥

তৈলকটাহঃ।

আরামে পুষ্পহর্ত্তারো দেবপূজার্থকল্পিতে।
ভূষয়ন্ত্যাত্মনো দেহং তে বৈ নরকমাপ্নুয়ুঃ ॥
জলে দেবালয়ে বাপি যঃ সৃজেন্মলমূত্রকম্।
ভুক্তশেষাবর্জ্জনংবা দন্তাস্থিনখশ্লেষ্মণঃ ॥
উষ্ণতৈলকটাহে স ক্ষিপ্যতে যমকিঙ্করৈঃ ॥
অন্যায়সাধিতং দ্রব্যং যশ্চান্যস্মৈ প্রযচ্ছতি।
অর্থংবা পুণ্যলাভায় স্বস্য পারত্রিকায় চ ॥

তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, সে বিধি লঙ্ঘন হেতু উক্ত নরকে অনন্ত যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া থাকে। (৪)

তৈলকটাহ।

যাহারা দেবপূজার নিমিত্ত উপকল্পিত আরাম বা উদ্যান হইতে পুষ্প হরণ করিয়া নিজ দেহের বেশভূষা সম্পাদন করে, নিশ্চয়ই সেই নাস্তিকমতি দুর্বৃত্ত দল ও যে মূঢ়মতি নরগণ জলে এবং দেবালয়ে মল মূত্র এবং ভুক্তশেষ আবর্জ্জন, ছিন্ন কেশ দন্ত অস্থি শ্লেষ্মা প্রভৃতি দেহজ মল পরিত্যাগ করে, তাহারা যমদূত কর্ত্তৃক অত্যুষ্ণ তৈলকটাহে

সৎ কার্য্যং কুরুতে তেন সদ্গতিমিপ্সুরাত্মনঃ।
ন কিঞ্চিল্লভতে পুণ্যং যস্যার্থস্তস্য তৎ ফলম্ ॥
আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা পরাংস্তারয়তে হি সঃ।
লাভাশ্চ কেবলাস্তস্য নরকে দুঃখরাশয়ঃ ॥
দেবতাগৃহভেত্তারস্তড়াগানাঞ্চ ভেদিনঃ।
পুষ্পারামভিদশ্চৈব তথা বিদ্যালয়ং ভিদঃ ॥
তৎসাহায্যকরো যশ্চ সোঽপি বৈ নরকং ব্রজেৎ।
দেবপূর্দাহকা যে চ তথৈব গ্রামদাহকাঃ ॥
কোটিকোটিকুলৈর্যুক্তা দহ্যন্তে নরকেঽত্র বৈ।
তদন্তে কোটিকল্পঞ্চ বিষ্ঠায়াঞ্চ কৃমির্ভবেৎ ॥
ততো বিংশতিকল্পং বৈ ভবেয়ুর্বিড্ভুজস্তথা।
তদন্তে ভুবমাসাদ্য চাণ্ডালাঃ কোটিজন্মসু ॥

প্রক্ষিপ্ত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যে জন অন্যায় কার্য্য দ্বারা অর্থাৎবলে ছলে, ভয় প্রদর্শন, চৌর্য বা অন্য প্রকার কুবৃত্তি দ্বারা অর্থ কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য অর্জ্জন করিয়া স্বকীয় পারত্রিক সদ্গতির লাভার্থ সেই অর্থ দ্বারা পুণ্য কার্য্য করে ও সেই দ্রব্য অন্যকে প্রদান করে, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র পুণ্যলাভ হয় না; প্রত্যুতঃ যাহার দ্রব্য তাহারই পুণ্য হয়, লাভের মধ্যে সে

ন্যায়ে চ ধনশিক্ষায়াং পক্ষপাতং করোতি যঃ।
তস্য বৈ নিষ্কৃতির্নাস্তি প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ॥
যস্য কস্যাপি পাপস্য যেঽনুমন্তৃসহায়িনঃ।
তে চাপি তত্র পাপার্দ্ধং নরকাংশ্চ যথোচিতান্ ॥
রত্নপাত্রং ভূষণঞ্চ হৃতং যৈস্তু কুবুদ্ধিভিঃ।
অপরস্যার্জ্জিতং দ্রব্যং প্রিয়ঞ্চাতীবদুর্লভম্ ॥
অকারণজগদ্বৈরী পিশূনাসূয়তাবশঃ।
অন্যস্য গুরুজনস্যৈব অসম্বন্ধপ্রলাপকঃ ॥

অনন্ত কাল উক্ত নরকে দুঃখারাশি ভোগ করে। সে আপনাকে সংক্রমন (সাঁকো) করিয়া অপরকে পার করে। যাহারা পবিত্র দেবালয়, পুষ্পোদ্যান, তড়াগ, বিদ্যালয় প্রভৃতি ভগ্ন করে, কিম্বা ভগ্নক্রিয়ার সাধনোপযোগিনী ক্রিয়ার সহায়তা করে এবং যাহারা দেবপুরী ও গ্রাম দগ্ধ করে, সেই পাপিগণ কোটি কোটি কুলের সহিত নিশ্চয় বিদগ্ধ হয়। তদন্তে কল্পকোটি কাল পর্য্যন্ত বিষ্ঠার কৃমি ও তাহার পর বিংশতি কল্প বিষ্ঠাভোজী হয়। অনন্তর ভূমণ্ডলে নৃশংস চণ্ডালকুলে কোটিবার জন্ম পরিগ্রহ করে। যে বিচারক, ধনসম্বন্ধীয় বা অন্য কোন দ্রব্যাদি সংক্রান্ত ন্যায় বিচারে পক্ষপাত করেন; তিনি মহাপাপী, অযুত বার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সেই মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ

নিন্দতি কটুবাক্যৈস্তং মর্ম্মাণি চ ভিনত্তি যঃ।
যমদূতৈশ্চ সংক্রুদ্ধৈর্দহ্যতে তৈলবহ্নিষু ॥
কুণ্ডাশী গোলকাশী চ তথৈব গ্রামযাজকঃ।
অযাজ্যযাজকশ্চৈব মহাপাতকিনঃ স্মৃতাঃ ॥
আজ্ঞাবহা দেবলকাস্তিথিনক্ষত্রযাজকাঃ।
মাতাপিত্রোরবশ্যা যে বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥

করিতে পারে না, এবং পরকালে এই নরকানলে পরিদগ্ধ হয়। যে মনুষ্য অন্যকে যে কোনরূপ পাপ কার্য্য করিবার জন্য প্রলোভনাদি দ্বারা প্রবৃত্তি ও যুক্তি দেয় বা সেই পাপ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করে, সেই প্রয়োজক ও অনুমতি প্রদান কর্ত্তা সেই পাপের অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হয়, এবং যেরূপ পাপাচরণ করিলে যে প্রকার নরকভোগ নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সেই নরকে সেই সেই নরকভোগ কালের অর্দ্ধেক কাল ভোগ করিয়া থাকে। যে দুর্বুদ্ধিপ্রযুক্ত অন্যের রত্নপাত্র ভূষণ ও অপরের অর্জ্জিত প্রিয় দ্রব্যাদি হরণ করে, এবং অকারণ সকলের প্রতি শত্রুতা ও অসূয়া প্রকাশ করিয়া নিন্দা করে এবং গুরুজন বা অপর ব্যক্তিকে অসম্বন্ধ প্রলাপ ও কটু বাক্য বলিয়া মর্ম্মভেদ করে, সে যমদূত কর্ত্তৃক এই জ্বলন্ত নরকে পরিপীড়িত হয়। পতিবিদ্যমানে অন্যকর্ত্তৃক যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহার নাম কুণ্ড, আর পতির অবর্ত্তমানে যে পুত্র জন্মে তাহাকে গোলক

পাষণ্ডা ইতি বিখ্যাতা যাতনা বহবঃ স্মৃতাঃ।
সর্ব্বে চ ব্রহ্মচাণ্ডালা মহাপাতকিনো নরাঃ॥
এতেষাং যাতনাঃ সর্ব্বা যুগানামেকবিংশতিঃ।
তদন্তে ভুবমাসাদ্য চাণ্ডালাঃ সপ্তজন্মসু॥

অসিপত্রবনম্।—

ব্রতানি পুরুষঃ স্ত্রী বা সংগৃহ্য ন সমাপয়েৎ।
অসিপত্রবনং প্রাপ্য ভুঙ্‌ক্তে পিশুনযাতনাম্॥

বলে, এই উভয়ের অন্নভোজী ব্যক্তি ও গ্রামযাজক অর্থাৎ গ্রামস্থ সকল জাতির যাজনকারী (গাজুনে) ব্রাহ্মণ, অযাজ্যযাজক, যে পতিত ও নীচ জাতির পৌরহিত্য ক্রিয়াসমাধানকারী, তিথিনক্ষত্রযাজক অর্থাৎ তিথি নক্ষত্রাদি-গণনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহক, আজ্ঞাবহ যে আজ্ঞাবহন শাল, দেবলক শব্দে যে ব্যবসাবুদ্ধিতে দেবতা স্থাপন করিয়া আচণ্ডাল সর্ব্ব জাতীর পূজা করিয়া ধনোপার্জ্জনকারী উঁহারা সকলেই মহাপাপী। আর যে পুত্র, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ পরমারাধ্যা জনক জননীর অবাধ্য, ও যে ব্যক্তি নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির প্রতি বিদ্বেষ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করে, ইহারা সকলে পাষণ্ড বলিয়া বিখ্যাত, এই মহাপাপিগণ একবিংশতি যুগপর্য্যন্ত এই উষ্ণতৈলকটাহ নরকে যাতনা সমূহ ভোগ করিয়া ভূলোকে সপ্তবার চাণ্ডালকুলে জন্ম গ্রহণ করে॥ (৫)

সংকল্পস্য যদা সিদ্ধির্ব্রতসিদ্ধিস্তদা খলু।
সংকল্পিতপরিত্যাগে মিথ্যাপাপং ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
যে চাপি বিঘ্নকর্ত্তারো ব্রতেষু নিয়মেষু চ।
দেবদ্বিজাদিপূজাসু তেষামপ্যেষ নির্ণয়ঃ॥ ৬

শ্বভক্ষ্যঃ।

কন্যাগামী নরো যস্তু সর্ব্বথা বিকলেন্দ্রিয়ঃ।
মহাপাপী দুরাচারঃ ভক্ষ্যমাণঃ শ্বভিঃ সদা॥

অসিপত্রবন।

পুরুষই হউক অথবা নারীই হউক, যদি ব্রত অবলম্বন করিয়া সমাপন না করে; তাহা হইলে অসিপত্রবন নামক সুদারুণ নরকে নিপতিত হইয়া পিশুন যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে। ব্রতারম্ভে সংকল্প করিয়া তাহার সিদ্ধি না করিলে ব্রতসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। সংকল্পরূপ প্রতিজ্ঞা হইতে পরিচ্যুত হইলে মিথ্যারূপ ভয়ঙ্কর পাপরাশি নিশ্চয়ই আক্রমণ করে। পক্ষান্তরে যাহারা আবার ব্রতাদি ও দেব-দ্বিজাদি পূজার বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহারাও অসিপত্রবনে নিপতিত হয়। ইহাই শাস্ত্রের বিনির্ণয়। (৬)

শ্বভক্ষ্য।

যে মনুষ্য সর্ব্বথা ইন্দ্রিয় সংযমে অসমর্থ প্রযুক্ত কন্যা-দূষণে দূষিত হইয়া মহাপাপের অনুষ্ঠান করে, পরলোকে

লভতে নিয়তং ঘোরাং ভৃশং নরকযন্ত্রণাম্।
শোণিতৌঘপ্রবর্ষী চ ভগ্নসন্ধির্বিমূর্চ্ছিতঃ॥
স্মরন্ পূর্ব্বকৃতং পাপং হাহাকারং বিমুঞ্চতি।
আকৃষ্য লোচনে কর্ণৌ শ্বানস্তস্য প্রভুঞ্জতে॥

ক্ষারাম্বুসেচনঃ।

যে চাতিকামিনো মর্ত্ত্যাঃ যে চ মিথ্যাভিবাদিনঃ।
ক্ষারাম্বুভির্মহাঘোরৈঃ সিচ্যন্তে তে নরাধমাঃ॥
তেষাং জিহ্বা মহাভাগাঃ পূর্য্যতে লবণাম্বুভিঃ।
বিদীর্য্য কর্ণচক্ষূংষি ক্ষতে ক্ষারং বিলিপ্যতে॥

দুরন্ত সারমেয়বৃন্দ তাহার সর্ব্বাঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। অঙ্গের সন্ধি সমূহ ভগ্ন হইয়া আইসে, অনবরত শোণিতপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, মূর্চ্ছা আক্রমণ করে। লোচন ও কর্ণ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া পিশিতাশী কুক্কুরগণ চর্ব্বণ করিতে থাকে। তখন সেই নরাধম পূর্ব্বকৃত পাপ সমূহ অনুধ্যান করিয়া হাহাকার করিতে থাকে। (৭)

ক্ষারাম্বুসেচন।

যাহারা নিতান্ত কামপরতন্ত্র, ও যাহারা কথায় কথায় মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, সেই সমস্ত নরাধম ঘোর ক্ষারাম্বু দ্বারা আপ্লাবিত হয়। তাহাদের পাপরসনায় লবণবারি প্রয়োগ করিয়া, কর্ণ ও লোচন দ্বয় উৎপাটন করতঃ ক্ষতস্থানে

ক্ষারহ্রদে মহারৌদ্রে ভ্রামন্তঃ পরিতশ্চ তে।
নিমজ্জন্তঃ পতন্তশ্চ উৎপতন্তঃ ক্ষণম্ ক্ষণম্॥
হাহারবং বিমুঞ্চন্তঃ সীদন্তি লবণার্ণবে।
জলৌকসশ্চ সংবেগাৎ দশন্তি পরুষাধমান্॥

হস্তিমর্দ্দনঃ।

গুরুভক্তিং গুরুপ্রীতিং গুরুরাগং গুরুস্তুতিম্।
বিহায় পুরুষঃ স্ত্রী বা যদি দ্রোহং সমাচরেৎ॥
গুরুনিন্দারতো ভূত্বা ন কুর্য্যাৎ গুরুগৌরবম্।
হস্তিভির্মদসম্মত্তৈঃ পীড্যতে মৃদ্যতে ভৃশম্॥

লবণরাশি বিলেপিত করে, তখন তাহারা মহারৌদ্র ক্ষারহ্রদে ইতস্ততঃ ভ্রমণ, নিমজ্জন, পতন ও উৎপতন করিতে করিতে হাহাকারশব্দে লবণসমুদ্রে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এবং জলৌকা সমূহ সেই সময়ে সবেগে সেই নরাধমদিগকে দংশন করিতে থাকে। (৮)

হস্তিমর্দ্দন।

কি স্ত্রী কি পুরুষ যে কেহ হউক না কেন, যদি গুরুভক্তি গুরুপ্রীতি, গুরুর প্রতি অনুরাগ ও গুরুর প্রতি স্তুতিনুতি পরিত্যাগ করিয়া গুরুদ্রোহ ও গুরুনিন্দা অবলম্বন করতঃ গুরুজনের মর্য্যাদা বিনষ্ট করে, তাহা হইলে পরলোকে মদ-

ভগ্নবিধ্বস্তসর্ব্বাঙ্গং পিষ্টাস্থিস্রুতশোণিতম্।
স্ফুটিতাক্ষং মহারাবৈরুৎক্ষিপ্য ক্ষিপ্যতে পুনঃ ॥ ৯

শিলাযন্ত্রঃ।

কামিনীনাং পরো ধর্ম্মঃ পতিশুশ্রূষণং সদা।
গুরূণাং সৎকৃতিঃ সর্ব্বৈঃ প্রযত্নৈর্গুরুরক্ষণম্ ॥
শ্বশ্রূসেবা মহাপুণ্যা সৎকারঃ শ্বশুরস্য চ।
অতিথীনাং সমাচারো দেবমন্দিরসৎকৃতিঃ ॥
কলহাদ্বিরতির্নিত্যম্ সৌনৃত্যং সত্যভাষণম্।
আর্জ্জবং গুরুশুশ্রূষা গার্হস্থ্যাচারসঞ্চয়ঃ ॥

মত্ত মাতঙ্গগণ তাহাদিগকে পদতলে প্রোথিত করিয়া, সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন ও বিধ্বস্তকরতঃ অস্থিসমূহ সম্যক্‌রূপে পেষণ করিয়া উত্তোলিত ও অধঃপতিত করে। গাত্র হইতে প্রবলবেগে রুধিরধারা বহির্গত হয় এবং নেত্র সমূহ একবারে স্ফুটিত হইয়া যায়। (৯)

শিলাযন্ত্র।

সর্ব্বদা পতিসেবাই রমণীকুলের পরম ধর্ম্ম। গুরুজনের গৌরবরক্ষা, গুরুলোকের সৎকারসম্পাদন ইহাদের প্রধান কার্য্য। শ্বাশুড়ী ও শ্বশুরের সেবাকার্য্যে নিয়ত থাকা ইহাদের পুণ্য ধর্ম্মের নিদান। অতিথিকুলের পরিচর্য্যা, দেবমন্দির

সত্যং শৌচং ধৃতিস্তোষঃ প্রসাদঃ সমদুঃখতা।
প্রার্থনাশূন্যতা চৈব সর্ব্বাবস্থাসু তুল্যতা ॥
এবমাসাং পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গমোক্ষবিধায়কঃ।
তস্যাতিবর্ত্তনাৎ ঘোরঃ শিলাযন্ত্রঃ প্রপদ্যতে ॥
পিংশন্তি তাসাং গাত্রাণি প্রবলা যমকিঙ্করাঃ।
স্মরন্তঃ পূর্ব্বকর্ম্মাণি মুঞ্চন্ত্যশ্রু দিবানিশম্ ॥ ১০
এতে চান্যে চ বহবো নরকা নামভেদতঃ।
বৈবস্বতপুরে জ্ঞেয়াঃ পাপিনাং ফলভুক্তয়ে ॥ ১১

সেবা, কলহশূন্যতা, সত্য ও প্রিয়ভাষিত্ব, ঋজুতা, বাহ্যন্তর-শুদ্ধি, গৃহস্থকুলের কার্য্যকলাপসম্পাদন, ধৈর্য্য, প্রসন্নতা, মনের সন্তোষসাধন, দুঃখে দুঃখ প্রকাশ, অলঙ্কারাদি প্রার্থনাশূন্যতা এবং সকল অবস্থাতে সমবৃত্তি হওয়াই ইহাদের পবিত্র ধর্ম্ম ও পবিত্র পুণ্য। ইহা দ্বারা কামিনীকুল নিষ্কলঙ্ক ভাবে জীবনাতিপাত করিয়া স্বর্গ ও মোক্ষলাভে অধিকারিণী হয়। যাহারা ইহার অতিবর্ত্তন করে তাহারা পরলোকে শিলাযন্ত্র নরকে আনীত হইয়া দারুণ যাতনা উপভোগ করে। প্রবল যমকিঙ্করগণ তাহাদের গাত্রসমূহ পেষণ করিতে থাকে। তখন হতভাগ্যা অবলাসমূহ স্বীয় কর্ম্ম অনুধ্যান করিয়া দিবারাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে। (১০)

মর্ত্ত্যলোকে যে যেরূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার ফলভোগের জন্য বৈবস্বতপুরে এই সমস্ত

অগণ্যান্যত্র পাপানি মর্ত্ত্যানাং ভাবভেদতঃ।
নরকাশ্চাপ্যসংখ্যেয়াঃ ভীষণা ভীষণাশ্রয়াঃ ॥ ১২
তেষাং দ্বাবিংশতিঃ প্রোক্তাঃ প্রধানা ঘোরমূর্ত্তয়ঃ।
পচ্যন্তে পাপিনো যত্র দহ্যন্তে চ নিরন্তরম্ ॥ ১৩
তেষাং কেচিৎ সমাখ্যাতাঃ কেচিচ্চ নামভেদতঃ।
বর্ণিতাশ্চান্যরূপেণ প্রত্যন্তাশ্চ নিরূপিতাঃ ॥ ১৪

নরক বিদ্যমান আছে। শুদ্ধ ইহাই কেন, এতদ্ব্যতীত নামভেদে আরও যে কত নরককুণ্ড পাপীদের প্রতীক্ষা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। (১১)

মানবগণের ভাবভেদে এই জগতে অগণ্য পাপরাশি অবলোকিত হয়, কিন্তু পাপও যেরূপ অগণ্য তাহার ফলভুক্তির জন্য নরকসমূহও অসংখ্যেয়; সমস্ত নরকই ভীষণ ও ভীষণাধার। অর্থাৎ পাপিগণ অবলোকন করিলেই কম্পান্বিত কলেবর হইয়া শিহরিয়া উঠে। (১২)

এই সমস্ত নরকের মধ্যে দ্বাবিংশতি নরকই প্রধান বলিয়া পরিগণিত, ইহাদের মূর্ত্তি নিতান্ত ভয়ঙ্কর। আমি ইতি পূর্ব্বে ইহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, এই খানেই পাপিকুল আকুল ভাবে নিয়ত পচ্যমান ও পরিদগ্ধ হইয়া পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম সমূহের ফলভোগ করতঃ নিদারুণ নিরয়যন্ত্রণা উপভোগ করে। (১৩)

ইহাদের কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কতকগুলির নামান্তরভেদে অন্যরূপে বর্ণনা হইয়াছে, শুদ্ধ ইহারা

মহাঘোরো মহাঘোরঃ প্রত্যুদেত্যভিধীয়তে।
দুরন্তকণ্টকাকীর্ণঃ বহুসূচিভিরাবৃতঃ ॥
জ্বলন্তী চায়সী যত্র শিলা পরমভীষণা।
যত্র তিষ্ঠতি পাপাত্মা পরদারোপসেবকঃ ॥ ১৫
পূর্ব্বমেষ সমাখ্যাতঃ শাল্মলশ্চ বিশেষতঃ।
পীড্যন্তে যোষিতো যত্র ভ্রষ্টা দুশ্চরিতাঃ সদা ॥ ১৬

কেন, ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত প্রত্যন্ত নরক বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ অনেক গুলি আপনাদের সমক্ষে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাদের উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি উল্লিখিত হইতেছে। (১৪)

আমি ইতিপূর্ব্বে দারুণ যন্ত্রণাময় মহাঘোর নামে যে নরকের উল্লেখ করিয়াছি ইহার নামান্তর প্রত্যুদা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গহনস্থান দুরন্তকণ্টকে পরিপূর্ণ। সুতীক্ষ্ণ সূচিসমূহ পাপিকুলের প্রতীক্ষা করিতেছে। পরমভীষণ ও প্রজ্বলিত লৌহময়ী শিলা এইখানে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। যে পাপাত্মা পরদারসেবী এই নরকই তাহার ফলভোগের স্থল। (১৫)

আমি ইতিপূর্ব্বে এই নরকের উল্লেখ করিয়াছি, বিশেষতঃ শাল্মল নরক সবিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সমস্ত কামিনী পরম দৈবত পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে জীবন যৌবন সমর্পণ করে, তাহাদিগকে এইস্থলে নিদারুণ

বিমোহনো মহামারঃ ক্ষারহ্রদাসমো মতঃ।
পরহিংসারতা যত্র দহ্যন্তে পাপকারিণঃ॥
প্রবঞ্চকা দুরাত্মানঃ ধূর্ত্তাশ্চ প্রভুবঞ্চকাঃ।
কৃতঘ্নাঃ খলু পচ্যন্তে বিহ্বলাশ্চ বিমোহিতাঃ॥ ১৭
কীটাদো নরকো ঘোরশ্চাপ্রতিষ্ঠেতি সংজ্ঞকঃ।
পূযমূত্রাদিভিঃ পূর্ণঃ কীটৈশ্চ পরিপূরিতঃ॥

যাতনা সম্ভোগ করিতে হয়। এই মহীমণ্ডলে পতিই সতী-কুলের একমাত্র গতি। পতির পাদপদ্ম আরাধনা করিলে ইহাদের যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, প্রভৃতি ধর্ম্ম্য কর্ম্মের যাবতীয় ফলই উপলব্ধি হয়। ব্যভিচার দোষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর মহাপাতক নাই। সুতরাং শাল্মল নরকই ইহার সম্পূর্ণ বিশোধন স্থান। (১৬)

অতি ভয়ঙ্কর বিমোহন নামে যে নরক প্রথিত আছে, ক্ষারহ্রদা ইহার সম্পূর্ণ সুসদৃশ। যে পাপাত্মাগণ পরহিংসায় নিতান্ত নিরতচিত্ত, যাহারা দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া প্রবঞ্চনা ও ধূর্ত্ততা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, স্বামীর আদেশ প্রতিপালন না করিয়া বিশ্বাস ভঙ্গ করতঃ, কল কৌশলে তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করে, সেই সমস্ত কৃতঘ্নদ্রোহী কৃতঘ্ন পাপিসমূহ বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া এইস্থানে পচ্যমান হয়। (১৭)

স্মৃতিবেদাদিভেত্তারঃ পচ্যন্তে যত্র দুর্ম্মদাঃ।
দশ্যন্তে দংশকৈর্নিত্যং পুরীষাদিবিলুণ্ঠিতাঃ॥ ১৮
কৃমিভক্ষ্যো মহারৌদ্রশ্চোগ্রসংজ্ঞঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পিতৃমাতৃগুরুদ্রোহী ভুঙ্‌ক্তে স্বকর্ম্মজং ফলম্॥ ১৯
নানাভক্ষ্যো মহাভীমঃ মাংসকৃত্তিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কুখাদ্যভোজিনো যত্র পচ্যন্তে কল্পবৎসরান্॥ ২০

কীটাদ নরক সাতিশয় ভীষণ, অপ্রতিষ্ঠা ইহার নামান্তর। এই গহনস্থান পূয় মূত্র ও কীটাদি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবৃত। যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের সুনিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে, তাহারা এই স্থলে পুরীষরাশিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া অনন্তকাল দংশককুলের দংশন যন্ত্রণা উপভোগ করিয়া থাকে। (১৮)

মহারৌদ্র কৃমিভক্ষ্য নরক উগ্রনামে প্রসিদ্ধ। পরম পূজনীয়,দেবতা স্বরূপ জনক জননী অথবা গুরুজনের বিদ্রোহ আচরণ করা যাহার চির অভ্যাস,সেই নরাধম এই স্থলে স্বকর্ম্মজ ফলরাশি উপভোগ করে। (১৯)

নানাভক্ষ্য নামে নরক অতীব ভয়ঙ্কর, এই সুবিস্তৃত নরক, মাংসকর্ত্তন বলিয়া প্রথিত। যাহারা কুখাদ্যভোজী তাহারা অগণ্য কল্পকাল পর্য্যন্ত এই স্থলে পচ্যমান হয়। (২০)

কুবৃত্তিঃ কুকথাসারঃ কুপ্রতিষ্ঠঃ কুকর্ম্মভাক্।
সর্ব্বে মৃত্যোঃ পরং ঘোরাং লভন্তে যমযাতনাম্ ॥২১
তমঃ প্রোক্তো নিরুচ্ছ্বাসঃ বমঃ কাকোলসংজ্ঞিতঃ।
একাকী মিষ্টভুগ্ যত্র কোটিকল্পান্ বিলীয়তে ॥ ২২
ঘোরো যন্নিরয়ো ঘোরঃ ক্ষুরধারাভিসংজ্ঞিতঃ।
বিপ্রভূমিহরা যত্র পচ্যন্তে দশজন্মসু ॥ ২৩
অগ্নিজ্বালো মহাজ্বালাসংজ্ঞিতো যত্র পাপিনঃ।
দহ্যন্তে বিকৃতাকারা ঘোরৈশ্চ যন্ত্রণৈঃ ॥ ২৪

কুবৃত্তি, কুকথাই যাহাদের রসনায় নিয়ত নৃত্য করে, যাহারা কুকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া কুকীর্ত্তি-ভাজন হয়, তাহারা মৃত্যুর পর ঘোর যমযন্ত্রণা উপভোগ করে। (২১)

তম,নিরুচ্ছ্বাস নরকের নামান্তর। বমনাখ্য নরক কাকোল বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি একাকী সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে,সে কোটিকল্পকাল এখানে বিলীন হয়। (২২)

ঘোরাখ্য ঘোর নরক ক্ষুরধারা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহারা ব্রাহ্মণের ভূমি অপহরণ করে তাহারা দশজন্মকাল এইখানে পচ্যমান হয়। (২৩)

অগ্নিজ্বাল নরক ও মহাজ্বালা উভয়ই একরূপ। এই স্থলে পাপিবর্গ বিকৃতাকৃতি হইয়া ঘোর যন্ত্রণার বশবর্ত্তী হয়। (২৪)

পূর্ব্বমুক্তো ময়া সম্যঙ্নিরয়স্তু শ্বভোজনঃ।
পরিলুম্প ইতি খ্যাতো গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুলঃ ॥ ২৫
এবং যে যে সমাখ্যাতা নরকাশ্চোগ্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভিন্নতাং তে সমায়ান্তি কেবলং নামভেদতঃ ॥২৬
পাপিনাং পাপভোগেষু সর্ব্বে একবিধাঃ স্মৃতাঃ।
পাপমেব প্রয়াণায় নরকে মূলকারণম্ ॥ ২৭
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপ্রথিতং যদ্বিদাম্মতম্।
কার্য্যমেব ধরাধাম্নি চান্যথা বৈপরীতকম্ ॥ ২৮

আমি ইতিপূর্ব্বেই শ্বভোজন নরকের বিষয় সম্যক্ রূপে বর্ণনা করিয়াছি, ইহার নামান্তর পরিলুম্প, এই ভয়াবহ নরক গৃধ্র ও গোমায়ুকুলে পরিপূর্ণ। এইরূপে উগ্রমূর্ত্তি যে যে নরকের বিষয় সম্যক্রূপে উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা,কেবল নামভেদে পরস্পর বিভিন্ন। কিন্তু কার্য্যতঃ পরস্পর একবিধ। (২৫)

পাপিগণের পাপভোগ বিষয়ে সমুহ নরকই প্রায় এক-রূপ। যন্ত্রণা যত প্রকারই হউক; তাহার ভোগ ও কষ্ট সম-রূপ ব্যতীত অন্যরূপ হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল। (২৬)

পাপই নরক গমনের একমাত্র মূলকারণ। অতএব যাহারা নিজের শ্রেয়োভিলাষী তাহারা যদি পাপ পথ হইতে বিরত হইতে পারেন, তবেই মঙ্গল, অন্যথা যমযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার আর অন্য প্রত্যাশা নাই। (২৭)

এই ধরণীতলে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহ

কো হি বক্তুমলং সম্যঙ্ নিরয়ান্ বিবিধানিহ।
প্রেতরাজস্য পাপানাং পাপিনাং ফলভুক্তয়ে ॥ ২৯
তস্মাচ্ছান্তঃ ক্ষমো দান্তঃ জিতক্রোধঃ সদাশুচিঃ।
পরস্বেষু স্পৃহাশূন্যো নিয়তং ধর্ম্মমাচরেৎ ॥ ৩০
হরিনাম পরং বস্তু পরং স্বস্ত্যয়নং ভুবি।
সর্ব্বপাপোপশমনং চক্রিণশ্চক্রমুত্তমম্ ॥ ৩১

যেরূপ বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই পরম জ্ঞানী মহর্ষিমণ্ডলের একান্ত অভিপ্রেত, তাহাই সর্ব্বতোভাবে সুসাধন করা মানবমণ্ডলের প্রধান করণীয়। ইহার অন্যথাচরণ করিলে বিপরীত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। (২৮)

প্রেতরাজনগরীতে পাপিকুলের, পাপভোগের জন্য যে সমস্ত অসংখ্যেয় নরক প্রতীক্ষা করিতেছে, কোন ব্যক্তি তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে সমর্থ? (২৯)

অতএব শান্ত, ক্ষমাশীল, দাতা ও ক্রোধবিজয়ী হইয়া, জীবন যাত্রা সম্পন্ন করা মানবজীবনের প্রধান কার্য্য। বাহ্য ও অভ্যন্তর পবিত্র করতঃ পরস্ব হইতে নিস্পৃহ হইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্ম আচরণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (৩০)

এই জগতে হরি নামই উৎকৃষ্ট স্বস্ত্যয়ন। অর্থাৎ যদি কেহ কখনও স্বীয় মঙ্গল সঞ্চয়ের জন্য অভিলাষী হয়, তাহা হইলে হরি নাম অপেক্ষা আর মঙ্গলময় কিছুই নাই। বিষ্ণুচক্রই সমূহ পাপরাশি সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিতে

ততঃ কলিকৃতং ঘোরং কলুষং পরিসংহরেৎ।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব ভেষজম্ ॥ ৩২
হরিচরণসরোজং রাজতে যস্য চিত্তে
নিয়তমিহ মনোজ্ঞং কল্মষঘ্নং পবিত্রে।
শমনসদনভীতিস্তস্য নাস্তি কদাচি-
দ্ভবজলনিধিপারে কর্ণধারঃ স এব ॥ ৩৩
যৎপাদপদ্মাদ্গালিতামৃতদ্রবৈ-
র্মন্দাকিনী দেবপুরীং পুনাতি বৈ।

সমর্থ। অতএব সর্ব্বমঙ্গলময়ের মঙ্গলময় চরণারবিন্দে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ক্রিয়া কলাপাদির অনুষ্ঠান করতঃ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিলেই নিজের নিত্য মঙ্গল সমাহিত হয়। (৩১)

অতএব মহর্ষিগণ! যদি কলিকৃত কলুষরাশি সংহার করিতে কাহার বাসনা থাকে,তাহা হইলে হরি নাম হরি নাম হরি নামই এক মাত্র মহৌষধ গ্রহণ করিবে। (৩২)

হে মহর্ষিমণ্ডল! যাহার পবিত্র চিত্তে মনোরম কল্মষবিনাশি অবিনাশি শ্রীহরির চরণারবিন্দ নিয়ত বিরাজ করে, তাহার শমনালয়ে গমন বিষয়ে অণুমাত্র বিভীতির উদয় হয় নাই, যেহেতু দুস্তর ভবজলনিধির পরপারে ত্রাণ করিবার নিমিত্ত তিনিই একমাত্র কর্ণধার॥ (৩৩)

সপ্তর্ষয়ো যত্র কৃতাবগাহনাঃ
হরের্হরের্নাম বদন্তি সন্ততম্ ॥ ৩৪
মহর্ষয়স্তে শনকাদয়শ্চির-
মব্যক্তরূপং বিমলং নিরাগসম্।
ধ্যায়ন্তি যোগৈর্যতয়ঃ প্রযত্নত-
স্তস্মাৎপরং কিং জগতি প্রপদ্যতে ॥ ৩৫
ব্রহ্মাপি যং চিন্তয়তি প্রমাদ্যতি
চতুর্মুখৈর্নালমিয়ত্তয়া চ যম্।
বিমাতুমেনং হরিসংজ্ঞমীশ্বরং
তস্মাৎ পরং কিং জগতি প্রপদ্যতে ॥ ৩৬

ভগবতী মন্দাকিনী যাঁহার নির্ম্মল পাদপদ্ম হইতে বিগলিত অমৃতধারায় পরিপূরিত হইয়া, নিখিল ত্রিদশপুরীকে পরম পবিত্র করিতেছেন, যে মন্দাকিনীর পুণ্য সলিলে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহন করিয়া জয় শ্রীহরি জয় শ্রীহরি এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন, তদপেক্ষা আর স্পৃহনীয় কি ? (৩৪)

শনকাদি মহর্ষিগণ চিরকাল সেই অব্যক্তস্বরূপ নিরঞ্জন নির্দোষ পরমপুরুষে আত্মা সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন। যতিগণ যত্ন সহকারে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া নিরন্তর ধ্যাননিষ্ঠ আছেন। হে ঋষিগণ! মহীতলস্থ মানবগণের পরিত্রাণের জন্য তদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট কি ? (৩৫)

ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মাও নিয়ত অনুধ্যান করিতে-

যন্নামলিপ্তাঙ্গমনঙ্গহন্তা
পরেতভূমৌ কিল ভূতনাথঃ।
বীণাং সমাদায় চিরং প্রমত্তো
হরে হরে ক্বাসি বিরৌতি শম্ভুঃ ॥ ৩৭
বেদাদয়ো যং বিমলং প্রসন্নং
বিকল্পহীনং পুরুষং বদন্তি।
সচ্চিন্ময়ং জ্ঞানময়ং বিশুদ্ধ-
মতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মতমং তমোঘ্নম্ ॥ ৩৮

ছেন বটে, কিন্তু স্বরূপ তত্ত্ব বিনির্ণয় করিতে সমর্থ না হইয়া পদে পদে প্রমাদে পতিত হইতেছেন। অধিক কি তিনি চতুর্মুখেও তাঁহার ইয়ত্তা নিরূপণে সম্পূর্ণ অক্ষম, অতএব এই হরিসংজ্ঞ পরমেশ্বর অপেক্ষা জগতে কিছুমাত্র বরীয়ান্ নাই ॥ (৩৬)

অনঙ্গহন্তা ভূতভাবন ভবানীপতি, পঞ্চভূত সংযমন করিয়াও বিশ্বভূত শ্রীহরির অভূতপূর্ব্ব প্রেমে বিগলিত হইয়া, সর্ব্বকলেবরে হরিনাম অঙ্কিত করতঃ প্রমত্ত ভাবে ভূতকুলের সহিত প্রেতভূমিতে বীণা যন্ত্রে হরিনাম গান করিতেছেন এবং বিহ্বল চিত্তে পুনঃপুনঃ বলিতেছেন হে হরে হে হরে আপনি কোথায় ? (৩৭)

সাম যজুঃ ঋক্ ও অথর্ব এই বেদচতুষ্টয় ও উপনিষৎসমূহ যাঁহাকে বিমল, চিদানন্দময়, বিকল্পবিহীন পরম

যদাত্মতো জাতমিদং হি বিশ্বং
বিশ্বম্ভরো ভারবহস্ত্রিলোকে।
পূর্ণঃ সদানন্দময়শ্চ বুদ্ধঃ
স পাতু দেবো বরদশ্চিরায়॥ ৩৯
ক্ষণে ক্ষণে নো ভবতি প্রমাদঃ
পদে পদে চ দ্বিষদো ব্রজন্তি।
সর্ব্বত্র দৃষ্টো গহনান্ধকারো
ধ্বান্তস্য হর্ত্তা হরিরের নূনম্॥ ৪০

পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সৎ ও চিৎ যাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব, যিনি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে অবস্থান করায় চিরবিশুদ্ধ শাশ্বত সনাতন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, যাঁহার ধ্যান বশে তমোরাশি একবারে বিনষ্ট হয়, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম ও অতীন্দ্রিয়, তদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট কোথায়? (৩৮)

এই নিখিল বিশ্ব তাঁহার পূর্ণ আত্মা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে, তিনিই বিশ্বম্ভর এবং ত্রিভুবনের দুরন্ত ভার বহনে তিনিই একমাত্র সমর্থ। তিনি পূর্ণ, সদানন্দময় এবং নিত্য-বুদ্ধ স্বরূপ। সেই বরদ ভগবান্ শ্রীহরি আপনাদিগেক রক্ষা করুন॥ (৩৯)

আমাদিগের চিত্ত নিতান্ত বিরূপ, কখন কোন অবস্থায় থাকে তাহার স্থিরতা নাই, এজন্য ক্ষণে ক্ষণে প্রমাদে পতিত

পথি পথি কিল গর্ত্তং ধ্বান্তমালোকহীনম্
ভবতি চ বিনিপাতস্ত্রাতুমস্মান্ ক ঈষ্টে।
অত ঋষিবরবর্য্যাঃ যৌগপদ্যং বিধায়
হরিহরিহরিবাদং সর্ব্ব এব ব্রুবন্তু॥ ৪১
চলতু নয়নমার্গান্মোহসন্ধিঃ সমগ্রো
নিখিলতলবিকাশী পূর্ণ আলোক এতু।
বিমলবিবুধলোকাঃ নেত্রমার্গং প্রযান্তু
হরিহরিহরিবাদং সর্ব্ব এব ব্রুবন্তু॥ ৪২

হইবার সম্ভাবনা। এদিকে আত্মতত্ত্ববিরোধী দ্বিষৎ সমূহ প্রতিপাদবিক্ষেপেই আমাদের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে, আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকে গহন অন্ধকার-ময় দুরন্ত প্রদেশ সমূহ নয়নগোচর হয়। কিন্তু এই দুর্নিবার অন্ধকার নিরাকরণের হরিই একমাত্র উপায়॥ (৪০)

আমাদের অবলম্বিত পথে প্রতিস্থানেই ধ্বান্তময় সুগ-ভীর গর্ত্ত, ভীষণ আকারে অবস্থিত আছে, সুতরাং পদস্খলন হইয়া সেই নিদারুণ গর্ত্তে প্রায় পতিত হইতে হয়। কোন ব্যক্তি সেই ধ্বান্তদেশ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। অতএব হে ঋষিবর্য্যসমূহ! সকলেই একবার যৌগপদ্য অবলম্বন করিয়া,হরি বোল, হরি বোল,হরি বোল এইবাক্য উচ্চারণ করুন॥ (৪১)

আমাদের নয়নমার্গ হইতে সমগ্র মোহাদি বিদূরিত হউক, নিখিল ভুবনবিকাশী অবিনাশী পূর্ণ আলোক সতেজে

পীতং ময়া সোমরসং যথেষ্টং
ভোক্ষ্যং চ ভোজ্যং বহুশো দ্বিজেন্দ্রাঃ।
তৃপ্তিং ন যায়াৎ হৃদয়ং কথঞ্চিদ্-
যথা হরের্নামনিষেবণেন ॥ ৪৩
ন যত্র পদ্মং সরসা চ কিং ফলং
ন যত্র ধর্ম্মো ভবনেন কিঞ্চ।
ন যত্র সত্যং রসনা চ শূন্যা
ন নাম বিষ্ণোঃ খলু তচ্ছবস্থলম্ ॥ ৪৪

আগমন করুক, নির্ম্মল দেবলোকসমূহ নেত্রমার্গে পতিত হউক, অতএব সকলেই একবাক্যে হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, এই মহাবাক্য উচ্চারণ করুন ॥ (৪২)

আমি ইচ্ছানুসারে প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান করিয়াছি, হে দ্বিজেন্দ্রগণ! কতপ্রকার ভক্ষ্য ও ভোজ্য পদার্থ ইচ্ছামত উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু শ্রীহরির নামামৃত পান করিয়া চিত্তচকোর যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করে, তদপেক্ষা আর কিছুই তৃপ্তিকর নাই ॥ (৪৩)

যে সরোবরে পদ্ম নাই, সেই সরোবর যেরূপ বিফল, যে নিকেতনে ধর্ম্মের আলোচনা নাই, সেও যেরূপ বিফল, সত্যহীনা রসনাও যেমন নিষ্ফল, যেস্থলে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম উচ্চারিত না হয়, তাহাও শ্মশানভূমি স্বরূপ নিতান্ত নিষ্ফল ॥ (৪৪)

পাপং দুরাপং প্রতিযাতি দূরং
চিত্তং পবিত্রং সহসোপজায়তে।
মলীমসং তস্য কুতো ন কিঞ্চি-
দ্ধরের্হরের্নাম মহৌষধং তৎ ॥ ৪৫
রোগঃ সমগ্রো ভুবনেষু রূঢ়ঃ
কামাদয়ো যন্নিয়তং ভ্রমন্তি।
নেত্রাদয়ো যান্তি কুমার্গমেব
হরের্হরের্নাম মহৌষধং তৎ ॥ ৪৬

শ্রীহরির নামই ভবরোগের প্রধানতম ঔষধ। এই মহৌষধ পান করিলে দুর্গম পাপরাশি বিদূরিত হয়, সহসা পাপাত্মার চিত্তও পবিত্র ভাব অবলম্বন করে এবং কোনও দিকে কোনও প্রকার মলিনতা ক্ষণকালের জন্যও অবস্থিতি করিতে পারে না ॥ (৪৫)

এই জগতে সমগ্র রোগ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, সামান্য নরযোনি কখন কোন রোগের বশবর্ত্তী হইয়া আরোগ্য লাভে বঞ্চিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে। এদিকে কামক্রোধাদি রিপুগণ প্রবল ভাবে দণ্ডায়মান, কখন কোন্ সূত্রে কোন্ বিপদে পতিত করে। নেত্রাদি সমূহ নিয়ত কুপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে, অতএব হরি নাম ব্যতীত আর মহৌষধ নাই ॥ (৪৬)

ব্রহ্মঘ্নো মদ্যপো বাপি বিদ্রোহী স্বজনস্য চ।
গুরুনিন্দারতশ্চৈব মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ ॥ ৪৭
ভ্রমস্তেষাং ন কুত্রাপি সর্ব্বমক্ষিগতং ভবেৎ।
ভূতঞ্চৈব ভবিষ্যচ্চ স জানাতি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৮
তস্য নয়ননৃত্যানি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
বিনা বিষ্ণোঃ প্রসাদং বৈ কো বক্তুং প্রবভত্যলম্॥ ৪৯

এই মহীমণ্ডলে লোক ব্রহ্মহত্যাপাপে পরিলিপ্ত হউক, অথবা মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া অবস্থান করুক, কিংবা স্বজনের বিদ্রোহীই হউক, কিংবা তাহার পাপ রসনা গুরুনিন্দায় নিতান্ত নিরত হউক, ভগবান্ শ্রীহরির শরণাগত হইলে সমূহ কলুষরাশি অপগত হয়॥ (৪৭)

হরিপাদপদ্মে যাহাদের চিত্ত নিতান্ত অনুরক্ত, তাহাদের কোথাও ভ্রম প্রমাদ হইবার সম্ভাবনা নাই, সমূহ জগৎ তাহাদের নেত্রপথে অবস্থিতি করে। অতীত ও অনাগত সমস্ত বিষয়ই তাহার প্রত্যক্ষীভূত হয়, সেই মহাপুরুষ সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবলোকন করিয়া থাকেন॥ (৪৮)

চতুর্দ্দশ লোক তাঁহার নয়নে যেন নৃত্য করিতে থাকে। অতএব শ্রীহরির অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ সম্যক্ রূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়॥ (৪৯)

তস্মান্নারায়ণং বন্দে দেবদেবং জগৎপিতিম্।
তৎপ্রসাদাৎ প্রবক্ষ্যামি গতিঞ্চানুত্তমাং শুভাম্॥ ৫০

ইতি সংসারচক্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

আমি সেই জন্য জগতের স্থিতিকারণ, দেবদেব নারায়ণকে বন্দনা করিলাম। তাঁহার প্রসাদ বলে জীবকুলের উৎকৃষ্ট গতি বর্ণনা করিতে পারিব। আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন॥ (৫০)

ইতি সংসারচক্রে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বর্ণিতা নরকাঃ সম্যক্ তেষাং ভাববিভাবনম্।
সংক্ষেপেণ সমাখ্যাতং ভূয়ঃ কিং প্রবদামি বঃ॥ ১

ঋষয় ঊচুঃ॥

নিশম্য পাপসংভেদান্ নরকাংশ্চ মুনীশ্বর।
জ্ঞানং হি লভতে জন্তুর্ধর্ম্মকর্ম্মপরো ভবেৎ॥ ২

হে ঋষিগণ! নরক সমূহ সম্যক্ রূপে বর্ণিত হইল, সমস্ত নরক ভাবভেদে যেরূপ নামান্তর ও ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাও সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। অতঃপর কি বলিব বলুন। (১)

ঋষিগণ কহিলেন। হে মুনীশ্বর! আপনার নিকট পাপভেদ ও নরকভেদ শ্রবণ করিলে জন্তুগণ ধর্ম্মকর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানই মানবযোনির পরিত্রাণের একমাত্র নিদান। এই নির্ম্মল জ্ঞান, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কদাপি উৎপন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্মও চিরকাল বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি প্রথিত কর্ম্মরাজি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব সৎকর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (২)

ইদং স্বস্ত্যয়নং নিত্যং নিবৃত্তিঃ কিংফলা মুনে।
কথং নরেণ স্থাতব্যং কো বিধির্নিয়মশ্চ কঃ॥ ৩
কে হি স্বর্গং প্রপদন্তে তস্য বা রূপলক্ষণম্।
বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রলোকানাং গতিশ্চ পরিকীর্ত্ত্যতাম্॥ ৪
যেনোপায়েন ভগবন্ লোকো দুঃখং ন বিন্দতি।
পরত্র পরমং পূজ্যঃ সেব্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ॥ ৫

জ্ঞান নিত্য ও পরম মঙ্গল জনক। ইহাই মানবকুলের পরম স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ। অর্থাৎ যে কোনও বিষয়ে স্বস্তিলাভের জন্য সমুৎসুক হইলে জ্ঞানই প্রধান নিদান। এই জ্ঞান যখন ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইয়া কুপ্রবৃত্তির যথাবিধি দমন কার্য্য সম্পাদন করে, তখনই মানব নিঃশ্রেয়স্ লাভের অধিকারী হয়। হে মহর্ষে! পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে কি উৎকৃষ্ট ফল উপলব্ধ হয়, কি বিধি অবলম্বন করিয়া অথবা কি কি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মানবের অবস্থান করা কর্ত্তব্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন করুন। (৩)

মনুষ্যগণ কিপ্রকারে জীবনাতিপাত করিলে, অক্ষয় স্বর্গ লোকে গমন করে, স্বর্গের স্বরূপলক্ষণ কি, ব্রহ্ম বিষ্ণু ও ইন্দ্র-লোকাদি কিরূপ এবং সেই সমস্ত লোকের গতিই বা কিরূপ, এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। (৪)

হে ভগবন্! কি উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্য পরিণামে দুঃখপাশে আবদ্ধ হয় না, পরন্তু সুরগণের সেবিত

বসত্যাকল্পপর্য্যন্তং মহাকীর্ত্ত্যা নিনাদিতঃ ।
তৎ সর্ব্বং কিল তত্ত্বেন সম্যগাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬

ঋষিরুবাচ ॥

শৃণুতাবহিতাঃ সম্যক্ তত্ত্বেন পুরুষর্ষভাঃ ।
স্বর্গস্বরূপং প্রথমং প্রার্থ্যমানং মহাজনৈঃ ॥ ৭
পুণ্যস্য পরিপাকান্তং ফলং যৎ স্বর্গলক্ষণম্ ।
যত্র দিব্যং সুখং নিত্যং কষ্টং যত্র ন বিদ্যতে ॥ ৮

ও পরম পূজ্য হইয়া আকল্পকাল সুখময় প্রদেশে অবস্থান করে, কি উপায়ে মানবমণ্ডলীর কীর্ত্তিনিনাদ দিগ্-দিগন্তর নিনাদিত করে, আপনি সেই সমস্ত যথাযথ বর্ণনা করিয়া অনুগৃহীত করুন । ৫ । ৬ ।

ঋষি কহিলেন ।

হে পুরুষর্ষভ মহর্ষিগণ ! আপনারা সম্যক্‌রূপে অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । আমি প্রথমতঃ স্বর্গের স্বরূপ লক্ষণ বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম এই অক্ষয় স্বর্গই মহাজনগণের পরম প্রার্থনীয় ॥ (৭)

পুণ্যের পরিপাকান্ত ফলের নামই স্বর্গ। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে কৃষকেরা ধান্যবপন করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি প্রভাবে শস্যবৃক্ষের শুভপরিপাকাবস্থা সম্পন্ন করিতে

পরপীড়া পরদ্রোহো লোভঃ কামস্তথা ক্রুধা ।
ন তিষ্ঠন্তি যতঃ ক্বাপি তদেব স্বর্গলক্ষণম্ ॥ ৯
নাকালে ম্রিয়তে যত্র নাভাবঃ পরিলক্ষ্যতে ।
সর্ব্বসম্পৎসমুচ্ছ্বাস স্তদেব স্বর্গলক্ষণম্ ॥ ১০
যজেত স্বর্গকামো বৈ শ্রুতিস্মৃতিষু সংস্থিতঃ ।
যাগযজ্ঞাদিসংলভ্যো লোকঃ স্বর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১

পারিলে, যেরূপ অপরিমেয় চিরবাঞ্ছিত ফলরাশি উপার্জ্জন করে, মানবগণও মানসক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া জ্ঞান-বারি দ্বারা যথাবিধি সেচনক্রিয়া সম্পাদন করতঃ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কণ্টকাবলী সমূলে উন্মূলিত করিয়া, ধর্ম্মবৃক্ষ সবিশেষ পরিপক্ক করিতে পারিলে যাহার পরম রমণীয় চির-মঙ্গলময় অক্ষয় ফল উপভোগ করে তাহার আধার স্থানই স্বর্গ। এইখানে সনাতন ও চিরসুখ বিরাজমান আছে। কষ্টের লেশমাত্রও নাই ॥ (৮)

যেস্থলে পরপীড়া, পরদ্রোহ, লোভ, কাম ও ক্রোধ ক্ষণকালের জন্যও অবস্থিতি করে নাই, সেই পরম পবিত্র রমণীয় স্থানই স্বর্গ ॥ (৯)

অকাল মৃত্যু কাহাকে বলে, যথাকার অধিবাসীরা কখনও অবগত নহে, কোনও বিষয়ের কিছুমাত্র অভাব যেখানে পরিলক্ষিত হয় নাই, সম্পত্তি সমূহ সমুচ্ছ্বসিত হইয়া যেস্থানে নিয়ত বিরাজ করিতেছে, সেই অপূর্ব্ব স্থানই স্বর্গ ॥ (১০)

শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ প্রথিত আছে, যে স্বর্গকামনা

গন্ধর্ব্বা গায়কা যত্র নৃত্যত্যপ্সরসাং গণঃ ।
বাতি বায়ুঃ সুখস্পর্শো বহন্ কুসুমসৌরভম্ ॥ ১২
কল্লোলিনী মহাপুণ্যা সরিন্মন্দাকিনী যতঃ ।
পুনাতি পুণ্যতোয়েন হরিপাদসমুদ্ভবা ॥ ১৩
মন্দারঃ পারিজাতশ্চ সন্তানকঃ সুনির্ম্মলঃ ।
তরবো দেববৃন্দানাং বিকসন্তি নিরন্তরম্ ॥ ১৪

করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদানকরতঃ যজ্ঞ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। অতএব চিরসুখকর অক্ষয়লোক, দেবকার্য্য ও যাগযজ্ঞাদি দ্বারা অধিগত হওয়া যায় ॥ (১১)

যেস্থলে গন্ধর্ব্ব সমূহ নিয়ত গীত বাদিত্র দ্বারা কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, অপ্সরীগণ সুন্দর নৃত্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির পরমা প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে, সদাগতি কুসুমসৌরভ বহন করতঃ সুখস্পর্শ হইয়া মৃদুভাবে প্রবহমাণ হয়, তাহার নাম স্বর্গ ॥ (১২)

যেস্থানে পুণ্যসলিলা ভগবতী মন্দাকিনী ভগবানের অমৃতময় পাদপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়া, কলকল রবে দিগ্‌দিগন্তর আপূরিত করিয়া পবিত্র জলে সমূহ স্থান পবিত্র করিতেছেন তাহারই নাম স্বর্গ ॥ (১৩)

মন্দার, পারিজাত ও সন্তানক প্রভৃতি চিরবিকশিত দেবতরুগণ যেস্থলে অহোরাত্র কুসুমমালায় পরিশোভিত হইয়া, সর্ব্বত্র আমোদিত করিতেছে সেই সুরভি নিকেতনই অক্ষয় স্বর্গ ॥ (১৪)

বসন্তো রাজতে যত্র শীতলঃ স্পর্শশীতলঃ ।
কল্হারাণি বিরাজন্তে গুঞ্জন্মধুকরাণি বৈ ॥ ১৫
রথাঙ্গঃ সারসশ্চৈব বর্হিণঃ শিখিনো যতঃ ।
নিত্যং কলকলায়ন্তে মধুরেণ স্বরেণ বৈ ॥ ১৬
বন্দিনঃ স্তুতিগীতাদ্যৈঃ কীর্ত্তয়ন্তি দিবানিশম্ ।
চরিতং পুণ্যমূর্ত্তীনাং পুণ্যানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ১৭
সুখো মন্দো রবির্ভাতি পূর্ণশ্চন্দ্রঃ সতারকঃ ।
সর্ব্বত্র সুখদং সর্ব্বং তৎ খলু স্বর্গলক্ষণম্ ॥ ১৮

এই দেববাঞ্ছনীয় পবিত্র স্বর্গলোকে স্পর্শসুখকর সুশীতল বসন্ত নিয়ত বিরাজ করিতেছে। প্রস্ফুটিত কমলকুল, মধুপকুলের মধুর ঝঙ্কারে আন্দোলিত হইয়া এই স্থান অলঙ্কৃত করিতেছে ॥ (১৫)

এই স্থলে চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ, সারসপংক্তি, ময়ূরদল মধুর স্বরে নিয়ত নিকূজন করিতে থাকে ॥ (১৬)

বন্দিগণ স্তুতি ও গীতাদি দ্বারা পবিত্রমূর্ত্তি পুণ্যবান্ পরম পবিত্র মানবগণের পুণ্যময়ী কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া দিন যামিনী তাহাদিগের গুণ সংকীর্ত্তন করিতেছে ॥ (১৭)

এই মধুর প্রদেশে ভগবান্ ভাস্করদেবের উগ্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি ধীর, প্রশান্ত ও বিনীতভাবে নিয়ত সমুদিত হন, তারকাকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্

ব্যজনং পুষ্পবৃন্দানাং বস্ত্রং পুষ্পোপশোভিতম্।
পুষ্পশয্যা পুষ্পগেহং পবিত্রং স্বর্গলক্ষণম্॥ ১৯
আরামা রমণীয়াশ্চ চিরফুল্লসুমৈর্বৃতাঃ।
চিরং হরিতপর্ণাশ্চ যত্র তৎ স্বর্গলক্ষণম্॥ ২০
সনাতনো যতো ধর্ম্মোঽক্ষরদ্বয়সমুজ্জ্বলঃ।
সুবর্ণরঞ্জিতো যত্র তদেব স্বর্গলক্ষণম্॥ ২১

কুমুদিনীনায়ক পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান হইতে থাকেন, সর্ব্বত্রই বিমল সুখ যেস্থানে বিরাজমান, সেই স্থানই অক্ষয় স্বর্গ॥ (১৮)

যেখানে কুসুমময় ব্যজন চিত্তের বিনোদন সম্পাদন করে, পথসমূহ বিকসিত কুসুমে পরিবৃত; যথায় শয্যা পুষ্পময়ী, ও নিকেতন পুষ্পময়, সেই সর্ব্বপুষ্পময় রমণীয় স্থানই স্বর্গ॥ (১৯)

এই স্বর্গলোকে আরাম সমূহ পরম রমণীয়; চিরবিকসিত-প্রসূন-বৃক্ষ নিয়ত বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া বিচিত্র শোভা বিস্তার করিতেছে। হরিতবর্ণ পর্ণসমূহ চিরবিরাজমান, মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় যেস্থলে তরুপর্ণের পক্বতা অথবা শুষ্কতা নাই, সেই পবিত্র নিকেতনই স্বর্গ॥ (২০)

সনাতন "ধর্ম্ম" এই উজ্জ্বল অক্ষর দ্বয় যে স্থলে সুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেদীপ্যমান আছে, সেই অব্যয় ধর্ম্ম-প্রধান পবিত্র স্থলই স্বর্গ॥ (২১)

যত্র সর্ব্বে সুখাবিষ্টাঃ পরস্পরসুহৃত্তমাঃ।
বিহায় বৈরং তিষ্ঠন্তি চিরামোদপ্রমোদিনঃ॥ ২২
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পানীয়ং প্রাচুর্য্যেণ মহর্ষয়ঃ!
যত্র সজ্জীকৃতং নূনং সুখদং পরিতৃপ্তিদম্॥ ২৩
যত্রাভিলাষমাত্রেণ বাঞ্ছনীয়ং প্রপদ্যতে।
দেবা যত্র বিরাজন্তে তৎ খলু স্বর্গলক্ষণম্॥ ২৪
সন্তাপো হৃদয়ক্লেশঃ পরিতাপো বিচিন্তনম্।
শোকো দ্বেষস্তথা দুঃখং ভ্রংশোঽনিষ্টনিপীড়নম্॥ ২৫

যেখানে সকলেই চিরন্তন রমণীয় সুখে সুখা হইয়া পরস্পর বন্ধুভাব অবলম্বন করতঃ, বৈর ও দ্বেষাদির বিসর্জ্জন দিয়া অনবরত আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত আছে, সেই স্থানই স্বর্গ॥ (২২)

এখানে ভক্ষ্য ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সজ্জীকৃত আছে, মানবজাতির আহার্য্য পদার্থ রন্ধন গুণে বিস্বাদ ও তৃপ্তির বিঘাতক হইতে পারে, কিন্তু এই পবিত্র নিকেতনে সেভাব নাই, সমস্তই সুখপ্রদ ও পরিতৃপ্তির নিদান॥ (২৩)

যথায় বাসনা মাত্রেই বাসনার তৃপ্তি জনক যাবতীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেখানে সুরবৃন্দ নিয়ত বিরাজ করেন, তাহাই অব্যয় স্বর্গ॥ (২৪)

এখানে সন্তাপ, হৃদয়ক্লেশ, পরিতাপ, চিন্তা, শোক,

আধির্ব্যাধিঃ শরীরার্ত্তিঃ চিত্তস্যোপহতিস্তথা ।
বিদ্যন্তে ন ক্বচিদ্‌যত্র তৎ খলু স্বর্গলক্ষণম্ ॥ ২৬
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ বিদুষাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
গুরুপূজারতানাঞ্চ ক্রোধজিদ্ধর্ম্মকর্ম্মণাম্ ॥ ২৭
যেষাং চিত্তমহোরাত্রং সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্ ।
বিচিনোতি নরশ্রেষ্ঠা স্তেষাং স্বর্গো মহীয়তে ॥ ২৮
দম্ভং লোভং তথা কামং দ্বেষমীর্ষাং ত্যজন্তি যে ।
সর্ব্বেষু সমনেত্রা যে তেষাং স্বর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৯

দ্বেষ, দুঃখ, ভ্রংশ, অনিষ্ট, নিপীড়ন, আধি, ব্যাধি, শারীরিক পীড়া বা চিত্তের উপঘাত কিছুমাত্র বিদ্যমান নাই॥ (২৫।২৬)

হে নরশ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ ! এই পুণ্যময় লোক, ক্ষমাশীল এবং পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মগণই উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, যাঁহারা গুরুপূজায় গুরুতর ভক্তি প্রদর্শন করেন, যাঁহারা বিশ্ব সংহারক দুরন্ত ক্রোধ রিপুকে বিজয় করিয়াছেন, ধর্ম্মই যাঁহাদের পাপশত্রু নিবারণের একমাত্র বর্ম্ম স্বরূপ, যাঁহাদের চিত্ত দিনরজনী সচ্চিদানন্দ অব্যয় পরম পুরুষে নিতান্ত অনুরক্ত, স্বর্গই তাঁহাদের আবাসস্থল॥ (২৭।২৮)

যাঁহারা দম্ভ, লোভ, কাম, দ্বেষ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া, সকলভূতেই সমদৃষ্টি হইয়া মায়া ও মমতা প্রকাশ করেন, আত্ম ও অপর এই বিভেদবুদ্ধি যাঁহাদের অন্তঃকরণে

যুদ্ধেষ্বকৃতপৃষ্ঠাশ্চ রাজানঃ সত্যদর্শিনঃ ।
পরনিন্দাসু বিরতা অসূয়াদিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩০
চিরং প্রসন্নতাং যাতা বিমলানন্দভোগিনঃ ।
পবিত্রা ঋজবো ধীরাঃ স্বর্গং যান্তি স্বতেজসা ॥ ৩১
ব্রাহ্মণাভ্যর্চ্চকা লোকা পিতৃশ্রাদ্ধেষু তৎপরাঃ ।
দেবেষ্বাগন্তুকে চৈব ভক্তিমন্তঃ প্রযান্তি বৈ ॥ ৩২

স্থান লাভ করে নাই, অক্ষয় স্বর্গ তাঁহাদের আরাম ভূমি॥ (২৯)

যে সমস্ত নৃপতিগণ সত্যপথ অবলম্বন করিয়া রণস্থলে কৃতপৃষ্ঠ না হন, যাঁহারা পরনিন্দা ও অসূয়া হইতে একান্ত বিরত, সেই সমস্ত মহীয়ান্ মহাত্মগণ স্বর্গলোকে গমন করেন॥ (৩০)

যাঁহাদের অন্তঃকরণ চিরকাল প্রসন্ন, যাঁহারা নিয়ত নির্ম্মল পরমানন্দ ভোগ করেন, যাঁহারা ঋজু ও ধীর-স্বভাব, তাঁহারা স্বপ্রভাবেই স্বর্গ ধামের অধিকারী হন॥ (৩১)

যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের আরাধনা ও পিতৃশ্রাদ্ধে নিয়ত আসক্ত, দেব ও আগন্তুক অতিথিকুলে নিয়ত ভক্তিমান্, স্বর্গই তাঁহাদের আশ্রয়॥ (৩২)

পরহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বংসহাশ্চ যে।
তেষাং হি স্বক্ষয়ঃ স্বর্গঃ সিদ্ধ এব ন সংশয়ঃ॥ ৩৩

ইতি সংসারচক্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যে সকল মহাত্মগণ পরীহৎসা হইতে নিবৃত্ত, যাঁহারা সহিষ্ণুতা গুণে সমুদায় সহ্য করিয়া ধরাধাম অলঙ্কৃত করিয়াছেন, পবিত্র স্বর্গ ধাম তাঁহাদের চিরসিদ্ধ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই॥ (৩৩)

সংসারচক্রে অষ্টম অধ্যায়॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

কর্ম্মণা যেন বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রেতলোকং সুখং গতঃ।
পশ্চাৎ স্বর্গাদিকং যাতি বিস্তরেণ নিবোধ্যতাম্॥

অশ্বযানম্।

অন্নং যে তু প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুসংস্কৃতম্।
শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষেণ ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ॥

ঋষি বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যে কর্ম্ম সমাধান করিলে মানবগণ সুখে প্রেতলোকে গমন করিয়া তথা হইতে স্বর্গাদি সুখময় স্থানে সমানীত হয়, তাহা সবিস্তর বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অশ্বযান।

যাঁহারা অন্ন, যথাবিধি সুসংস্কৃত ও সুসজ্জিত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষতঃ ভক্তিসহকারে ষড়্গুণবিশিষ্ট শ্রোত্রিয়দিগকে প্রদান করেন, তাঁহারা মরণান্তে সালঙ্কৃত বিমানে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজপুরে গমন করিয়া থাকেন। তরুণবয়স্কা বরাঙ্গনাসমূহ প্রযত্নসহকারে তাঁহাদের পরিচর্য্যা

তরুণীভির্বরস্ত্রীভিঃ সেব্যমানাঃ প্রযত্নতঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং যান্তি বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতৈঃ॥
যে চ সত্যং প্রভাষন্তে বহিরন্তশ্চ নির্ম্মলাঃ।
তে প্রযান্ত্যমরপ্রখ্যা বিমানৈর্যমমন্দিরম্॥
গোদানানি পবিত্রাণি বিষ্ণুমুদ্দিশ্য সাধুষু।
যে প্রযচ্ছন্তি ধর্ম্মজ্ঞা দ্বিজেষু দ্বিজবৃত্তিষু॥

কার্য্য সম্পাদন করে। যাঁহারা সত্যবাদী, কি বাহ্য কি অভ্যন্তর এই উভয় স্থলেই যাঁহাদের পবিত্র অন্তঃকরণ নির্ম্মলতা ধারণ করে, দেবসদৃশ সেই সমস্ত মহাত্মগণ বিমানযানে আরোহণ করিয়া সুখে বৈবস্বত ভবনে গমন করেন। যাঁহারা পতিতপাবন ভগবান্ বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া সাধু ও দ্বিজবর্গকে গোদান করেন, সেই সমস্ত মহীয়ান্ মানবমণ্ডল স্বধর্ম্মপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়া, দিব্য স্যন্দনে আরোহণ করতঃ যমমন্দিরে নীত হন। তাঁহাদের রথ উজ্জ্বল মণি মাণিক্য প্রভৃতি দ্বারা দেদীপ্যমান, এদিকে বন্দিগণ করজোড়ে তাঁহাদের পবিত্র চরিত অনবরত কীর্ত্তন করিতে থাকে। যাঁহারা পাদুকাদ্বয়, ছত্র, শয্যা, বস্ত্র ও আভরণ সৎপাত্রে প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের গমনসময়ে স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত আতপত্র আতপতাপের অপনোদ করিতে থাকে, তাঁহারা পরম সচ্ছন্দে ও পূর্ণানন্দে অশ্ব, রথ এবং কুঞ্জরে আরোহণ করিয়া যমপুরে উপস্থিত হন। যাঁহারা একমাত্র পরমার্থের অধীন হইয়া প্রাণিগণের

তে যান্তি দিব্যবর্ণাভৈর্বিমানৈর্মণিচিত্রিতৈঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং শ্রীমৎ সেব্যমানাশ্চ বন্দিভিঃ॥
উপানদ্যুগলং ছত্রং শয্যামন্নমথাপি বা।
যে প্রযচ্ছন্তি বস্ত্রাণি তথৈবাভরণানি চ॥
তে যান্ত্যৈশৈঃ রথৈশ্চৈব কুঞ্জরৈশ্চাভ্যলঙ্কৃতাঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং দিব্যং ছত্রৈঃ সৌবর্ণরাজতৈঃ॥
যেষাং বাপ্যশ্চ কূপাশ্চ তড়াগানি সরাংসি চ।
দীর্ঘিকা পুষ্করিণ্যশ্চ শীতলাশ্চ জলাশয়াঃ॥

পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন সহকারে বাপী, কূপ, তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা পুষ্করিণী, এবং অন্যান্য শীততোয় সমন্বিত সুশীতল জলাশয় খনন করতঃ সাধারণ জনবর্গের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভা পরমরমণীয়া, তাঁহারা যে বিমানে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হন, তাহাতে অসংখ্যেয় স্বর্ণময় চন্দ্রাকৃতি চক্রসমূহ জাজ্বল্যমান হইয়া সমস্ত দিকের অন্ধকার অপনীত করিতে থাকে, দিব্য ঘণ্টা সমূহ স্বর্গীয় মধুর নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে, এবং তালবৃন্ত সমূহ মৃদু মন্দভাবে পার্থিব তাপতাপিত মহাত্মদিগের শ্রমাপনোদন করতঃ বীজ্যমান হইতে থাকে। যাঁহারা এই মহীমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিবিধ দেবালয় ও আরাম নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, দেবগৃহসমূহ পদ্ম প্রভৃতি কুসুম মালায় ও রত্নাদি দ্বারা বিভূষিত করতঃ সর্ব্ব-

লোকানাং তৃপ্তয়ে সম্যক্ নিখাতাঃ পরমার্থতঃ।
প্রাণিনাং পানকার্য্যার্থং নিয়তঞ্চ যতাত্মনাম্॥
যানৈস্তে হেমচন্দ্রাভৈর্দ্দিব্যঘণ্টানিনাদিতৈঃ।
ব্যজনৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজ্যমানাঃ মহাপ্রভাঃ॥
যেষাং দেবকুলান্যত্র চিত্রাণ্যায়তনানি চ।
রত্নৈঃ পুষ্করমাল্যানি মনোজ্ঞানি শুভানি চ॥
তে যান্তি লোকপালৈস্তু বিমানৈর্বাতরংহসৈঃ।
ধর্ম্মরাজপুরং দিব্যং সুজনৈঃ সমলঙ্কৃতম্॥

সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন তাঁহাদের শুভগমনের উপমা নাই। ইন্দ্রাদিলোকপাল সমূহ তাঁহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহারা উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করতঃ দেববৃন্দের সহিত সুজনরঞ্জিত পবিত্র ধর্ম্মপুরে সমানীত হন। যাঁহারা সুবর্ণ, রজত, বিদ্রুম ও মুক্তা, প্রভৃতি মহামূল্য খনিজ ও সামুদ্রিক ধাতু সমূহ অকাতরে প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা কলধৌত বিভূষিত বিমানে আরোহণ করিয়া, সবিশেষ সম্মান সহকারে বৈবস্বত নগরীতে গমন করেন। যাঁহারা শাস্ত্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া, ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনুসারে সম্প্রাদন করেন, সেই পবিত্রচেতা পুণ্যাত্মা সমূহ স্বর্গীয় কামিনী কুলে পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে ধর্ম্মপতির পবিত্র নিকেতনে প্রস্থান করেন। যাঁহারা ভক্তি সহ-

সুবর্ণং রজতং বাপি বিদ্রুমং মৌক্তিকং তথা।
যে প্রযচ্ছন্তি তে যান্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জ্বলৈঃ॥
কন্যাং যে তু প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মদেয়ামলঙ্কৃতাম্।
দিব্যকন্যাবৃতা যান্তি বিমানৈস্তে মহালয়ম্॥
পূগংবাগুরুকর্পূরৌ পুষ্পধূপৌ দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রযচ্ছন্তি দ্বিজাতিভ্যো ভক্ত্যা পরময়াশ্রিতাঃ॥

কারে ব্রাহ্মণদিগকে পূগ, অগুরু, কর্পূর, ধূপ, দীপ ও চন্দন প্রভৃতি সুমনোহর সুগন্ধ দ্রব্য সমর্পণ করেন,তাঁহারা বহুবিধ সুগন্ধদ্রব্যে ও কুসুম মালায় সুশোভিত হইয়া মহাপ্রস্থান পথে গমন করিতে থাকেন। তাঁহাদের বিমানপংক্তি নানাবিধ কনকাদি দ্বারা সমলঙ্কৃত থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত পবিত্র নিয়মপদ্ধতি হইতে ক্ষণমাত্র বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তা অবলম্বন করতঃ মহাপ্রস্থানে ব্যাপৃত হন, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করতঃ প্রকাশশীল প্রদীপ্ত তপন দেবের ন্যায় সমুজ্জ্বল রথে আরোপিত করিয়া তাঁহাকে কৃতান্ত নিকতনে প্রবেশিত করেন। যাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীহরিতে সমর্পিত আছে, যিনি বিষ্ণুর সাধনা সর্ব্বান্তঃকরণে সুসাধিত করিয়া থাকেন, ভগবান্ কৃতান্তদেব স্বয়ং শঙ্খচক্র গদা পদ্মাদি বিরাজিত ভুবনমোহন মাধবীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সহচর বৃত্তি অবলম্বন করতঃ, তাঁহাকে স্বীয় ভবনে সযত্নে লইয়া যান। যাঁহার চিত্ত পবিত্র নারা-

তে সুগন্ধাঃ সুরেশাশ্চ প্রসন্নাঃ স্রগ্বিভূষিতাঃ।
যান্তি ধর্ম্মপুরং যানৈর্বিমানৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ॥
মহাপ্রস্থানমেকাগ্রো যঃ প্রযাতি দৃঢ়ব্রতঃ।
সেব্যমানস্তু গন্ধর্ব্বৈর্যাতি যানৈরবিপ্রভৈঃ॥
করীষং সাধয়েদ্‌যস্তু বৈষ্ণবেনান্তরাত্মনা।
স রথেনাগ্নিকল্পেন যাতীতস্ত্রিদশালয়ম্॥

য়ণে একমাত্র আসক্ত, যিনি পরাৎপর পরমপুরুষে আত্মা সমর্পণ করিয়া, হুতাশনে এই ভূতময় আময়পরিপূর্ণ সামান্য তনুকে সামান্যজ্ঞান করতঃ আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার বিমানযান পবিত্র অগ্নিদেব অপেক্ষাও অধিকতর প্রভাবিশিষ্ট। তিনি তাহাতে স্বানন্দে আরোহণ করিয়া অসীম সম্মানিত হইয়া সমানীত হন। যে মহাত্মা ভগবানের অমৃতময় নামামৃত রসনায় নিয়ত পান করেন, এবং তদীয় অচিন্তনীয় গুণ সমূহ অন্তঃকরণে অনুধ্যান করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার জন্য সূর্য্য সদৃশ সুপ্রকাশ স্যন্দন সমূহ সুসজ্জিত হইয়া অবস্থান করে। যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অন্তর্জলে প্রবেশ করতঃ জীবনলীলা অবলীলাক্রমে সমাধান করেন, তাঁহার রথ পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় পরম শোভমান, তিনি সেই সুশীতল সুন্দর স্যন্দনে সানন্দে আরোহণ করতঃ সবিতৃনন্দনের আনন্দময় নিকেতনে সমানীত হন। যদ্যপি-কোনও কামিনী কোনও পাপিষ্ঠ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া

কৃতান্তঃ শঙ্খচক্রাদ্যং ধারয়ন্ বৈষ্ণবং বপুঃ।
সাহচর্য্যং করোত্যস্য ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ॥
অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যান্নারায়ণপরায়ণঃ।
স যাত্যগ্নিপ্রভাবেন বিমানেন যমালয়ম্॥
প্রাণাংস্ত্যজতি যো মর্ত্ত্যঃ স্মরন্ বিষ্ণুগুণোত্তমান্।
যানেনার্কপ্রকাশেন যাতি ধর্ম্মপুরং নরঃ॥
প্রবিশ্যান্তর্জলং যস্তু প্রাণাংস্ত্যজতি ধর্ম্মতঃ।
সোমমণ্ডলকল্পেন যাতি যানেন মোদিতঃ॥

আর্ত্তরবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে, অথবা সচ্ছন্দ চারিণী পয়স্বিনী ধেনু কোনও দুরাত্মা কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হয়, যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধনে তৎপর হইয়া দৈবদুর্বিপাক বশতঃ সমরক্ষেত্রে জীবন পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই অতুল পুণ্যবলে অমরকন্যাগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া মূর্ত্তিমান্ ভাস্করদেবের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন, তাঁহার আদরের পরিসীমা নাই। যে ব্রাহ্মণ সমূহ প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা প্রদান করিয়া যথাবিধানে প্রতিঋতুতে ঋত্বিগ্ দ্বিজবর্গ দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহারা অনলতাপতাপিত সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল রথে সমাসীন হইয়া সুখে শমনসদনে সমুপস্থিত হন। যাঁহারা প্রতিদিন শাস্ত্রোক্ত শৌচক্রিয়া সমাধান করতঃ মাংসভক্ষণে বিরত থাকেন,

স্ত্রীকৃতে গোকৃতে বাপি যুদ্ধে মৃত্যুমুপৈতি যঃ।
স যাত্যমরকন্যাভিঃ সেব্যমানো রবিপ্রভঃ॥
যে যজন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠা ঋত্বিগ্‌ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
তপ্তহাটকসঙ্কাশৈর্বিমানৈর্যান্তি তে সুখম্॥
যে চ মাংসং ন খাদন্তি সদ্যঃ শৌচসমন্বিতাঃ।
তেঽপি যান্তি সুখেনৈব ধর্ম্মরাজপুরং নরাঃ॥
মাসান্মৃষ্টতরং নাস্তি ভোক্ষ্যভোজ্যাদিকেঽচিৎ।
তস্মান্মাংসং ন ভুঞ্জীত নাস্তি মৃষ্টে সুখোদয়ঃ॥
পরপীড়ামকুর্ব্বন্তঃ ভৃত্যানাং ভরণাদিকম্।
কুর্ব্বন্তি তে সুখং যান্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জ্বলৈঃ॥

তাঁহারাও পরম সুখে ধর্ম্মরাজনগরীতে গমন করেন। এই পৃথিবীতলে মাংস অপেক্ষা মিষ্টতর পদার্থ আর নাই, যাবতীয় ভোক্ষ্য ও ভোজ্য পদার্থের মধ্যে ইহাই আপাতত রসনাকে আপ্যায়িত করে, কিন্তু রসনায় একবার ইহার রসাস্বাদন করিলে, রসিকা কামিনীর ন্যায় চিত্তকে অপহরণ করতঃ সর্ব্বদা কুকার্য্যে অভিনীত করিয়া মহাপাপপঙ্কে নিমজ্জিত করে, যতই আস্বাদন করা যাউক না কেন; ইহাতে প্রকৃত সুখের কিছুমাত্র লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই, অত এব মাংস ভক্ষণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। যাঁহারা কায়

একভাবেন যে বিষ্ণুং ব্রাহ্মণং ত্র্যম্বকং রবিম্।
পূজয়ন্তি হি তে যান্তি বিমানৈর্ভাস্করপ্রভৈঃ॥
যে চ ভক্ত্যা প্রযচ্ছন্তি সুধান্যাদিকমর্জ্জিতম্।
ওদনঞ্চ দ্বিজাগ্রেভ্যো বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা॥
তে যান্তি কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্বিমানৈশ্চ যমালয়ম্।
বরস্ত্রীভির্যথাকামং সেব্যমানাঃ পুনঃপুনঃ॥ ১

মনোবাক্যে অপরের অন্তঃকরণে অণুমাত্র পীড়ার উদ্ভাবন করেন নাই, প্রত্যুতঃ কিঙ্করকুলের ভরণ পোষণ করিয়া তাহাদের প্রিয়পাত্র হন, সেই সমস্ত মহাত্মগণ স্বর্ণময় স্যন্দনে আরোহণ করিয়া কৃতান্তসদনে গমন করেন। যাঁহারা বিষ্ণু ব্রাহ্মণ, বামদেব ও ভগবান্ ভাস্করদেবে সমাহিত হইয়া অপৃথগ্‌ভাবে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, প্রকৃততত্ত্বদর্শী সেই সমস্ত মহাত্মমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ উজ্জ্বল স্যন্দনে আরোহণ করতঃ সমাগত হন। যাঁহারা বিশুদ্ধ চিত্তে ধান্যাদি উপার্জ্জন করিয়া, সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্নমনে প্রদান করতঃ তাঁহাদের ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা স্বর্গীয় কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া যমলোকে দিব্য আলোকমালায় বিভূষিত হন। পরম রমণীয় রমণীমণ্ডল তাঁহাদিগকে মণিময় সিংহাসনে আসীন করিয়া ইচ্ছামত পরিচর্য্যা করিতে থাকে॥ (১)

চক্রবাকযানম্।

বিশ্রাময়ন্তি যে বিপ্রান্ শ্রান্তানধ্ববিকর্শিতান্।
চক্রবাকপ্রযুক্তেন যান্তি যানেন তে সুখম ॥
যে চ ক্ষীরং প্রযচ্ছন্তি ঘৃতং মধু গুড়ং দধি।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযত্নেন বিশুদ্ধং পরিসংস্কৃতম্ ॥
চক্রবাকপ্রযুক্তৈশ্চ বিমানৈস্তে হিরণ্ময়ৈঃ।
যান্তি গন্ধর্ব্ববাদিত্রৈঃ সেব্যমানা যমালয়ম্ ॥

চক্রবাকযান।

ব্রাহ্মণগণ দূরদেশে অতিবর্ত্তন করিয়া অধ্বগমনে পরিশ্রান্ত হইলে যাঁহারা তাঁহাদিগকে বিশ্রাম প্রদান করেন তাঁহারা চক্রবাকবাহিত সুসজ্জিত বিমানে আরোহণ করতঃ সুখে গমন করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে দধি, ক্ষীর, ঘৃত, ও সংস্কৃত মধু ও মোদক দ্রব্য সবিশেষ প্রযত্নের সহিত সমর্পণ করেন, তাঁহারাও চক্রবাকবাহিত উত্তম স্যন্দনে আরোহণ করেন, গন্ধর্ব্বগণের গীতবাদিত্র তাঁহাদের অনুগামী হয়। হে তপোধনগণ! ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আর গুরুতর কেহই নাই। ব্রাহ্মণমুখে যে সমস্ত দ্রব্য সমর্পিত হয়, দেবগণ ও পিতৃগণ আহ্লাদ সহকারে সেই সমস্ত উপভোগ করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করেন। অধিক কি ভগবান্ কমলাপতিও ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম ধারণ করিয়া বলিয়াছেন যে আমাতে ও ব্রাহ্মণে অণুমাত্র বিভেদ নাই। অতএব সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণের আরাধনা, সম্মাননা, সংরক্ষণ, এবং ইঁহাদের বৃত্তি সংস্থাপনা, গৃহাদিনির্ম্মাণ ও অবস্থাপনা সদ্গৃহীর সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইঁহাদের প্রসাদবলে না হয় এমন জগতে কিছুই নাই। (২)

হংসযানম্।

যে ফলানি প্রযচ্ছন্তি পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
হংসযুক্তৈর্বিমানৈস্তু যান্তি ধর্ম্মপুরং নরাঃ ॥
যে তিলান্ তিলধেনুঞ্চ ঘৃতধেনুমথাপি বা।
শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥
সোমমণ্ডলসঙ্কাশৈর্যানৈস্তে ধবলচ্ছদৈঃ।
গন্ধর্ব্বৈর্গীয়মানাশ্চ যান্তি বৈবস্বতং পুরম্ ॥
দীপদা যান্তি দীপৈস্তু দীপয়ন্তো দিশো দশ।
আদিত্যসদৃশৈর্যানৈর্মরালৈঃ পরিশোভিতৈঃ ॥

হংসযান।

যাঁহারা সুরভি ফল ও পুষ্প প্রদান করেন, তাঁহারা হংসযোজিত বিমানে আরোহণ করতঃ পিতৃপতির শুভ সভাগৃহ অলঙ্কৃত করেন। যাঁহারা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন শ্রোত্রিয় দিগকে সমাহূত করিয়া সযত্নে তিল তিলধেনু ও ঘৃতধেনু সম্প্রদান করেন, তাঁহাদের পুণ্যের বিষয় বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। শ্বেতপক্ষ মরালগণ অরালগতি অবলম্বন করতঃ তাহাদের বিমানযান বহন করিতে থাকে। সোমমণ্ডলের ন্যায়

জলভাজনদাতারঃ কুম্ভিকাকরকপ্রদাঃ।
অপ্সরোভিঃ পূজ্যমানং হংসযানৈঃ প্রযান্তি চ ॥ ৩

সারসযানম্।

অনন্তবাসিনো যে চ দম্ভানৃতবিবর্জ্জিতাঃ।
তে হি সারসসংযুক্তৈর্যান্তি যানৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ ॥
বর্ত্ততে হ্যেকভুক্ শান্তঃ শাঠ্যদম্ভবিবর্জ্জিতঃ।
সারসালঙ্কৃতৈর্যানৈঃ সুখং যাতি যমালয়ম্ ॥ ৪

তাঁহাদের রথ শুভ্রবর্ণ। এদিকে গন্ধর্ব্বকুল তাঁহাদের পবিত্র চরিত গানে একান্ত আসক্ত। যাঁহারা দীপ প্রদান করেন, পরলোকে সমুজ্জ্বল দীপমালা তাঁহাদের প্রত্যেক পথে প্রদীপিত হইয়া পথপ্রদর্শকের কার্য্য সম্পাদন করে। যাঁহারা কুণ্ডিকা প্রভৃতি জলপূর্ণ পাত্র যথাপাত্রে পবিত্র মনে সমর্পণ করেন মরালগণ তাঁহাদের রথবাহক। এদিকে অরালকেশা সুবেশা অপ্সরীগণ মরালগতিতে পবিত্র ব্যজন হস্তে যথারুচি পরিচর্য্যা করতঃ সসম্ভ্রমে যমরাজপুরীতে লইয়া গিয়া পরম সেবায় প্রীতি সম্পাদন করে। (৩)

সারসযান।

যাঁহারা দম্ভ ও মিথ্যাবাদ বিরহিত হইয়া অনন্তকাল অনন্তে আত্মাসমর্পণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা সারসযোজিত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া পরম সুখে শমনপুরীতে প্রবেশ করেন। যাঁহাদের অন্তঃকরণে অণুমাত্র শঠতা নাই, শমগুণ যাঁহাদের পবিত্র চিত্তকে চিরকাল অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যাঁহারা সমস্ত দিবসের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পবিত্র যানও সারসবাহনে অলঙ্কৃত। (৪)

ময়ূরযানং।

চতুর্থেনৈকভক্তেন বর্ত্তন্তে নিযতেন্দ্রিয়াঃ।
তে যান্তি ধর্ম্মনগরে যানৈর্বর্হিণযোজিতৈঃ ॥
বিষ্ণুভক্তাঃ মহাশান্তাঃ দমাদিগুণভূষিতাঃ।
হরিনামরতা যে চ তেষামেষ বিনিশ্চয়ঃ ॥
বর্হাপীড়াভিরামাস্তে প্রসন্নাঃ সৌম্যমূর্ত্তয়ঃ।
যান্তি বৈবস্বতং গেহং ভাসয়ন্তো দিশো দশ ॥ ৫

ময়ূরযান।

যাঁহারা কুপথগামী ইন্দ্রিয়দিগকে জ্ঞানরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ ও বশীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, দিবসের শেষভাগে একবারমাত্র ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেই সমস্ত মহাপুরুষদিগের নিমিত্ত কলাপিকুল স্যন্দনবরে সংযোজিত হইয়া নিয়ত প্রতীক্ষা করে। তাহারা পুচ্ছবিস্তার করিয়া মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করতঃ তাঁহাদিগকে লইয়া যায়। শান্তিই যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন, দমাদি গুণ সমূহ যাঁহাদের সরল ও পুণ্যময় চিত্তকে বশীকৃত করিয়া রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় ও অভ্যন্তর রিপুসমূহের দারুণ অত্যাচার যাঁহাদের মনোমধ্যে ক্ষণকালও অবস্থান

কুঞ্জরযানম্।

পানীয়ং যে প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিতম্।
তে বিতৃপ্তাঃ সুখং যান্তি বিমানৈস্তৎ মহাপথম্॥
কাষ্ঠপাদুকাযানানি পীঠকান্যাসনানি চ।
যৈর্দত্তানি দ্বিজাতিভ্যস্তে গজৈর্যান্তি বৈ সুখম্॥
সৌবর্ণমণিপীঠেষু পাদৌ কৃত্বোত্তমেষু চ।
তে প্রযান্তি বিমানৈস্তু গজরাট্‌সমলঙ্কৃতৈঃ॥ ৬

করে নাই, যাঁহাদের রসময়ী রসনা কেবল হরিনামেই একান্ত আসক্ত, ভগবান্ বিষ্ণুই যাঁহাদের একমাত্র আরাধ্য, যাঁহারা ভক্তিপাশে ভবপাশহারী বিপিনবিহারী শ্রীহরিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের গতিও পরম রমণীয়। শিখিকুল তাঁহাদের পবিত্র বিমানে সংযোজিত হইয়া ঘোটকের কার্য্য সম্পাদন করে। তাঁহারা বর্হির বর্হরূপ সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া প্রসন্ন ভাবে গমন করিতে থাকেন। দশ দিক্ তাহাদের পুণ্যময় জ্যোতিতে আলোকিত হয়, তাঁহাদের ভাব যেরূপ প্রসন্ন মূর্ত্তিও সেইরূপ সৌম্য, দর্শকবৃন্দের প্রাণ ও মন তাঁহারা যুগপৎ আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। হে তপোধনগণ! পবিত্র হরিনামই সার পদার্থ। ইহা অপেক্ষা আর সংসারে স্পৃহণীয় নাই॥ (৫)

কুঞ্জরযান।

যাঁহারা সমূহপ্রাণীর প্রাণরক্ষণের একমাত্র নিদানভূত, সুশীতল পানীয় দ্বারা অপরের পরিতৃপ্তি সম্পাদন করেন,

বৃক্ষচ্ছায়া।

আরামাণি বিচিত্রাণি প্রকৃত্যানীহ মানবাঃ।
রোপয়ন্তি ফলাঢ্যানি নরাণামুপকারিণঃ॥
বৃক্ষচ্ছায়াসু রম্যাসু শীতলাসু স্বলঙ্কৃতাঃ।
বরস্ত্রীগীতবাদিত্রৈঃ সেব্যমানা ব্রজন্তি তে॥ ৭

গৃহযানম্।

গৃহাবসথদাতারো গৃহৈঃ কাঞ্চনমণ্ডিতৈঃ।
ব্রজন্তি বালার্কনিভৈর্ধর্ম্মরাজগৃহং নরাঃ॥

তাঁহারা পরিতৃপ্তচিত্তে বিমানযানে আরোহণ করিয়া মহাপথে গমন করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্নচিত্তে কাষ্ঠপাদুকা, কাষ্ঠযান, পীঠক ও আসনাদি প্রদান করেন, তাঁহারা গজযানে পরমসুখে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পাদদ্বয় মণিময় ও সুবর্ণখচিত রত্নপীঠে সংস্থাপিত হয়। এবং মদমত্ত কুঞ্জররাজ তাঁহাদের রথ বহন করে॥ (৬)

বৃক্ষচ্ছায়া।

যাঁহারা নানাবিধ তরুকুলে সুশোভিত আরামমালা সংস্থাপিত করিয়া ফলবিশিষ্ট তরুলতাদি রোপণ করতঃ জীবগণের ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত করেন, তাঁহাদিগের মহাপ্রস্থান কালে ছায়ামণ্ডলমণ্ডিত সুখণ্ডিত তরুগণ সুশীতল ছায়াদান করিতে থাকে। সুবেষ বিদ্যাধরীগণ গীতবাদিত্রে তাঁহাদের

কুঞ্জরযানম্।

পানীয়ং যে প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিতম্।
তে বিতৃপ্তাঃ সুখং যান্তি বিমানৈস্তং মহাপথম্॥
কাষ্ঠপাদুকাযানানি পীঠকান্যাসনানি চ।
যৈর্দত্তানি দ্বিজাতিভ্যস্তে গজৈর্যান্তি বৈ সুখম্॥
সৌবর্ণমণিপীঠেষু পাদৌ কৃত্বোত্তমেষু চ।
তে প্রযান্তি বিমানৈস্তু গজরাট্সমলঙ্কৃতৈঃ॥ ৬

করে নাই, যাঁহাদের রসময়ী রসনা কেবলহরিনামেই একান্ত আসক্ত, ভগবান্ বিষ্ণুই যাঁহাদের একমাত্র আরাধ্য, যাঁহারা ভক্তিপাশে ভবপাশহারী বিপিনবিহারী শ্রীহরিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের গতিও পরম রমণীয়। শিখিকুল তাঁহাদের পবিত্র বিমানে সংযোজিত হইয়া ঘোটকের কার্য্য সম্পাদন করে। তাঁহারা বর্হির বর্হরূপ সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া প্রসন্ন ভাবে গমন করিতে থাকেন। দশ দিক্ তাহাদের পুণ্যময় জ্যোতিতে আলোকিত হয়, তাঁহাদের ভাব যেরূপ প্রসন্ন মূর্ত্তিও সেইরূপ সৌম্য, দর্শকবৃন্দের প্রাণ ও মন তাঁহারা যুগপৎ আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। হে তপোধনগণ! পবিত্র হরিনামই সার পদার্থ। ইহা অপেক্ষা আর সংসারে স্পৃহণীয় নাই॥ (৫)

কুঞ্জরযান।

যাঁহারা সমূহপ্রাণীর প্রাণরক্ষণের একমাত্র নিদানভূত, সুশীতল পানীয় দ্বারা অপরের পরিতৃপ্তি সম্পাদন করেন,

বৃক্ষচ্ছায়া।

আরামাণি বিচিত্রাণি প্রকৃত্যানীহ মানবাঃ।
রোপয়ন্তি ফলাঢ্যানি নরাণামুপকারিণঃ॥
বৃক্ষচ্ছায়াসু রম্যাসু শীতলাসু স্বলঙ্কৃতাঃ।
বরস্ত্রীগীতবাদিত্রৈঃ সেব্যমানা ব্রজন্তি তে॥ ৭

গৃহযানম্।

গৃহাবসথদাতারো গৃহৈঃ কাঞ্চনমণ্ডিতৈঃ।
ব্রজন্তি বালার্কনিভৈর্ধর্ম্মরাজগৃহং নরাঃ॥

তাঁহারা পরিতৃপ্তচিত্তে বিমানযানে আরোহণ করিয়া মহাপথে গমন করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্নচিত্তে কাষ্ঠপাদুকা, কাষ্ঠযান, পীঠক ও আসনাদি প্রদান করেন, তাঁহারা গজযানে পরমসুখে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পাদদ্বয় মণিময় ও সুবর্ণখচিত রত্নপীঠে সংস্থাপিত হয়। এবং মদমত্ত কুঞ্জররাজ তাঁহাদের রথ বহন করে॥ (৬)

বৃক্ষচ্ছায়া।

যাঁহারা নানাবিধ তরুকুলে সুশোভিত আরামমালা সংস্থাপিত করিয়া ফলবিশিষ্ট তরুলতাদি রোপণ করতঃ জীবগণের ক্ষুধানল নির্বাপিত করেন, তাঁহাদিগের মহাপ্রস্থান কালে ছায়ামণ্ডলম... অখণ্ডিত তরুগণ সুশীতল ছায়াদান করিতে থাকে। স্বষ্ট বিদ্যাধরীগণ গীতবাদিত্রে তাঁহাদের

রত্নসিংহাসনাসীনাঃ ভাসয়ন্তো দিশো দশ।
অন্বিতা দাসদাসীভিঃ স্তুতা বৈতালিকৈস্তথা ॥ ৮

অশ্বারোহী।

পাদাভ্যঙ্গশিরোঽভ্যঙ্গস্নানপাদোদকং তথা।
যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রেভ্যস্তে যান্ত্যৈশ্বর্যমালয়ম্ ॥
গোসহস্রন্তু যো দদ্যাৎ যস্তু মাংসং ন খাদয়েৎ।
সমমেব পুরা প্রাহ ব্রহ্মা বেদবিদাম্বরঃ ॥
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
অমাংসভক্ষণে বিপ্রাস্তচ্চ তানি চ তৎসমম্ ॥

কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। তাঁহারা পরমসুখে সমনসদনে সমাগত হন ॥ (৭)

গৃহযান।

যাঁহারা ভূলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া অপরের বাস জন্য উৎকৃষ্ট ভবনাদি প্রদান করেন, তাঁহারা যাইবার সময় হর্ম্ম্যগৃহে অবস্থান করিতে থাকেন। রত্নখচিত সিংহাসন তাঁহাদের জন্য সুসজ্জিত, দাস দাসী, ছত্র, চামর, প্রভৃতি সমুদায়ই আজ্ঞার অধীন, বৈতালিকপংক্তি গুণকীর্ত্তনে নিতান্ত নিরত। ইঁহাদের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে দশ দিক্ আলোকিত হইতে থাকে ॥ (৮)

এবং সুখেন তে যান্তি যমলোকং চ ধার্ম্মিকাঃ।
দানব্রতপরা যাবৈর্যত্র দেবো রবেঃ সুতঃ ॥
দৃষ্ট্বা তান্ ধার্ম্মিকান্ দেবঃ স্বয়ং সম্মানয়েদ্ যমঃ ॥ ৯

নৌকাযানম্।

বিষ্ণুং ধূপৈস্তথা দীপৈঃ পূজয়িত্বাসনেন চ।
নরা যান্তি তমধ্বানং সুখং পরমনিষ্ঠিতাঃ ॥

অশ্বারোহী।

যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের চরণে অথবা মস্তকে তৈলাদি নিষেক করতঃ স্নানীয় জল আহরণ করিয়া কায়মনোবাক্যে পরিচর্য্যা করেন, তাঁহারা সুসজ্জিত ঘোটকে আরোহণ করিয়া সতেজে ও সদর্পে যমরাজপুরীতে গমন করেন, যাঁহারা সহস্র গোদান করেন এবং যাঁহারা চিরকাল মাংস ভক্ষণে বিরত, এই উভয়বিধ লোকই সমান পুণ্যবান্, এই মহাবাক্য বেদবিদাম্বর কমলযোনি স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন। সমুহ তীর্থস্থল পরিদর্শন করিলে যে অনির্ব্বচনীয় পুণ্যরাশির উপচয় হয়, যাবতীয় তীর্থ পরিভ্রমণ করিলে যে অনন্ত ফলরাশি উপার্জ্জিত হয়, একমাত্র মাংস ভক্ষণে বিরত হইয়া জীবনাতিবর্ত্তন করিলে সেই অপ্রমেয় পুণ্য পরিসঞ্চিত হইয়া থাকে। মাংসনিবৃত্তিই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। সমস্ত জন্তুতেই পরমাত্মার ন্যায় আত্মা বিরাজমান আছে। সুতরাং বৈধকার্য্য ব্যতীত কোনও প্রাণীর প্রাণহিংসা করিলে অনন্ত

তরুণীভির্বরস্ত্রীভিঃ সেব্যমানাঃ সমন্ততঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিভির্নাবিকৈর্যুতাঃ ॥
কীর্ত্তয়ন্তো মহোল্লাসৈর্হরিনামকথামৃতম্।
নাদয়ন্তো মহামত্তাঃ নামগানেষু বিহ্বলাঃ ॥ ১০

শার্দ্দূলযানম্।

পক্ষোপবাসিনো যান্তি যানৈঃ শার্দ্দূলযোজিতৈঃ।
পুরং তদ্ধর্ম্মরাজস্য সেব্যমানাঃ সুরাসুরৈঃ ॥

আত্মার জীবাত্মা আত্মার অপঘাত করা হইয়া থাকে, সুতরাং প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই পরম ধর্ম্ম। এতাদৃশ ধার্ম্মিকগণ দানব্রতপরায়ণ হইয়া সুখে যমলোকে গমন করেন। এবং কৃতান্তদেব স্বয়ং তাহাদিগের যথাবিধি সম্মাননা করিয়া থাকেন ॥ (৯)

নৌকাযান।

যাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ধূপ, দীপ ও আসনাদি দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন, সেই পরমনিষ্ঠাবান্ পরম পুরুষেরা তরণীর উপর আরোহণ করিয়া তরুণী কামিনীকুলে অলঙ্কৃত হইয়া তরণিতনয়ের তরুণ নিকেতনে সমানীত হন তাঁহারা অজস্র হরিনামামৃত কথা সংকীর্ত্তন করতঃ সমুহ পথ নাদিত করিতে থাকেন। তাঁহাদের নামসংকীর্ত্তনে সমস্তদেশ প্রতিধ্বনিত হয়। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নাবিককুল তাঁহাদের কর্ণধার ও দাঁড়

যে চ মাসোপবাসঞ্চ কুর্ব্বন্তি সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
তেঽপি সূর্য্যপ্রদীপ্তৈস্ত যান্তি যানৈর্যমালয়ম্ ॥ ১১

বৃষযানম্।

বৈষ্ণবা যে চ কুর্ব্বন্তি তীর্থযাত্রাং জিতেন্দ্রিয়াঃ।
পন্থানং যান্তি তে ঘোরং বৃষযানৈরলঙ্কৃতাঃ ॥
স্বদেহং পিশিতাশিভ্যো বৈষ্ণবো যঃ প্রযচ্ছতি।
স যাতি বরমুখ্যেন কাঞ্চনেন যমালয়ম্ ॥
যে ক্ষান্তাঃ সর্ব্বভূতেষু প্রাণিনামভয়প্রদাঃ।
ক্রোধদম্ভবিনিমুক্তা নির্ম্মদাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥

বাহীর কার্য্য সম্পাদন করে। পবিত্র হরিনামের এতাদৃশ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য যে শমনভবনেও হরিভক্তদিগের গতি অলোকিক। চতুর্ভুজধারী বনমালীর ভক্তগণ যেখানে গমন করুন না কেন সেই খানেই বনমালাবিরাজিত, নীরদশ্যামতনু, শঙ্খচক্রধারী মহাপুরুষ বিষ্ণমান আছেন ॥ (১০)

ব্যাঘ্রযান।

যাঁহারা একপক্ষ উপবাসব্রত অবলম্বন করেন, সুরগণ তাঁহাদের সহচর হইয়া তাঁহাদিগকে কৃত দেবের দিব্যভবনে লইয়া যান। যাঁহারা মাসোপবাসব্রতে দীক্ষিত আছেন, তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল যানে গমন করেন ॥ (১১)

পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশেন বিমানেন মহাপ্রভাঃ।
যান্তি বৈবস্বতং গেহং বৃষযানৈঃ সুসংস্তুতাঃ ॥১২

তরুণজলদকান্তিং নীলসৌম্যাব্জনেত্রং
শিরসি বিধৃতবর্হং পীতবাসং রমেশম্।

বৃষযান।

যে সমস্ত জিতেন্দ্রিয় পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণ তীর্থ যাত্রা অবলম্বন করেন, তাঁহারা ধর্ম্মময় বৃষালঙ্কৃত যানে অলঙ্কৃত হইয়া মহাপথের পথিক হন। যাঁহারা সামান্য পাঞ্চভৌতিক দেহের উপর কিছুমাত্র মমতা প্রকাশ না করিয়া সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় পরিজ্ঞান করতঃ নিজদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া, পিশিতাশী জন্তুদিগকে অকাতরে সমর্পণ করতঃ পরমাত্মার পরম প্রীতি সম্পাদন করেন, সেই সমস্ত সম ও তত্ত্বদর্শী মহাত্মবেরা কাঞ্চনময় বিমানে আরোহণ করতঃ গমন করেন। যাঁহারা সকল প্রাণিতেই ক্ষান্তবৃত্তি, অর্থাৎ কাহারও উপর কখন দ্বেষহিংসাদি প্রকাশ করেন নাই, যাঁহাদের চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল, ক্রোধ দম্ভ প্রভৃতি দুরন্ত রিপুগণ যাঁহাদের অন্তঃকরণ অধিকার করিতে একবারও সাহসী হয় নাই যাঁহারা ইন্দ্রিয়সমূহ নিগৃহীত করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছেন, ইঁহারা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান ধবল যানে অধিষ্ঠান করিয়া, বৃষরূপী ধর্ম্মকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ধর্ম্মরাজের পুরীতে গমন করেন ॥(১২)

অধরমধুরবেণুং ধেনুপালৈঃ সুরম্যং
স্মরতি জপতি জন্তুস্তস্য ভীতিঃ কুতঃ স্যাৎ ॥১৩
মুনিভিরপি দুরাপং যোগসংযুক্তনেত্রৈঃ
সুরযতিগণদৃষ্টের্দূরদেশস্থমীশম্।
নিখিলভুবনবীজং ধ্যায়তশ্চিত্তমধ্যে
শমনগমনভীতির্নাস্তি নাস্ত্যেব নূনম্ ॥ ১৪

যে রমাপতি শ্রীনিবাস তরুণ জলদের ন্যায় নীলকান্তি-বশিষ্ট, যাঁহার আকর্ণবিস্তারি নয়নদ্বয় নীল পদ্মের ন্যায় মনোহর, যিনি মস্তকে সুচিক্কণ বর্হ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় শোভমান. যিনি অধরে মধুর মুরলী ধারণ করতঃ মধুর নিনাদে আত্মতত্ত্ব বিবেকী ভক্ত কুলের কোমল হৃদয় প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, অসংখ্য ধেনুগণ যাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজমান; সেই পীতবাস শ্রীনিবাস যাঁহার চিত্ত একান্ত আসক্ত, যিনি সর্ব্বদা তাঁহার অনুধ্যান ও জপ করিয়া থাকেন তাঁহার আর শঙ্কা কি? ১৩)

মুনিসমূহ যোগমার্গে নয়ন নিবিষ্ট করিয়াও যে অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, দেবগণ ও যতিমণ্ডলের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াও যিনি বহুদূরে অবস্থিত আছেন, ষড়ৈশ্বর্য্য যাঁহার নিত্য অনুগত, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অদ্বিতীয় স্বরূপ, যে ব্যক্তি অবহিত চিত্তে হৃদয়পদ্মে করপদ্ম ন করিয়া, সেই

CONTINUOUS
CURLED PAGES

হরিচরণরতানাং কর্ণধারো হি বিষ্ণু-
র্ভবতি ভয়বিলীনো দুর্নিবারঃ কৃতান্তঃ।
স্বয়মনুচরবর্গৈস্তোষয়ন্ মানয়ংশ্চ
নয়তি চরণমূলং কেশবস্য প্রজেশঃ॥ ১৫
যস্মাৎ পুনর্নাস্তি জনিঃ কদাচিৎ
সংসারবন্ধচ্ছিদমগ্রগণ্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সর্ব্বময়ং বিশালং
সূক্ষ্মং পরং স্তৌমি পরাৎপরেশম্॥ ১৬

পদ্মপলাশলোচন ভগবানের অনুধ্যান করেন, তাঁহার আর শমনসদনে গমন করিবার অণুমাত্র শঙ্কা নাই। (১৪)

যাঁহারা ভবভয়হারী শ্রীহরির চরণ পদ্ম নিয়ত নিয়তচিত্ত আছেন, ভীষণ ভবসমুদ্রে তাঁহাদের একমাত্র কর্ণধার। দুর্নিবার কৃতান্ত দেব লক্ষ্মীকান্তের কমনীয় নাম শ্রবণ মাত্রেই এঁহার ভয়বিলীন হন। তিনি অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হয় ভগবদ্ভক্তদিগের যথাবিধি সৎকার ও সম্মাননা করত স্বয়ং পথদর্শক হইয়া কেশবের চরণপ্রান্তে লইয়া যা। (১)

যাঁহার একবার মাত্র দর্শন পাইলে পুনরায় আময়পূর্ণ শূন্য সংসারে পরিগ্রহ করিতে হয় নাই, যিনি সমূহ দেবের অগ্রগণ্য, সংসারবন্ধন ছেদন করিতে যিনিই এক-

যস্যাজ্ঞয়া বাতি সমীরণোঽয়-
মুদেতি সূর্য্যঃ সময়ে শশী চ।
অনাথনাথং জগদেকনাথং
পরাৎপরং স্তৌমি বিমুক্তয়েঽহম্॥ ১৭
অনাদিরাদ্যো নিরবদ্যমূর্ত্তিঃ
সৌম্যাতিসৌম্যো বনপুষ্পরম্যঃ।
পাতাপহর্ত্তা ভুবনস্য ভর্ত্তা
কর্ত্তা নিয়ন্তা নিয়তং প্রপাতু॥ ১৮

মাত্র মহাস্ত্র, যিনি সর্ব্বময় হইলেও আমাদিগের চক্ষু কর্ণাদির বিষয়ীভূত না হইয়া পরোক্ষ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মাকে নিয়ত স্তব করি। (১৬)

যাঁহার আদেশানুসারে এই জগজ্জীবন সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া জীবগণের জীবন রক্ষা করিতেছেন, যথাসময়ে পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্য ও শশাঙ্ক দেব সমুদিত হইয়া তরু, লতা, ও শস্যাদি সমূহ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন, যিনি অনাথকুলের একমাত্র সহায় ও জগতের অদ্বিতীয় গতি স্বরূপ, আমি বিমুক্তির জন্য সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে নিয়ত অনুধ্যান করি। (১৭)

তাঁহার পূর্ব্বে কাহারও উৎপত্তি নাই, কিন্তু তিনিই সকলের আদিভূত। তাঁহার রমণীয় মূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, যতই বিলোকিত হয়, কিছুতেই চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হয়

তস্মাৎ পরং নাস্তি গভস্তিমালী
চাদায় তেজঃ কিল তস্য কিঞ্চিৎ।
জ্যোতির্ময়াণাং প্রথমঃ প্রসিদ্ধঃ
কো বক্তুমীষ্টে খলু তস্য রূপম্॥ ১৯
বেদা বদন্তীশমনাদিমধ্যং
সহস্রশীর্ষং বহুনেত্রকর্ণম্।
বিরাট্‌স্বরূপং খলু বিশ্বমূর্ত্তিং
সর্ব্বত্রগম্যং নয়নৈরগম্যম্॥ ২০

না, যিনি যাবতীয় মনোহর মূর্ত্তি হইতে সমধিক মনোজ্ঞ, বনমালা যাঁহার গলদেশে পরম রমণীয় ভাবে, নিয়ত দোদুল্যমান, যিনি লিখিল বিশ্বের পাতা, অপহর্ত্তা, ভর্ত্তা, কর্ত্তা ও নিয়ন্তা, সেই অনাদি নাথ সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (১৮)

তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কেহই নাই। ভগবান্ সূর্য্য তাঁহার অনির্ব্বচীয় অসীম তেজঃপুঞ্জের কিয়দংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া জ্যোতির্ম্ময় নভোমণ্ডলের যাবতীয় জ্যোতিঃ পদার্থের প্রথম ও প্রধান বলিয়া পরিগণিত আছেন। অতএব কাহার সাধ্য, সেই পরমাত্মার স্বরূপ রূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। (১৯)

বেদসমূহ তাঁহাকে আদি ও মধ্য বিহীন পরমপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার মস্তক অগণ্য, নেত্র অগণ্য,

দ্রষ্টুং ন শক্তানি চ দর্শনানি
পরস্পরং বৈরগতানি পশ্চাৎ।
শুদ্ধং বিমুক্তং প্রকৃতেঃ পরং যৎ
বদন্তি নিত্যং তমহং প্রপদ্যে॥ ২১
জপা যথৈব স্ফটিকে বিরাজতে
ন প্রত্যুতস্তত্র জপা কদাচিৎ।
তথা স ঈশ্বরঃ প্রকৃতৌ ন বিভাসতে
গুণত্রয়াধ্যাসবশাৎ ন বস্তুতঃ॥ ২২

ও কর্ণও অগণ্য। নিখিল বিশ্বই তাঁহার মূর্ত্তি, তিনি বিরাট্ এবং সর্ব্বব্যাপী হইলেও অস্মদাদির দৃষ্টিপথের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। (২০)

শাঙ্খ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি ষড়্ দর্শন দর্শনমার্গ অবলম্বন করিয়াও সুদর্শনধারী শ্রীহরিকে সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া প্রথমতঃ পরস্পর বৈরভাব অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু সকলে বিবদমান হইলেও এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল যে তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব, প্রকৃতি হইতে তিনি সম্পূর্ণ রূপে পৃথক্। (২১)

যেরূপ স্ফটিকস্তম্ভে জপাকুসুমের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে তন্মধ্যে জপাপুষ্পই বিদ্যমান বলিয়া ভ্রান্তিজ্ঞান জন্মে

তস্মাৎ সোঽস্তু প্রকৃতেঃ পরো বা
সমাগতো বা চ তয়া সৃজাদৌ।
অতীন্দ্রিয়ো বা নয়নাভিবর্ত্তী
সর্ব্বস্য মূলং জগদেকবীজম্॥ ২৩
তমেব চিত্তং নিয়তং দধাতু
নেত্রদ্বয়ং পশ্যতু তস্য মূর্ত্তিম্।
কর্ণদ্বয়ং নামকথাং শৃণোতু
জিহ্বা চ সংকীর্ত্তয়তু প্রমত্তা॥ ২৪

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার মধ্যে জপার কিছুমাত্র অবস্থান নাই, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্ভাবাবলম্বিত পরমাত্মার অধ্যাসবশে প্রকৃতি দেবী পরিচালিত হয়, এবং ভ্রান্তবুদ্ধি মানবগণ তদ্দর্শনেই তাঁহাকে প্রকৃতির অন্তর্ভূত বলিয়া পরিজ্ঞান করে। কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রকৃতিগত কোনও সম্পর্ক নাই। (২২)

তিনি যাহাই হউন, প্রকৃতির অন্তর্গত বা বহিঃস্থিত হউন, তিনি অতীন্দ্রিয়, কি ইন্দ্রিয় পথের বশবর্ত্তী হউন, তবে ইহা অপ্রমাদ সিদ্ধান্ত যে তিনিই সমূহের মূল ও একমাত্র অক্ষয় বীজ স্বরূপ। (২৩)

চিত্ত সর্ব্বদা উহাঁতেই অনুরক্ত থাকুক, নয়ন দ্বয় দিন-রাত্রি উহাঁরই মনোহারিণী মূর্ত্তি অবলোকন করুক, কর্ণদ্বয়

ততো ভয়ং কিং শমনস্য সাক্ষাৎ
ততো ভয়ং কিং মরণে রণে বা।
ততো ভয়ং কিং বিপিনে সমুদ্রে
শৈল্যেঽনলে বা সলিলে কদাচিৎ॥ ২৫
তস্মাৎ সমুচ্চৈর্হরিনাম পুণ্যং
মহর্ষয়ঃ সম্প্রতি কীর্ত্তয়ধ্বম্।
সর্ব্বস্য পশ্চাৎ পরমং পবিত্রং
পুনাতু সর্ব্বান্ হরিনাম নূনম্॥ ২৬

তাঁহার নাম কথা পরিত্যাগ করিয়া যেন অপর কোনও বিষয়ে আসক্ত না হয়, এবং রসনা যেন প্রমত্ত হইয়া তাঁহারই গুণানুবাদ কীর্ত্তন করে। (২৪)

তাহা হইলে আর আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। কোটি কোটি শমন যাঁহার নাম শ্রবণে সঙ্কুচিত হয়, তাঁহার ভক্তগণের বিভীতি কোথায়? কি মৃত্যু কি সংগ্রামস্থল, কি জনশূন্য হিংস্রপূর্ণ অরণ্য, কি অপার পারাবার, কি অভ্রঙ্কষ শৈলদেশ, কি অগ্নি, কি সলিল কোথাও অণুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। (২৫)

অতএব হে মহর্ষিগণ! সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র হরি-নাম কীর্ত্তন করুন। সকলের পশ্চাৎ পবিত্র হরিনামই সকলকে পবিত্র করিয়া থাকে। (২৬)

কৃত্বা তু ধর্ম্মং নরলোকবর্গো
যথা যথা যাতি কৃতান্তগেহম্।
সংবর্ণিতং তন্মুনয়ঃ সমগ্রং
ভূয়ো বদিষ্যামি চ কিং প্রভেশাঃ॥ ২৭

ইতি সংসারচক্রে নবমোঽধ্যায়ঃ।

হে ভাস্বর ঋষিসমূহ! মর্ত্ত্যলোকে মানবমণ্ডল যে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পবিত্রভাবে কালাতিপাত করিলে, যেরূপে মহাকালের পবিত্র নিকেতনে গমন করিয়া থাকে সে সমস্ত বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছি।এক্ষণে পুনরায় কি বর্ণনা করিলে আপনাদের প্রীতি সম্পাদন হয়, বলুন। (২৭)

সংসারচক্রে নবম অধ্যায়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

পবিত্রনামামৃতমীশ্বরস্য
নিপীয় কর্ণে বিমলাব্যয়স্য।
অন্যত্র চিত্তং ন পুনঃ প্রয়াতি
হংসো যথা মানসমেব রম্যম্॥ ১
অতঃ পরং কিং খলু বর্ণনীয়ং
শ্রোতব্যমস্মাৎপরমপ্যকিঞ্চিৎ।
অনাদিনাথে জগদেকবন্ধৌ
চিত্তং সদাস্তাং পরমং পবিত্রম্॥ ২

ঋষিগণ বলিলেন,

ভগবানের পবিত্র নামামৃত কর্ণকুহরে পান করিয়া অন্তঃকরণ এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যে হরিনাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যত্র যাইতে অণুমাত্রও স্পৃহা সমুদিত হয় নাই। হংস যেরূপ মানস সরোবর প্রাপ্ত হইলে অন্য সরোবরে একেবারে বীতস্পৃহ হয় ইহাও সেইরূপ। (১)

পবিত্র হরিনাম ব্যতীত এই নশ্বর জগতে আর বর্ণনীয় বিষয় কিছুই নাই, তাঁহার পবিত্র নাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত

তদাত্মজাতা মনুজা বিমুগ্ধা
সদা ভবাবর্ত্তবিমুগ্ধচিত্তাঃ ।
কেচিৎ প্রতিজ্ঞাং পরিহায় দূরং
স্বকর্ম্মজং পাপমলং পচন্তি ॥
গর্ভে যদা বদ্ধসমগ্রবিগ্রহা
জরায়ুমধ্যে নিয়তং ভ্রমন্তি চ ।
তদা হি বদ্ধাঞ্জলয়ঃ কিমব্রুবন্
মহীতলে তস্য চ কিং বিধীয়তে ॥ ৪

শ্রোতব্য কি ? অতএব একমাত্র প্রার্থনা যে, চিত্ত যেন অনাদিনাথ জগদেকবন্ধু ভবসিন্ধুপারের একমাত্র কর্ণধার শ্রীহরিতেই সর্ব্বদা পবিত্রভাবে অবস্থিতি করে। (২)

সেই অনন্তময়ের আত্মা হইতেই সমুদায় মনুষ্য সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহাদের জীবাত্মাতে তাঁহার অপরিচ্ছেদ্য ও অমেয় আত্মা সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। কিন্তু ভ্রান্ত মনুজগণ মোহবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ভবসংসারের ঘূর্ণ্যমান আবর্ত্ত মধ্যে পতিত হইয়া বিমুগ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এবং পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ না করিয়া বিষম পাপের পূর্ণ সঞ্চয় করতঃ বিষময় ফল উপভোগ করিতেছে। (৩)

জন্তুগণ যখন কঠোর জঠরযন্ত্রণায় পর্য্যাকুল হইয়া অনবরত অনাদিনাথ শ্রীহরিকে কৃতাঞ্জলিপুটে আহ্বান করিতে থাকে, সেই দিনের সেই অবস্থা কি ক্ষণকালও স্মৃতিপথে

মায়া স্মৃতিং সংহরতি ক্ষণেন
প্রবোধচন্দ্রঃ সহসাস্তমেতি ।
ঘোরান্ধকারঃ পরিতো বিভাতি
জন্তুর্যথান্ধঃ প্রচরত্যজস্রম্ ॥ ৫
কেচিচ্চ পূর্ব্বাহিতপুণ্যপাকাদ্
গুরূপদেশাদ্ বিমলং বিধায় ।

উদিত হয় ? যখন সমস্ত দেহ গর্ভকারাগারে আবদ্ধ, শ্লেষ্মা ও পূয়রাশি দেহের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত, কষ্টের অবধি নাই, তখন কি বলিয়াছে ? হে প্রভো ! মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল আপনারই অনুধ্যান ও অর্চ্চনা করিব, ক্ষণকালও অসার ভাবে অতিবাহিত করিব না। কিন্তু ভবমায়ায় বিমোহিত হইয়া এখন কি করিতেছে। জগদাধার কর্ণধার শ্রীহরির নাম পর্য্যন্তও স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। (৪)

মানব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সমুদায় বিস্মৃত হইয়া গেল ; পূর্ব্বকথা, পূর্ব্বভাব কিছুই আর সমুদিত হইল না। মহামায়া মায়াবিনী মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া সমুদায় অপহরণ করিল। জ্ঞানচন্দ্র সহসা অস্ত গমন করিল। তখন চতুর্দ্দিকেই দুর্নিবার তমোরাশি সমুদ্ভাসিত হইয়া প্রকৃত তত্ত্বমার্গ তিরোহিত করিয়া বিভ্রান্ত জীবমণ্ডলকে ভূমণ্ডলে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমিত করিতে লাগিল। সুতরাং তখন অন্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাই মানবমণ্ডলীর কার্য্য হইয়া উঠিল। (৫)

চিত্তং সমর্প্যেশ্বরপাদপদ্মে
যুঞ্জন্তি চিত্তং চিরমেব ধর্ম্মে ॥ ৬
সর্ব্বে স্বকার্য্যৈঃ শুভগৈঃ প্রযান্তি
বিমানমাধায় পৃথক্ পৃথগ্‌ভিঃ।
ততঃ পরং কা চ গতিস্তদীয়া
যথাযথং বর্ণয় পৃচ্ছতাং নঃ ॥ ৭
গত্বা পুরীং ধর্ম্মপতেঃ পবিত্রাং
বসন্তি কুত্র ক্ষতপাপলেশম্।

কেহ কেহ পূর্ব্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে এবং গুরুগণের গুরূপদেশে চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পরমেশ্বরের পরম পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করতঃ চিরকাল ধর্ম্মকর্ম্মে অন্তঃকরণ সমর্পিত করিলেন। (৬)

যে সমস্ত জীবগণ ধরাতলে যে যেরূপ পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিলে যেরূপ স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মময় নিকেতনে উপনীত হন, তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু পুণ্যবান্ মহাত্মারা তাহার পর কি কি গতিলাভ করিয়া থাকেন; তৎসমগ্র যথাযথরূপে বর্ণনা করুন ইহাই আমাদিগের জিজ্ঞাস্য বিষয়। (৭)

যাঁহারা নিজের পবিত্রতা গুণে কল্মষরাশি ভস্মীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মপতির পবিত্র গৃহে গমন

ততশ্চ যা স্যাদ্‌গতিরেতদীয়া
সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব কুতূহলং নঃ ॥ ৮
বিশেষতো যে পরমার্থতো হরিং
জপন্তি হৃৎপদ্মনিকেতনে শুভে।
ঘনপ্রভং কৌস্তুভরত্নলাঞ্ছিতং
যজন্তি যজ্ঞেশ্বরমেব কর্ম্মণি ॥ ৯
দৃষ্টির্হরের্মূর্ত্তিবিলোকনে চিরং
পদদ্বয়ং নৃত্যতি তৎকথাসু চ।
শৃণোতি কর্ণৌ নিয়তঞ্চ কীর্ত্তনং
নাম্নো হরেঃ পাপমুষঃ সমাসতঃ ॥ ১০

করিয়া পশ্চাৎ কি গতি প্রাপ্ত হন, তাহা শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত কৌতূহল শিখা প্রদীপ্ত হইয়াছে। (৮)

বিশেষতঃ যে সমস্ত মহাত্মারা হৃদয়-পদ্মনিকেতনে নবজলদশ্যামতনু কৌস্তুভলাঞ্ছিত যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে সর্ব্বদা অনুধ্যান ও আরাধনা করিয়া থাকেন, পবিত্র হরিনামই যাঁহাদের জপ ও তপঃস্বরূপ, যজ্ঞকার্য্যে যজ্ঞেশ্বরই যাঁহাদের একমাত্র সেব্য। (৯)

যাঁহাদের কর্ণ কলিকলুষহারী শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনই সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া থাকে, যাঁহাদের পুণ্যময়ী দৃষ্টি দয়াময়ের মূর্ত্তি বিলোকন ব্যতীত অন্য কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় নাই,

গতিশ্চ তেষাং কিল বৈষ্ণবানাং
পবিত্রধাম্নাং বদ বিস্তরেণ।
অনাগসাং যচ্চরিতং পবিত্রং
পুনাতি চিত্তং ভবনং চ দেশম্॥ ১১

ব্যাস উবাচ।

কীর্ত্তয়িষ্যাম্যহং সম্যগ্ ভূতানামগতিং গতিম্।
শৃণুতৈতৎ সমাধায় চিত্তং চিত্রমিদং হি যৎ॥ ১২
লোকঃ পুণ্যবতাং নূনং সর্ব্বঃ পুণ্যবতাং সুহৃৎ।
জীবন্তি পুণ্যবন্তশ্চ পরলোকং গতা অপি॥ ১৩

যাঁহাদের চরণদ্বয় হরিকীর্ত্তনেই একবারে আনন্দভরে নৃত্য করিতে থাকে, সেই সমস্ত পবিত্র প্রভাবসম্পন্ন বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ পরিণামে কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি লাভের অধিকারী হয়, আপনি তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। যেহেতু নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ মহাত্মাদিগের নির্ম্মল চরিত্র, চিত্ত,গৃহ, ও সমস্ত দেশ পবিত্র করিয়া থাকে। (১০।১১)

ব্যাস কহিলেন।

মহর্ষিগণ! আমি প্রাণিপুঞ্জের অগতি ও গতি সম্যক-রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, যেহেতু এই সমস্ত বিষয় নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া পরিগণিত। (১২)

সমস্ত লোকই পুণ্যবান্‌দিগের একমাত্র অধিকৃত।

পুণ্যেনৈকেন যান্ লোকান্ যান্তি পুণ্যব্রতা নরাঃ।
কো গন্তুং তানলং জন্তুঃ সর্ব্বতঃ পরিচেষ্টয়া॥ ১৪
তেষাং পুণ্যবতামর্থে ধর্ম্মরাজো মহামতিঃ।
নির্ম্মায় রমণীয়ানি ভবনানি পৃথক্ পৃথক্॥ ১৫
রত্নসিংহাসনাভানি মহার্হাস্তরণানি চ।
পুষ্পবন্তি সুগন্ধীনি দুগ্ধফেননিভানি চ॥ ১৬

সকলই তাঁহাদের অধীন। তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও স্বীয় পুণ্য প্রভাবে ধরণীতলে চিরকাল জীবিত থাকেন। (১৩)

পুণ্যব্রত পুণ্যবান্ মহাত্মগণ একমাত্র পুণ্যপ্রভাবে যে সমস্ত স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট লোকের অধিকারী হন, মনুষ্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ লোকে গমন করিতে সমর্থ হয় নাই। (১৪)

মহামতি ধর্ম্মরাজ তাদৃশ পুণ্যবান্ মহাত্মাদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পরমরমণীয় সুরম্য হর্ম্ম্যমালা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। (১৫)

তত্রত্য সিংহাসন সমূহ নানাবিধ রত্ন ও মণিময় আভরণে বিভূষিত। আস্তরণ মহামূল্য। শয়নীয়সমূহ দুগ্ধফেন-সদৃশ বিশদ ও কোমল, চিরসৌরভময় সুকোমল প্রসূন সমূহে পরিবৃত। (১৬)

পুষ্পশয্যা বিরাজন্তে নীরং কুসুমবাসিতম্।
সমন্তাৎ কুসুমৈর্ব্যাপ্তং গুঞ্জদ্ভ্রমরপংক্তিভিঃ ॥ ১৭
অসংখ্যানি চ শোভন্তে কুসুমব্যজনানি চ।
হস্তেষু সুকুমারীণাং প্রমদানাং বিশেষতঃ ॥ ১৮
পুষ্পবর্ষণশীলানাং তৎপরাণাং নিষেবণে।
রাজীবরাজিনেত্রাণামুন্মদানাং সমন্ততঃ ॥ ১৯
নৃত্যসঙ্গীতবাদিত্রৈঃ পন্থানঃ পরিপূরিতাঃ।
সেব্যমানাঃ সুখস্পর্শৈর্বায়ুভিঃ শুভশীতলৈঃ ॥ ২০

এদিকে পুষ্পশয্যা সুসজ্জিত ভাবে চতুর্দ্দিকে বিরাজমান আছে। সলিল পুষ্পবাসিত, অন্যপক্ষে মধুপপংক্তি পুষ্পগন্ধে অন্ধপ্রায় হইয়া অনবরত গুন্‌গুন্‌রবে সর্ব্বত্র আকুলীকৃত করিতেছে। (১৭)

কুসুমব্যজন অতীব কোমল ও গণনার অতীত। নবনীতকোমলাঙ্গী প্রমদাগণ অবিরত ব্যজন হস্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারা পুণ্যময় মহাত্মাদিগের উপযুক্ত সম্মাননার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। অবকাশমতে ক্ষুল্ল প্রসূনরাশি বর্ষণ করিয়া পথিকদিগের উন্নত চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত দিব্য কামিনীকুলের নেত্র আকর্ণবিসারি ও রাজীবপত্রের ন্যায় বিরাজিত। (১৮।১৯)

এই সমস্ত পুণ্যময় পবিত্র লোকদিগের অবলম্বিত মার্গ নৃত্য, গীত ও বাদিত্র দ্বারা সর্ব্বদা নিনাদিত। সমীরণদেব

দীর্ঘাঃ জলকণাসিক্তাঃ রজঃসঞ্চয়বর্জ্জিতাঃ।
ফুল্লদ্রুমসমাকীর্ণোভয়পার্শ্বমনোরমাঃ ॥ ২১
মধুরৈর্বিহগৈর্ব্যাপ্তাঃ কূজদ্ভির্মধুরং যশঃ।
সর্ব্বসম্পৎসমাযুক্তাঃ পুষ্পাস্তরণবিস্তৃতাঃ ॥ ২২
যত্রৈব কুসুমস্রগ্‌ভিঃ তোরণানি মহান্তি চ।
বিরাজন্তে যথেন্দ্রস্য বর্ষাসু ধনুরুদ্ধতম্ ॥ ২৩

শীতল মৃদুগামী ও কুসুমসৌরভ বহন করতঃ সেবাকার্য্যে যেন একান্ত আসক্ত। ধূলিরাশির নাম গন্ধও নাই। মন্দাকিনীর জলশীকর মন্দ মন্দ ভাবে বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শৈত্য সুখ সম্পাদন করিতেছে। এদিকে পথের উভয় পার্শ্বস্থিত বিকশিত তরুবৃন্দ কতই মনোহর শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। (২০।২১)

বিহগকুল কেমন কলমধুর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত করিয়া পবিত্রদিগের পবিত্রকীর্ত্তি গান করতঃ পথিকদিগকে উল্লাসিত করিতেছে। অধিক কি জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য একত্রিত করিলে যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হয়, এই স্থান একাই তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এখানে কোনও সম্পদের অণুমাত্র অভাব আলোকিত হয় নাই। (২২)

এই স্থানের মনোহর তোরণরাজি চিরবিকশিত কুসুমদামে বিরাজিত। বর্ষাকালে যেরূপ ইন্দ্রধনু নানাবিধ বর্ণে বিভাসিত থাকে ইহাও নানাবিধ পুষ্পে বিভাসিত। (২৩)

স্বয়ং ধর্ম্মপতিঃ সাক্ষাৎ বহিরাগত্য যত্নতঃ।
চিত্রগুপ্তাদিভির্যুক্তঃ সৎকুর্ব্বংশ্চ যথাযথম্॥ ২৪
সংবর্দ্ধয়ন্ মহাতেজা ধার্ম্মিকাণাং পরংসুহৃৎ।
নীত্বা স্বাং সংসদং শুভ্রাং ক্রমশস্তান্ মহাজনান্॥ ২৫
বিনিবেশ্য যথাযোগ্যং সিংহাসনসমুচ্চয়ে।
রত্নবিদ্রুমবিস্তারপ্রকাশিতদিগন্তরে॥ ২৬
ত্বষ্টৃশিল্পপরাকাষ্ঠাসূচকে পরিশোভিতে।
নবপ্রবালমালাভিঃ পরিতঃ সমলঙ্কৃতে॥ ২৭
উবাচৈনং বচো রম্যং নাদয়ন্ মহতীং সভাম্।
ধীররাবেণ বিনয়ী স্বয়ং বৈবস্বতঃ প্রভুঃ॥ ২৮

স্বয়ং ধর্ম্মপতি সমাহিত হইয়া চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি অনুচর বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্রগমন করতঃ যথাবিধি সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা সহকারে পুণ্যাত্মাদিগকে স্বকীয় সভামণ্ডপে আনয়ন করেন। এই মহতী সভার বিচিত্র শোভা বর্ণনাতীত। রত্ন ও বিদ্রুম সমূহের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে দিগ্‌দিগন্তর প্রতিফলিত। বিশ্বকর্ম্মার শিল্পসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা, এখানে দেদীপ্যমান। তরুণ কিশলয়রাজি চতুর্দ্দিকে অলঙ্কৃত। সূর্য্যনন্দন বিনয় সহকারে জলদগম্ভীর নাদে সমস্ত সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পুণ্যাত্মাদিগকে সম্বোধন করতঃ এই রমণীয় মহাবাক্য বলিতে লাগিলেন। (২৪।২৫।২৬।২৭।২৮)

যম উবাচ।

জগৎ পবিত্রং ভবনং পবিত্রং
কুলং পবিত্রং ভুবি জন্ম চৈব।
হে পুণ্যবন্তো ভবতাং চরিত্রম্
পুনাতি সর্ব্বং প্রবিধূয় পাপম্॥ ২৯
যথা রবাবুদ্গত এব শীঘ্রং
বিলীয়তে ধ্বান্তমনন্তমূর্ত্তি।
পুণ্যপ্রকাশান্মলিনত্বমাশু
বাহ্যং তথাভ্যন্তরমেতি দূরম্॥ ৩০

যম কহিলেন।

হে পুণ্যবান্ মহাত্মগণ! আপনাদের পবিত্র পুণ্যে সমস্ত জগৎ পবিত্র, গৃহ পবিত্র, বংশ পবিত্র এবং ধরাতলে জন্ম পরিগ্রহও পবিত্র হইয়াছে। আপনাদের নির্ম্মল চরিত্র পাপরাশি অন্তরিত করিয়া সমস্ত পবিত্র করিতেছে। (২৯)

যেরূপ ভগবান্ ভাস্কর দেব সমুদিত হইলে তমিস্রা স্থানলাভের অধিকারিণী না হইয়া ক্রমশঃ বিলীনা হয়, সেরূপ আপনাদের পুণ্যালোকে আলোকিত হওয়ায় বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ পাপপুঞ্জ শীঘ্র অপসৃত হইয়া থাকে। (৩০)

পুণ্যাৎ পরং নাস্তি শুভং কদাচিৎ
নিঃশ্রেয়সং স্বস্ত্যয়নং কদাচিৎ।
পুণ্যস্য সাধ্যং কিল সর্ব্বমেব
বলং মহৎ পুণ্যমিদং প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩১
পুণ্যেন লোকা গহনে দুরন্তে
নিরাশ্রয়েঽপ্যাশ্রয়মাপ্নুবন্তি।
সর্ব্বে বশাঃ পুণ্যকৃতাং হি নূনম্
হিংস্রাস্তথা সাধুসুশীলনিষ্ঠাঃ ॥ ৩২

পুণ্য অপেক্ষা ত্রিলোকে মঙ্গলময় পদার্থ আর কিছুই নাই। জগতে শান্তি লাভ করিতে হইলে পুণ্যই প্রধান স্বস্ত্যয়ন ও মুক্তিলাভের নিদান। সকলই পুণ্যসাধ্য। জগতে যতপ্রকার বল আছে তন্মধ্যে পুণ্যবলই প্রধান বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। (৩১)

পুণ্যবলে জনসমূহ সুগহন দুরন্ত ও নিরাশ্রয় বিজন প্রদেশেও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, সকলেই পবিত্র পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের বশতাপন্ন, অধিক কি যাহাদের প্রকৃতি হিংসায় পরিপূর্ণ, তাহারাও পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি সাধুতা ও সুশীলতা অবলম্বন করে। (৩২)

পুণ্যপ্রভাবাৎ প্রভবন্তি সর্ব্বে
সর্ব্বং সমাধাতুমলং স্বধর্ম্মৈঃ।
দিবা হি তেষাং রজনীমুখেঽপি
পর্ণৈর্বিহীনাস্তরবোঽপি ফুল্লাঃ ॥ ৩৩
সমুর্ব্বরা স্যাৎ মরুভূঃ সুশস্যৈঃ
পূর্ণাবকাশা সরিতাং বরৈশ্চ।
ততো হি পুণ্যং তত এব শান্তিঃ
ততঃ সমৃদ্ধিশ্চ ততঃ প্রতাপঃ ॥ ৩৪

যাঁহাদের পুণ্যবল আছে তাঁহারা এই জগতে সমস্তই সম্পাদন করিতে সমর্থ। ধর্ম্ম অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর কার্য্যসাধক নাই। অধিক কি পুণ্য প্রতাপে রজনীও দিবার আকার ধারণ করে এবং পর্ণবিহীনা তরুমণ্ডলীও বিকসিত হয়। (৩৩)

পুণ্যবলে মরুভূমি উর্ব্বরা হইয়া হরিদ্বর্ণ শস্যরাজিতে বিরাজিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে, এবং স্রোতস্বতী অদৃশ্যা হইলেও সুমধুর কল কল নাদে প্রবাহিত হইয়া অধিবাসীদিগের মন হরণ করে। যেখানে পুণ্য, সেখানে শান্তিদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজমান, সেই খানেই সমৃদ্ধি এবং সেই স্থলেই প্রতাপ মূর্ত্তিমান্ রহিয়াছে। (৩৪)

পুণ্যস্য দীপ্ত্যা রিপবঃ প্রযান্তি
ধর্ম্মঃ সমাগচ্ছতি কৌতুকেন।
ধৈর্য্যং তিতিক্ষা ঋজুতা দমশ্চ
দয়া শমোঽহিংসনমেতি শীঘ্রম্ ॥ ৩৫
চিত্তং বিশুদ্ধং কুলমেব শুদ্ধং
কার্য্যং বিশুদ্ধং প্রতিপাদমেব।
সর্ব্বং বিশুদ্ধং কিল সাত্ত্বিকানাং
সমাগমঃ পুণ্যবতাং হি ভদ্রঃ ॥ ৩৬

পুণ্যের প্রবল জ্যোতিঃ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রিপুগণ ক্রমে অপসৃত হয়, ধর্ম্ম পরম আহ্লাদে তাহার কাছে আগমন করে। ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, ঋজুতা, দম, দয়া, শম ও অহিংসা প্রভৃতি যাবতীয় উন্নতবৃত্তি ক্রমে তাহার হৃদয়দেশ অধিকার করিয়া আত্মাকে পবিত্র ও তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। (৩৫)

পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের সমাগম পুণ্যবলেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা অন্তঃকরণ, পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে। সমুহ বংশ পবিত্র হইয়া উঠে; প্রত্যেক কার্য্যকলাপ মন্দপথ পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের অনুসরণ করতঃ পবিত্রতা সম্পাদন করে। অতএব সাত্ত্বিকভাবাপন্ন পুণ্যবানুদিগের সমাগম সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক। (৩৬)

পুণ্যাত্মনাং পুণ্যবশাৎ সমীরঃ
প্রবাতি জীবান্ পরিরক্ষতে চ।
বিভাকরো গচ্ছতি নিত্যমেব
দিবা চ রাত্রিশ্চ তথৈব সন্ধ্যে ॥ ৩৭
আশ্রিত্য পুণ্যং বিমলঃ শশাঙ্কঃ
স্বতেজসা ভাতি জগৎ প্রপূর্য্য।
বর্ষন্তি পুণ্যেন জলদাশ্চ কালে
ভূমিস্তথা রাজতি শস্যপুঞ্জৈঃ ॥ ৩৮

পুণ্যাত্মা পবিত্রচেতা মহাত্মাদিগের পুণ্যবলেই ভগবান্ ভাস্করদেব যথাকালে সমুদিত হইয়া তাপাদি দানে সমস্ত জগৎ রক্ষা করিতেছেন, ভগবান্ সদাগতি সদা প্রবহমাণ হইয়া জীবগণের অমূল্য জীবন রক্ষা করিতেছেন, দিবা-রাত্রি ও সন্ধ্যা সমস্তই যে পর্য্যায় ক্রমে যথাকালে সমুদিত ও বিলীন হইতেছে, পুণ্যাত্মাদিগের পুণ্যই তাহার প্রধান কারণ। (৩৭)

ভগবান্ শশাঙ্কদেব পুণ্য আশ্রয় করিয়া নিজের অলৌকিক সুশীতল কিরণজালে ভুবনত্রয়ের শীতলতা সম্পাদন করতঃ বিরাজমান হইতেছেন, পুণ্যবলেই যথাকালে বারিধর বারি-বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর তাপ দূরীকৃত করে এবং ধরণীও নব শস্য বিভূষণে বিভূষিতা হন। (৩৮)

অলং বহূক্ত্যা জগতী যদাস্তে
পুণ্যং হি মূলং কিল তস্য মধ্যে।
তদন্যথা চেৎ কুলুষাতিভারাৎ
নূনং নিমজ্জেৎ প্রলয়াব্ধিগর্ভে॥ ৩৯
ধরাতলস্য স্থিতয়ে হি পুণ্যং
লোকস্য সর্ব্বস্য চ পালনায়।
স্বর্গাদিলোকাধিগমায় চৈব
পুণ্যং সহায়ঃ প্রথমঃ প্রসিদ্ধঃ॥ ৪০

অধিক আর কি বলিব,এই সুবিস্তৃত ধরণীতল এখনও যে অবস্থিতি করিতেছে পবিত্র পুণ্যই তাহার একমাত্র নিদান। যদি ধরণী হইতে "পুণ্য" এই উজ্জ্বল সনাতন অক্ষরদ্বয় একবারে বিলুপ্ত হইত, তাহা হইলে এই সশৈলা সুবিস্তৃতা ধরণী এত দিন মহাপ্রলয়ের অনুবর্ত্তিনী হইয়া পাপভরে প্রলয়সমুদ্রে নিমগ্না হইতেন। (৩৯)

অতএব পুণ্যই জগদ্রক্ষণের একমাত্র কারণ। যত দিন জগতে পুণ্য বিদ্যমান থাকিবেক, তত দিন ইহা অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান থাকিবেক। পুণ্যের অভাব হইলেই অকাল বৃষ্টি, অকাল মৃত্যু, অকাল শোক, ও আকালিক রোগ সমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইবে। যদি এই নিখিল বিশ্ব রক্ষা করিতে হয়, যদি নিখিল জীবগণের প্রতিপালন অভিপ্রেত

আধায় পুণ্যং কবচং বিশুদ্ধং
যতস্ততো যান্তু নরা বিশঙ্কাঃ।
অহং যমোঽপ্যত্র চ পুণ্যভাজা-
মাদেশবর্ত্তী খলু কিঙ্করোঽস্মি॥ ৪১
দয়া তপো দানমুতাপি সত্য-
মহিংসনঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চ।
জপস্ত্রিসন্ধ্যাদিবিধিশ্চ তীর্থে
সদা প্রয়াণং প্রথমং হি পুণ্যম্॥ ৪২

হয়, যদি স্বর্গপ্রাপ্তি অভিলষিত হয়, পুণ্যই তদ্বিষয়ে প্রধানতম সহায় জানিও। (৪০)

মনুষ্যগণ পুণ্যরূপ কবচ পরিধান করিয়া যথেচ্ছ গমন করুন না কেন, তাঁহাদের কোনও বিষয়ে কোথাও অণুমাত্র শঙ্কার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, আমি যম, তথাপি পুণ্যাত্মাদিগের আদেশবর্ত্তী ও চিরকিঙ্কর। (৪১)

দয়া, তপশ্চর্য্যা, সৎপাত্রে ধনদান, সর্ব্বদা সত্য কথন, অহিংসা, জপ, ত্রিসন্ধ্যা বন্দন এবং তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাঁহার ইন্দ্রিয় বশতাপন্ন তাঁহার পুণ্যও করতলস্থ। যদি মহাপুরুষ হইতে অভিলাষ হয় প্রথমেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। (৪২)

সতীত্বরক্ষা নিজদেশরক্ষা
দ্বিজাতিরক্ষাসুবিয়োজনেঽপি ।
গ্রন্থাদিদানৈঃ খলু ধর্ম্মরক্ষা
বিগীয়তে পুণ্যমতীব পুণ্যম্ ॥ ৪৩
শ্রদ্ধা গুরৌ ভক্তিরথার্জ্জবঞ্চ
সামন্তবর্গেষ্বনুরাগ এব ।
বিদ্বেষভাবত্যজনঞ্চ মধ্যে
ধর্ম্মং পরং পুণ্যকৃতাং প্রধানম্ ॥ ৪৪

যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও, বিপদ্‌গ্রস্তা পতিব্রতা কামিনীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সতীত্ব রক্ষা করেন, আসন্ন অরাতিকুলের কবল হইতে নিজদেশ রক্ষা করেন, বিপন্ন ব্রাহ্মণদিগের পরিত্রাণ করেন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ বিতরণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তৃতি সম্পাদন করেন, তাঁহাদের পুণ্য পরম পবিত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। (৪৩)

গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন, ঋজুতা, প্রতিবেশী মণ্ডলের প্রতি সর্ব্বদা অনুরাগ প্রদর্শন, এবং যাহাতে কোনও কালে তাঁহাদের প্রতি অণুমাত্র বিদ্বেষ না জন্মে তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়াই পুণ্যবান্ মহাত্মাদিগের প্রধানতম ধর্ম্ম। (৪৪)

যুদ্ধে জয়ো বা নিজরক্তদানম্
বীরস্য সিদ্ধা পদবী প্রসিদ্ধা ।
আয়োধনে পৃষ্ঠকৃতাং হি পুংসাং
ন স্বর্গলাভো নিরয়ঃ খলু স্যাৎ ॥ ৪৫
শ্রাদ্ধং তথা তর্পণমেব সাধু
কার্য্যং সুতানাং কিল পূর্ব্বতৃপ্ত্যৈ ।
স্বধর্ম্মরক্ষা চ সদা প্রযত্নৈঃ
পুণ্যং হি মধ্যে পরলোকসৌখ্যম্ ॥ ৪৬

যুদ্ধে বিপক্ষকুলের পরাজয়, অথবা নিজদেহ বিসর্জ্জন, ইহাই বীরপুরুষের লক্ষণ। যে সমস্ত ব্যক্তি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদের স্বর্গলাভ হয় না, দারুণ নরক তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত আছে। (৪৫)

পূর্ব্ব পুরুষগণের তৃপ্তি সম্পাদনের জন্য বংশীয় সৎপুত্রের ইহাই প্রধান কর্ম্ম যে যথাবিধানে তাঁহাদের তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করে। পিতৃপিণ্ডের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন, পিতৃলোক তৃপ্ত হইলেই বংশের উন্নতি সম্পাদিত হয়। অতএব ইহা পরম পুণ্য। সর্ব্বতোভাবে স্বধর্ম্ম রক্ষা করা পরলোক গমনের প্রধানতম সহায়। অতএব যাঁহারা ধর্ম্মরক্ষা করিতে প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত নন, তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যাত্মা। (৪৬)

ম্লেচ্ছাগমো ম্লেচ্ছপথাভিষন্ধিঃ
মূলং খলু স্যান্নরকস্য লোকে।
পন্থা স এবেহ চিরং প্রসিদ্ধঃ
গতা হি পূর্ব্বে যমিহাবলম্ব্য ॥ ৪৭
পণ্যং সদা সাধুসমাগমো হি
শুশ্রূষণং যচ্চ সতাং হি পুণ্যম্।
আগন্তুকানাং পরিপালনং যৎ
তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৪৮
নিকেতনাচ্চেদতিথিঃ প্রযাতি
পরাঙ্মুখো দেবসমগ্রমূর্ত্তিঃ।
প্রদায় পাপং প্রচুরং স্বকীয়-
মাদায় পুণ্যং পরিবর্ত্ততে সঃ ॥ ৪৯

ম্লেচ্ছসমাগম, ম্লেচ্ছাভিষন্ধি নরকের নিশ্চয় কারণ। পূর্ব্বপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রশস্ত ও প্রধানতম পথ। (৪৭)

সর্ব্বদা সাধুলোকের সমাগম, প্রধান পুণ্যতম সাধুদিগের পরিচর্য্যা এবং আগন্তুক অতিথি কুলের সেবা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ॥ (৪৮)

অতিথি সমস্ত দেবের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। দেবগণ অতিথি-মুখে আহার করিয়া থাকেন। অতএব অতিথি যদি পরাঙ্মুখ

দেবাঃ প্রসন্নাঃ পিতরঃ প্রসন্নাঃ
কুলং প্রসন্নং মুনয়ঃ প্রসন্নাঃ।
যেষাং গৃহে চাতিথয়ঃ প্রসন্নাঃ
তৃপ্তিং প্রযান্ত্যন্নরসাদিপানৈঃ ॥ ৫০
শূদ্রস্য পুণ্যং দ্বিজসেবনং য-
দতপরং সাধু ন কৃত্যমস্তি।
দ্বিজঃ স্বয়ং বিষ্ণুময়ো হি লোকে
তস্মাদ্বিজান্ সংবিভৃয়াৎ সযত্নঃ ॥ ৫১

হইয়া গৃহস্থের গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন, তাহা হইলে গৃহস্থের সমুহ পুণ্যরশি গ্রহণ করতঃ নিজ অখিল পাপ প্রদান করিয়া গমন করেন। (৪৯)

যাঁহাদের গৃহে অথিতিগণ অন্নরসাদি পান করিয়া পরি-তৃপ্তি লাভ করে, তাঁহাদের উপর দেবগণ প্রসন্ন হন, পিতৃ-লোক পরিতৃপ্ত হন, এবং সমুহ বংশ প্রসন্নভাব ধারণ করে; নিয়তেন্দ্রিয় মহর্ষিগণও পরম পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। (৫০)

দ্বিজ কুলের শুশ্রূষা করাই শূদ্রদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম নাই। এই জগতে ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ, অতএব ব্রাহ্মণের আরাধনা করিলে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। (৫১)

ধর্ম্মঃ স্ত্রিয়ঃ স্বামিপবিত্রসেবনং
সেবা গুরূণাং গৃহকর্ম্মসক্তিঃ।
দেবার্চ্চনং চাতিথিপূজনঞ্চ
ন বেশবিন্যাসবিধৌ প্রসক্তিঃ ॥ ৫২
স্বামী কুরূপঃ কুপথাবলম্বী
কুবাক্যনিষ্ঠশ্চ কুখাদ্যভোজী।
তথাপি সেব্যঃ পরয়া চ ভক্ত্যা
সতীত্বরক্ষা পরমো হি ধর্ম্মঃ ॥ ৫৩
যথা ভুজঙ্গী ভুজগং বলেন
বিলাৎ সমাকর্ষতি কৌতুকেন।

স্বামির পবিত্র সেবা স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম, গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, গৃহ কার্য্য সম্পাদন, দেবতার আরাধনা অতিথিসেবা এবং বেশ বিন্যাস প্রভৃতি অঙ্গ সৌষ্ঠব হইতে নিবৃত্ত হওয়াই ইহাদের নিত্য ধর্ম্ম। (৫২)

স্বামী কুরূপ, কুপথগামী, কুবাক্যপরায়ণ অথবা কুখাদ্য-ভোজী হউক, তথাপি পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করা সতী কামিনীর প্রধান ধর্ম্ম। সতীত্ব রক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম নাই। (৫৩)

তথা সতী স্ত্রী পুরুষং হি পাপাৎ
পতিং সমুদ্ধৃত্য বিকাশতে চ ॥ ৫৪
সত্যাঃ সখা ভাস্করদেবরাজঃ
বায়ুঃ শশাঙ্কো বসবোঽপি নূনম্।
ধর্ম্মঃ স্বয়ং খড়্গাভুজঃ সদা হি
সতীং স্ত্রিয়ং রক্ষতি শূন্যদেশে ॥ ৫৫
এতে হি সর্ব্বে মম ভূষণানি
এষাং গতির্মে চিরপ্রার্থিতা চ।
এষামহং কিঙ্কর এব নূনম্
এষাং হি পুণ্যং খলু দর্শনং স্যাৎ ॥ ৫৬

যেরূপ ভুজঙ্গী স্বীয় প্রভাবে বিল হইতে ভুজঙ্গকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ পতিব্রতা কামিনী পতীকে পাপ হইতে সমুদ্ধৃত করিয়া সুশোভিতা হয়। (৫৪)

সূর্য্য, শশাঙ্ক, বায়ু এবং অষ্টবসু সকলেই পতিব্রতা কামিনীর সহায়তা করেন। স্বয়ং ধর্ম্ম অসি ধারণ করিয়া পতিব্রতাদিগকে বিজনে রক্ষা করিয়া থাকেন। (৫৫)

ইহারা সকলেই আমার বিভূষণ স্বরূপ, ইহাদের গতি আমার চিরপ্রার্থিত। আমি নিশ্চয়ই ইহাদের কিঙ্কর, ইহাদের দর্শন পুণ্যময় ও পরম পবিত্র। (৫৬)

এষাং পদাব্জৈর্ভবনং পবিত্রং
চিত্তং পবিত্রং খলু মামকীয়ম্।
যমত্বমেষাং শুভদৃষ্টিপাতৈঃ
প্রকাশতে ধাতবমর্থমাপ্য ॥ ৫৭
গতিঃ সতীনামপরস্য বেশ্মনি
চিরং নিষিদ্ধা পরসংজপশ্চ।
বাদিত্রগীতিশ্রবণং নিষিদ্ধম্
পরৈঃ সহালাপকথা নিষিদ্ধা ॥ ৫৮
অল্পেন তুষ্টির্গৃহকর্ম্মদক্ষতা
পবিত্রতা সত্যকথাসু নিষ্ঠতা।
সদা বিভীতিঃ শুভতা বিনম্রতা
শালীনতাসাং সুগুণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৯

ইহাদের চরণস্পর্শে আমার গৃহ ও চিত্ত পবিত্র হইল। যম এই নামেরও সার্থকতা সম্পাদিত হইল। কারণ যম শব্দের প্রকৃত অর্থ সংযমন, যাহারা জিতেন্দ্রিয় তাহারাই আমার বন্ধু! যাহাদের সংযম আছে যম তাহাদের একান্ত অনুগত। (৫৭)

পর গৃহ গমন, পরের সহিত আলাপন, বাদিত্র ও গীতাদি শ্রবণ স্ত্রীলোকদিগের নিষিদ্ধ; অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া,

পত্যুঃ পরং যা শয়নং নিষেবতে
পূর্ব্বঞ্চ তস্মাদ্ বিজহাতি কামিনী।
গৃহাদিসম্মার্জ্জনতৎপরা পরা
প্রশংসনীয়া রমণীষু সা খলু ॥ ৬০
তথাবিধানাং সুপবিত্রকার্য্যৈঃ
পুনাতি নূনং জগতীং প্রপশ্য।
তদন্যথা চে দ্রমণী ভুজঙ্গী
কুলং সদা দংশতি কালকূটৈঃ ॥ ৬১
এতে জনাঃ পুণ্যকৃতঃ প্রশস্তাঃ
সর্ব্বত্র পূজ্যা নরলোকবর্য্যাঃ।

গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য প্রদর্শন করা, পবিত্রতা, সত্য কথা, পরিনিষ্ঠা, শঙ্কা, নম্রতা ও লজ্জাশীলতা ইহাদের পরম গুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। (৫৮।৫৯)

স্বামির শয়নের পর শয়ন, তাঁহার পূর্ব্বে গাত্রোত্থান ও গৃহাদি কার্য্যে আসক্তি, ইহাদের প্রশংসিত। (৬০)

এতাদৃশী পবিত্র কামিনীদিগের পবিত্র কার্য্যে সমস্ত জগৎ পবিত্র হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত আচরণকারিণী কাল ভুজঙ্গনী স্বরূপ। তাহাদের কালকূট বিষে সমস্ত বংশ জর্জ্জরিত হয়। (৬১)

এই সমস্ত পুণ্যময় পবিত্র লোকেরাই বরণীয় ও পূজ্য

এষাং সদা দর্শনমেব পুণ্যং
সুরাসুরেন্দ্রৈঃ স্পৃহনীয়মেব ॥ ৬২
যে চাপি ভক্তা পরমাব্যয়স্য
স্মরন্তি জল্পন্তি চ দেবদেবম্।
হরে হরে রক্ষ বদন্তি সর্ব্বে
তে মে মতাঃ পুণ্যতমা হি লোকে ॥ ৬৩
যস্মিন্ ন কিঞ্চিন্মলমস্তি কুত্র
পূর্ণং যতো জ্ঞানমলং বিকাশি।
দয়া সমগ্রা চ বিভাতি যস্মিন্
চরাচরস্যাদিরনাদিরীশঃ ॥ ৬৪

বলিয়া পরিগণিত। ইহাঁদের পবিত্র দর্শন সুরাসুরেন্দ্রদিগেরও আকাঙ্ক্ষণীয়। (৬২)

যাঁহারা পরম ও অব্যয় পরমপুরুষে নিয়ত ভক্তিমান্ হইয়া দেবদেব জগৎপতিকে নিয়ত স্মরণ ও তাঁহারই জল্পনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইয়া হরে মুরারে হরে মুরারে আমাকে রক্ষা করুন এই বাক্য উচ্চারণ করেন, তাঁহারা পরম পবিত্র। (৬৩)

যে পরম পুরুষে অণুমাত্র কলঙ্ক নাই, পূর্ণজ্ঞান যাহাতে নিয়ত বিকাশিত আছে, যাঁহার অনন্ত দয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং যিনি চরাচরের আদি পুরুষ। (৬৪)

স্থিত্যাদয়ে যঃ পুরুষঃ প্রধানঃ
ব্রহ্মেন্দ্রনারায়ণশম্ভুসংজ্ঞঃ।
তস্মিন্ হরৌ যে নিয়তা নিতান্তং
তেষামহং কিঙ্কর এব সাধো ॥ ৬৫
সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ খলু যস্য চক্ষুষী
লোমানি মধ্যে ধরণীধরেন্দ্রান্।
যন্মূর্ত্তিভেদান্ প্রসমীক্ষ্য চিত্তে
উপাসকাঃ পঞ্চ বিধা হি জাতাঃ ॥ ৬৬
যথা যথা সেবত এব মর্ত্ত্যঃ
সর্ব্বং হরৌ যাতি চ সর্ব্বরূপে।
যথা যথা যাতি তরঙ্গিণীনাং
পশ্চাৎ সমুদ্রঃ পরিমেয় এব ॥ ৬৭

যিনি স্থিত্যাদির জন্য ব্রহ্ম ইন্দ্র নারায়ণ শম্ভু প্রভৃতি নামে অভিহিত। যাঁহারা সেই শ্রীহরিতে একান্ত অনুরক্ত, আমি তাঁহাদের কিঙ্কর। (৬৫)

সূর্য্য ও শশাঙ্কদেব যাঁহার চক্ষু, ধরণীধর সমূহ যাঁহার লোম স্বরূপ, যাঁহার মূর্ত্তিভেদ অবলম্বন করিয়াই সাধকগণ সৌর ও গাণপত্যাদি ভেদে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াছেন। (৬৬)

যে তরঙ্গিনীকে অবলম্বন করিয়া গমন করুক্ না কেন,

অতো হরৌ যেঽপহৃতাত্মচিত্তাঃ
প্রাণা মদীয়াঃ খলু তে পুমাংসঃ।
তেষাং সুপুণ্যং রসনা প্রযুক্তং
সহস্রধাপি ক্ষিয়তে মহান্তঃ ॥ ৬৮
এষামহং বন্ধুরতীব হৃদ্যঃ
পাপাত্মনাং দণ্ডদ এব ঋঢ়ঃ।
মন্নামমাত্রেণ চ পাপবন্তঃ
তস্মাদ্ভৃশং শঙ্কিতমুগ্ধচিত্তাঃ ॥ ৬৯

পরিশেষে যেমন এক অনন্ত মহাসমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ যে উপাসক যে ভাব অবলম্বন করিয়া আরাধনা করুক্ না কেন, পরিণামে ভগবান্ শ্রীহরিরূপ অনন্ত সমুদ্রে তাহাকে নিশ্চয়ই নিপতিত হইতে হইবেক। তবে পথ কোথাও সরল কোথাও বক্র, কোথাও কষ্টময়। (৬৭)

অতএব ভগবান্ শ্রীহরিতে যাঁহাদের চিত্ত মগ্ন হইয়াছে, তাঁহারা আমার প্রাণ স্বরূপ। তাঁহাদের পবিত্র পুণ্য রসনা সহস্র হইলেও বর্ণনা করিতে সমর্থ নয়। (৬৮)

আমি ইহাঁদিগের পরম বন্ধু ও পাপাত্মাদিগের দণ্ডদাতা বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। এই জন্য পাপিগণ 'আমার নাম শ্রবণ মাত্রেই শঙ্কিত ও মুগ্ধচিত্ত হইয়া থাকে। (৬৯)

হে সাধবঃ পুণ্যধিয়ঃ পবিত্রাঃ
ন যোগ্যমেতদ্ভবনং মদীয়ম্।
ভবদ্বিধানামধিবাসকার্য্যে
মত্তোঽপি নূনম্ সুখিনো ভবন্তঃ ॥ ৭০
রত্নৈর্বিমানানি সুশোভনানি
বিভিন্নদেবৈঃ সমলঙ্কৃতানি।
যুষ্মাকমর্থে পরিসজ্জিতানি
প্রতীক্ষ্যমাণানি বিভাষিতানি ॥ ৭১
সন্ধ্যাদিরক্তাশ্চিরশুদ্ধচিত্তাঃ
বেদোক্তসিদ্ধা ধরণীসুরা যে।
সদ্ব্রহ্মলোকং সুরবৃন্দসেব্যং
সুখং প্রয়ান্তু ক্ষিতিপাপমুক্তাঃ ॥ ৭২

হে পবিত্র, পুণ্যবুদ্ধি সাধুগণ! আমার সামান্য ভবন আপনাদের, বাসোপযুক্ত নয়। আপনারা আমা অপেক্ষাও অধিকতর সুখী। (৭০)

আপনাদের জন্য সুশোভন, সুরবৃন্দসুসজ্জিত, সমুজ্জ্বল বিমানসমূহ অপেক্ষা করিতেছে। (৭১)

যাঁহারা যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনা করিয়াছেন, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে যাঁহাদের চিত্ত অবিচলিত আছে, সেই সমস্ত মহাত্মা ভূদেবগণ সুরপ্রার্থনীয় ব্রহ্মলোকে গমন করুন। (৭২)

যস্মিন্ ক্ষুধা নাপি তৃষা কদাচিৎ
পুনঃ প্রবেশান্ন ভয়ং ধরণ্যাম্।
সুখো বিহারঃ সুখদো বসন্ত-
শ্চিরং যথা রাজতি বাতসঙ্গঃ॥ ৭৩
হংসাকুলং যত্র সরো বিকাসতে
চিরপ্রফুল্লৈঃ কুসুমৈরনোকহাঃ।
পুরী প্রসন্না কলধৌতসঞ্চয়ৈঃ
যতীন্দ্রদেবেন্দ্রকুলৈরলঙ্কৃতা॥ ৭৪
সাবিত্র্যলং যত্র ধুনোতি কল্মষং
বেদস্য মাতা শুভরম্যবিগ্রহা।
সামাদয়ো মূর্ত্তিমুপাস্য কীর্ত্তনং
কুর্ব্বন্তি যস্যাং জগদেকবেশ্মনঃ॥ ৭৫

যেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুমাত্র নাই, ধরণীতলে পুনরাগমনের অণুমাত্র শঙ্কা নাই। সেই পরম রমণীয় স্থান সুশীতল সমীরণের সহিত চিরবসন্তে বিভাসিত আছে।(৭৩)

তরুরাজি চিরবিকাসিত কুসুম সমূহ বিরাজিত, সরোবর হংসকুলে অলঙ্কৃত, নগরী সুবর্ণনির্ম্মিতা এবং যতিবৃন্দ ও দেবসমূহে অলঙ্কৃতা। (৭৪)

যেখানে বেদমাতা সাবিত্রী মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাপসমূহ প্রক্ষালিত করিতেছেন। সামাদি বেদ সমূহ মূর্ত্তিমান হইয়া ভগবানের মাহাত্ম্য গানে ব্যাপৃত আছে। (৭৫)

অতঃ পরং কিং স্পৃহনীয়মস্তি
মন্দাকিনী যত্র পুনাতি সর্ব্বান্।
গায়ন্তি সর্ব্বে চতুরাননেন
কীর্ত্তিং সদা চিন্ময়পুরুষস্য॥ ৭৬
যে চাপি ভূপা নিজদেশরক্ষণে
শিরাংসি যুদ্ধে প্রদদুঃ প্রমোদিতাঃ।
সংপালিতা যৈশ্চ ধরা যথাবিধি
গচ্ছন্তু দেবেন্দ্রপুরীং সুপূজিতাঃ॥ ৭৭
দানং ব্রতং যস্য তথার্জ্জবঞ্চ
গোরক্ষকো ভূমিদ এব লোকে।

ইহার অপেক্ষা আর স্পৃহনীয় কি? ভগবতী মন্দাকিনী যেখানে সকলকে পবিত্র করিতেছেন, সুরবৃন্দ দেবর্ষিমণ্ডল ও গন্ধর্ব্ব কিন্নরকুল চতুরাননের সহিত পবিত্র ভাগবতী গীতি অপ্সরাগণের মৃদু মৃদু নৃত্যের সহিত গান করিতেছেন। (৭৬)

যে সমস্ত নৃপমণ্ডল নিজ দেশ রক্ষণে নিযুক্ত, যাঁহারা আহ্লাদের সহিত সমরভূমিতে নিজ মস্তক দান করিয়াছেন। যাঁহারা যথাবিধি প্রজাদিগের প্রতিপালন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সুরপূজ্যমান হইয়া অমরাবতী গমন করুন। (৭৭)

সমং সুরৈরপ্সরসাঞ্চ সঙ্ঘৈঃ
প্রযান্তু লোকং খলু বাসবস্য ॥ ৭৮
সুনন্দনে নন্দন এব সর্ব্বে
দিবানিশং সংবিচরন্তু রম্যে।
দিব্যাঙ্গনাস্তান্ নরলোকবর্য্যান্
উপসতাং কাঞ্চনদামপুষ্পৈঃ ॥ ৭৯
সন্ন্যাসিনো দণ্ডধৃতো মহান্ত
আত্মার্থসাক্ষাৎকৃতিলুব্ধচিত্তাঃ।
মুনীশ্বরাস্তাপসবৃত্তয়ো যে
ব্রজন্তু শৈবীং নগরীং সুখেন ॥ ৮০

যাঁহারা দান, ব্রত ও ঋজুতায় অনুরক্ত, গোদান ও ভূমি দান যাঁহাদের নিত্যব্রত; তাঁহারা অপ্সরামণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া সুরবৃন্দের সহিত বাসবলোকে গমন করুক। (৭৮)

তাঁহারা রমণীয় নন্দন কাননে আনন্দে বিহার করুন। দিব্যাঙ্গনা সমূহ কাঞ্চন পুষ্পে তাঁহাদের নিত্য আরাধনা করুন। (৭৯)

যাঁহারা সন্ন্যাসী ও দণ্ডধারী, পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাঁহাদের চিত্ত একান্ত লুব্ধ। সেই সমস্ত তাপসবৃত্তি মহাপুরুষগণ পরম সুখে শৈবী নগরী অর্থাৎ কৈলাসপুরী গমন করুন। (৮০)

যতঃ স্বয়ং ভূতপতির্ভবান্যা
সন্ত্যজ্য সর্ব্বান্ বিষয়াদিভোগান্।
সুখং রমেতে রমণীয়মূর্ত্তী
রমাপতাবাত্মরমে চিরায় ॥ ৮১
ত্যক্ত্বা বিভূতিং ধরতে বিভূতিং
ভূতানি সন্ত্যজ্য চ ভূতসঙ্গঃ।
ঋপৈরগম্যোঽপি বিরূপমূর্ত্তিঃ
পতিঃ পশূনাং সমলং বিভাতি ॥ ৮২
অতঃ পরং যে জগদেকবন্ধৌ
হরৌ সদা রক্তধিয়ঃ প্রসন্নাঃ।

যেখানে ভগবান্ ভবানীপতি সমস্ত বিষয়ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া প্রণয়িনীর সহিত আত্মারাম রমাপতিতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দিত আছেন। (৮১)

যিনি বিভূতি পরিত্যাগ করিয়া বিভূতি ধারণ করিয়াছেন, ভূত সমূহ বিসর্জ্জন করিয়া ভূতদিগের সহিত ব্যাপৃত আছেন, যিনি রূপে অগম্য হইলেও বিরূপ মূর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পশুপতি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা কাহার না বাঞ্ছনীয়। (৮২)

মৃজন্তি গেহং পরমেশবিষ্ণো-
র্হরে হরে জল্পতি চাপি জিহ্বা ॥ ৮৩
কণ্ঠাশ্চ যেষাং তুলসীবিভূষিতাঃ
বক্ত্রং সদা গায়তি বিষ্ণুকীর্ত্তনম্।
শৃণোতি কর্ণো হরিনাম কেবল-
মকুণ্ঠবৈকুণ্ঠমলং প্রয়ান্তু তে ॥ ৮৪
চতুর্ভুজাশ্চক্রগদাব্জপাণয়ঃ
সুশোভিতৈর্বন্যসুমৈরলঙ্কৃতাঃ।
হরিদ্রবস্ত্রা নবনীলনীরদাঃ
ব্রজন্তু সাম্যং নয়নাতিবর্ত্তিনঃ ॥ ৮৫

যাঁহারা জগদেকবন্ধু ভবসিন্ধুকর্ণধার শ্রীহরির প্রতি অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার গৃহাদি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, যাঁহাদের রসনা হরে হরে এই পুণ্যময় বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারণ করে। (৮৩)

যাঁহাদের কণ্ঠ তুলসীদামে সুসজ্জিত, মুখ হরিকীর্ত্তনে নিয়ত আসক্ত, যাঁহাদের কর্ণ কেবল হরিগুণ গাথা শ্রবণ করে, তাঁহারা নির্ম্মল বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করুন। (৮৪)

সকলেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করতঃ বনমালা বিরাজিত হইয়া নবনীরদ কলেবরে ও পীত বসনে বিভূষিত হইয়া গমন করুন। (৮৫)

যল্লোমকূপেষু জগন্তি ভান্তি
শতং শতং লক্ষমলক্ষ্যরূপম্।
যন্নাভিপদ্মাচ্চতুরাননোঽভূ-
ত্তস্যৈব লোকশ্চরমঃ প্রগীতঃ ॥ ৮৬
সরস্বতী যত্র বিভাতি পদ্ময়া
পদ্মাস্যয়া পদ্মবিলোচনশ্রিয়া।
বিভাতি পদ্মেশপলাশলোচনো
হৃৎপদ্মদেশে সুধিয়াং যতাত্মনাম্ ॥ ৮৭
যস্মিন্ গতে নাস্তি ভয়ং কদাচিৎ
পুনঃ প্রপাতস্য মহীতলেঽস্মিন্।

যাঁহার লোমকূপে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড বিভাসিত আছে, যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ভগবান্ কমলযোনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তদীয় লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। (৮৬)

যেখানে সরস্বতী পদ্মমুখী পদ্মলোচনা পদ্মার সহিত বিরাজমান আছেন; ভগবান্ পদ্মপলাশাক্ষও যতিগণের হৃৎপদ্ম দেশে সর্ব্বদা বর্ত্তমান; সে স্থান কি রমণীয়? (৮৭)

পুণ্যঃ স লোকো জনপাবনানাং
পবিত্রধাম্নাং খলু বৈষ্ণবানাম্ ॥ ৮৮
ইত্থং পুণ্যাদিভেদৈশ্চ
ভিন্নলোকান্ মনোহরান্।
গচ্ছন্তু সাধবঃ সর্ব্বে
স্বর্গীয়ান্ স্বয়মর্জ্জিতান্ ॥ ৮৯

ইতি সংসারচক্রে দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

যেখানে গমন করিলে ভবভীতির অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, সেই পবিত্র স্থানই পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণের একান্ত অভিপ্রেত। (৮৮)

হে সাধুগণ ? সকলেই নিজ নিজ পুণ্যকর্ম্মানুসারে উপার্জ্জিত মনোহর ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গীয় লোক সমূহে গমন করিয়া সেই পুণ্যলোক নিচয়কে সমলঙ্কৃত করুন। (৮৯)

সংসারচক্রের দশম অধ্যায়।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

কর্ম্মণাঞ্চ ফলং সম্যগ্‌বুদ্ধমস্মাভিরাকুলৈঃ।
স্বর্গাৎ প্রপতিতো জীবঃ শেষকর্ম্মাত্র ভুঞ্জতি ॥
পুনঃ সংসারগহনে সুখদুঃখৈর্বিমুহ্যতে।
জীবানাং পরিমোক্ষায় জ্ঞানমার্গং বদ প্রভো ॥
অধ্যাত্মতত্ত্ববিজ্ঞানং ভক্তিতত্ত্বং সমাসতঃ।
মোক্ষহেতুং যোগতত্ত্বং মুনে ব্রূহি কৃপানিধে ॥ ১

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহর্ষে আপনার নিকট শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ স্বরূপ স্বর্গ ও নরকের বিষয় শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি, কারণ জীব এই সংসারমায়ায় মুগ্ধ হইয়া কতই পাপাচরণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য উক্ত ভীষণ নরক যন্ত্রণা সততঃ অন্তঃকরণে জাগরিত হইতেছে।

জীব পুণ্যবলে স্বর্গীয় অলৌলিক সুখ সম্ভোগ করিয়া, যখন পুনর্ব্বার এই সংসারগহনে ওতপ্রোত ভাবে গমনা গমন করিয়া পুণ্য ও পাপের অবশিষ্ট সুখদুঃখরূপ ফলভোগ করতঃ বিমুগ্ধ হয়, তখন প্রলয়কাল পর্য্যন্তও কর্ম্মের ফলভোগ হইতে নিস্তার পাইবার কোনও উপায় নাই।

অতএব হে প্রভো এক্ষণে জীবের নিস্তারজনক

ব্যাস উবাচ।

অধুনা তু বিবৃণেঽহমাত্মতত্ত্বং সমাসতঃ।
যদুক্তং ব্রহ্মসূত্রেষু বিস্তরেণ তপোধনাঃ ॥ ২
জ্ঞানাদেব তু সাযুজ্যং পদং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
তস্মাৎ সমভ্যসেজ্জ্ঞানং জ্ঞানং সর্ব্বার্থসাধকম্ ॥ ৩
সর্ব্বদুঃখহরং জ্ঞানং তস্মাজ্জ্ঞানং সমভ্যসেৎ।
যততে যস্তু জ্ঞানার্থং যদ্যসৌ নিধনং গতঃ।
স তু জন্মান্তরেণাপি সাযুজ্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৪

মোক্ষের হেতুভূত অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান, ভক্তিতত্ত্ব, ও যোগ-তত্ত্বের সারাংশ গুলি বর্ণনা করুন। (১)

ব্যাসদেব বলিলেন, হে তপোধনগণ! পূর্ব্বে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মসূত্রে যাহা সবিস্তর বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে তাহারই সারাংশ, তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগি বিষয়সমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করি শ্রবণ করুন। (২)

নিশ্চয়ই যখন জ্ঞান হইতে সাযুজ্য রূপ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের হেতুভূত সর্ব্বদুঃখ-সংহারি জ্ঞানেরই অভ্যাস করা উচিত। (৩)

যিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাধন করিতে করিতে নিধন প্রাপ্ত হন, তিনিও জন্মান্তরে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। (৪)

জ্ঞানাদন্যৎ সুখং নাস্তি জ্ঞানান্নাস্তি পরং ধনম্।
জ্ঞানাচ্ছিবপদং গচ্ছেৎ তস্মাজ্জ্ঞানং সমভ্যসেৎ॥ ৫
যঃ কশ্চিদপি তন্নিষ্ঠঃ সএব পুরুষোত্তমঃ।
জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রোক্তঃ সএব পুরুষাধমঃ ॥ ৬
এতজ্জ্ঞানং পরং গুহ্যং সংসারার্ণবনাশনম্।
ক্রমেণাভ্যস্যমানস্য সিধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭
জ্ঞানস্য দ্বিবিধৌ জ্ঞেয়ৌ পন্থানৌ বেদচোদিতৌ।
অনুষ্ঠিতৌ তু বিদ্বদ্ভিঃ প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকৌ ॥ ৮

জ্ঞান অপেক্ষা আর সুখ নাই, জ্ঞান অপেক্ষা আর ধনও নাই, জ্ঞানী ব্যক্তি শিবত্ব পর্য্যন্তও লাভ করিয়া থাকেন।(৫)

অতএব জ্ঞান অভ্যাস করাই শ্রেষ্ঠ। যে কোন ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ হউন না কেন, তিনিই পুরুষোত্তম, জ্ঞান-হীন ব্যক্তিই পশু ও পুরুষাধম বলিয়া প্রথিত। (৬)

এই পরম গুহ্য তত্ত্বজ্ঞান সংসারসমুদ্রের বিনাশক, এই জ্ঞানকে যাহারা ক্রমশ অভ্যাস করেন তাঁহারা নিশ্চ-য়ই সিদ্ধি লাভ করেন। (৭)

বেদ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের দ্বিবিধ উপায় উক্ত হইয়াছে, এক প্রর্ত্তক, অন্য নিবর্ত্তক, পণ্ডিতেরা এই উভয়প্রকার জ্ঞান-জনক ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (৮)

বর্ণাশ্রমোক্তং যৎকর্ম্ম কামসংকল্পপূর্ব্বকম্।
প্রবর্ত্তকং ভবেদেতৎ পুনরাবৃত্তিহেতুকম্॥ ৯
কর্ত্তব্যমিতি বিধ্যুক্তং কামসংকল্পবর্জ্জিতম্।
যেন যৎ ক্রিয়তে সম্যগ্ জ্ঞানযুক্তনিবর্ত্তকম্॥ ১০
নিবর্ত্তকং হি পুরুষং নিবর্ত্তয়তি জন্মতঃ।
প্রবর্ত্তকং হি সর্ব্বত্র পুনরাবৃত্তিহেতুকম্॥ ১১
বর্ণাশ্রমোক্তং সর্ব্বত্র বিধ্যুক্তং কামবর্জ্জিতম্।
বিধিবৎ কুর্ব্বতস্তস্য মুক্তিরেব করে স্থিতা॥ ১২

অভিলাষ ও সংকল্প পূর্ব্বক যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠানের বিষয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রবর্ত্তক এবং পুনর্জ্জন্মের হেতুভূত। (৯)

অভিলাষ ও সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্য বোধে জ্ঞানপূর্ব্বক যে কোন বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে নিবর্ত্তক কহে। (১০)

নিবর্ত্তক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মনুষ্যকে পুনর্জ্জন্ম হইতে নিবৃত্ত করে। প্রবর্ত্তক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পুনর্জ্জন্মাদির কারণ হয়। (১১)

যিনি নিষ্কাম হইয়া আশ্রমবিহিত কার্য্যকলাপ সম্পাদন করেন, মুক্তি তাঁহারই করতলে অবস্থিত। (১২)

বর্ণাশ্রমোক্তং যৎকর্ম্ম বিধিবৎকামপূর্ব্বকম্।
যেনৈতৎ ক্রিয়তে তস্য গর্ভবাসঃ করে স্থিতঃ॥ ১৩
সংসারভীরুভিস্তস্মাদ্বিধ্যুক্তং কামবর্জ্জিতম্।
বিধিবৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং জ্ঞানেন সহ সর্ব্বশঃ॥ ১৪
প্রয়োগকালে যোগানাং দুঃখমিত্যেব যস্ত্যজেৎ।
কর্ম্মাণি তস্য নিলয়ো নিরয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
নিষ্কামকর্ম্মণা চিত্তে শুদ্ধে জ্ঞানং সুনির্ম্মলম্।
পুরুষার্থসিদ্ধ্যৈ তে স্যাতাং পরস্পরসহায়িনী॥ ১৫
বিধ্যুক্তং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ব্রহ্মবিদ্ভিশ্চ নিত্যশঃ।

যিনি অভিলাষ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রমোক্ত কার্য্যানুষ্ঠান করেন, গর্ভবাস অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম তাঁহারই করপুটে সংস্থাপিত আছে। (১৩)

ফলতঃ সংসারভীরু ব্যক্তিদিগের নিষ্কাম হইয়া জ্ঞানের সহিত যথাবিধি কর্ত্তব্যকর্ম্মের সাধন করা উচিত। (১৪)

জ্ঞানী ব্যক্তি যদি জ্ঞানসাধনাবস্থায় দুঃখবোধে বিধ্যুক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি নরকস্থ হন। কারণ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের পরিশুদ্ধিতা জন্মিলে নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম পুরুষার্থসাধনের নিমিত্ত পরস্পর সহযোগী হইয়া থাকে। (১৫)

ন দেহিনা যতঃ শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
তস্মাদামরণাদ্ বৈধং কর্ত্তব্যং যোগিনা সদা ॥ ১৬
আত্মা সত্যং তদন্যচ্চ জগৎ সর্ব্বং মৃষোচ্যতে।
স্থূলসূক্ষ্মকারণাত্তু শরীরাৎ সোঽতিরিচ্যতে ॥ ১৭
সোঽপ্যপ্রত্যক্ষভূতোঽপি ভূয়োভূয়ো বিচারতঃ।
বিশুদ্ধেনাত্মনা সর্ব্বে বিচারয়ন্তু যত্নতঃ ॥ ১৮
যদ্যপ্যামরণাজ্জ্ঞানং বিচারেণৈব জায়তে।
তথাপি তন্ন বৃথা স্যাদ্ ভিন্নজন্মনি লভ্যতে ॥ ১৯

ব্রহ্মবিৎ সকলের ও শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের পরিহার করা অনুচিত যেহেতু দেহী দৈহিক অবস্থায় যতদিন অবস্থান করেন ততদিন কর্ম্মফল কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, সেই হেতু যোগিগণ সমাধিকালপর্য্যন্ত বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। (১৬)

আত্মাই সত্য, তদ্ভিন্ন এই সমস্ত বিশ্ব সংসারই মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত, তিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই শরীরত্রয়ের অতীত। (১৭)

তিনি অপ্রত্যক্ষ বস্তু তাঁহাকে জানিতে হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা ভূয়ো ভূয়ো যত্নের সহিত তত্ত্ববিষক বিচার করিবেক। (১৮)

যদি আমরণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও আত্মজ্ঞান

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাভ্যাসাদ্ বামোদেবো বিচারতঃ।
মাতৃগর্ভেঽপি স ঋষির্ব্রহ্মজ্ঞানমবিন্দত।
জন্মভিশ্চ ত্রিভিঃ কষ্টৈর্ভরতো মোক্ষমাপ্তবান্ ॥ ২০
আত্মতত্ত্ববিচারেণ যোগভ্রষ্টো ম্রিয়েদ্ যদি।
স স্বর্গাদি সুখং ভুক্ত্বা জায়তে শ্রীমতাং গৃহে ॥ ২১
অথবা বুদ্ধিসম্পন্নযোগিনাঞ্চ কুলোদ্ভবঃ।
নিরাশঃ পূর্ব্বসংস্কারৈরাকৃষ্টস্ত্বনুরাগতঃ ॥ ২২

না হয় তথাপি তাহা ব্যর্থ হয় না, জন্মান্তরেও উহা লাভ হইয়া থাকে। (১৯)

ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছায় বামদেব বহুকাল বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ তন্ন তন্ন রূপে ব্রহ্মবিষয় বিচার করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া, কর্ম্মবশে কোন ঋষি পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অধ্যয়ন ও তত্ত্ব বিচার প্রভাবে বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে শয়ান অবস্থাতেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। এবং ভরত ঋষি তিন জন্ম ক্রমশঃ সাধনা করিয়া অতি কষ্টে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। (২০)

কোনব্যক্তি, আত্মতত্ত্ববিচার দ্বারা পুনঃ পুনঃ যোগভ্রষ্ট হইলেও আত্মতত্ত্ববিচারবলে সুখময় স্বর্গাদি ভোগ করিয়া সদ্বংশে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন।(২১)

কিংবা সুবুদ্ধিশালী যোগিদিগের বংশে সমুদ্ভূত হইয়া অভিলাষশূন্য হওতঃ অভ্যাসপ্রযুক্ত পূর্ব্ব সংস্কারে আকৃষ্ট

ব্রহ্মতত্ত্বঞ্চানুদিনং বিচিন্ত্য স স্বভাবতঃ।
রময়ন্নাত্মীয়ান্ সর্ব্বানন্তে মোক্ষঞ্চ সংলভেৎ ॥ ২২
ব্রহ্মলোকাদিপ্রেপ্সাং যঃ সংরুধ্য যোগমভ্যসেৎ।
যোগভ্রষ্টো ব্রহ্মলোকে সুখেনৈব চিরং বসেৎ।
ততঃ কল্পান্তসময়ে ব্রহ্মণা পরিমুচ্যতে ॥ ২৪
অতো বৈ মুনয়ো নিত্যমবাঙ্মনসগোচরম্।
ভক্ত্যা তত্ত্ববিচারেণ জানীতেশং সনাতনম্ ॥ ২৫
গতিঞ্চ পরমামেতি নিবৃত্তিপরমো মুনিঃ।
জ্ঞানতত্ত্বপরো নিত্যং শুভাশুভনিদর্শকঃ ॥ ২৬

হেতু অনুরাগের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ববিচারে স্বভাবশতঃ প্রবৃত্ত হওত আত্মীয় স্বজনসকলকে সুখীকরতঃ চরমে মুক্তি লাভ করেন। (২২।২৩)

ব্রহ্ম লোকাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকিলেও যে ব্যক্তি সেই ইচ্ছাকে প্রতি রোধ করিয়া, ব্রহ্মতত্ত্ববিচার দ্বারা ব্রহ্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তথায় বহুকাল সুখ ভোগ করতঃ কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন।(২৪)

অতএব হে মুনিগণ তিনি বাক্য মনের অগোচর হইলেও তত্ত্ব বিচারাদি সাধন দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বকে জানিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হউন। (২৫)

শুভাশুভ কার্য্যবিচার পটু আত্মতত্ত্বপরায়ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক মুনিই, পরামা গতি অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। (২৬)

আদাবেব চ বিজ্ঞেয়াবব্যক্তপুরুষাবুভৌ।
অব্যক্তপুরুষাভ্যান্তু যৎস্যাদন্যন্মহত্তরম্ ॥ ২৭
তদ্ বিশেষমাচক্ষীত বিশেষেণ বিচক্ষণঃ।
অনাদ্যন্তাবুভাবেতাবলিঙ্গৌ চাপ্যুভাবপি ॥ ২৮
উভৌ নিত্যাববিচলৌ মহদ্ভ্যশ্চ মহত্তরৌ ॥ ২৯
ব্রহ্ম বৈ সচ্চিদানন্দং পরমাত্মেত্যুদাহৃতম্।
শান্তং শিবমনির্বাচ্যং দ্বিতীয়োপাধিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩০

ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রথমেই অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষকে বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ যিনি অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষ হইতে মহৎ, ধীমান ব্যক্তি সেই নিষ্কল পরব্রহ্ম পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত সততই চেষ্টা করিবেন। প্রকৃতি ও পরুষ উভয়েই অনাদি অনন্ত অশরীর নিত্য নিশ্চলএবং মহৎ হইতেও মহত্তর। ২৭।২৮।২৯

ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের কোন প্রকার রূপ নাই, তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অর্থাৎ সৎশব্দে নিত্য চিৎশব্দে চৈতন্যস্বরূপজ্ঞান, এই জ্ঞানই আত্মা,আত্মা ও চৈতন্য ভিন্ন পদার্থ নহে। এই সচ্চিৎই আনন্দ-স্বরূপ,পরমাত্মা দ্বিতীয়োপাধিবর্জ্জিত অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় নাম নাই ; ব্রহ্ম, এই শব্দ বিশেষ্য পদ, অন্যান্য শিব শান্ত

তচ্চিদাভাসসংযুক্তা সত্ত্বরজস্তমোময়ী।
অজ্ঞানা প্রকৃতিঃ সাহি তয়া চ সৃজ্যতে জগৎ ॥ ৩১
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যা চ সা দ্বিধা।
মায়ায়াং যশ্চিদাভাস স্তাং বশীকৃত্য চেশ্বরঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ স্যাদবিদ্যায়া বশ্যঃ স জীবসংজ্ঞকঃ ॥ ৩২

প্রভৃতি যত শব্দ আছে তাহা যোগার্থ দ্বারা লভ্য সে সমস্ত পদই ব্রহ্মের বিশেষণ স্বরূপ, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর তথাপি তাঁহাকে প্রতিপন্ন ও মানবকুলের হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত বেদ বেদাঙ্গশাস্ত্র ও বেদান্ত ন্যায় সাঙ্খ্যপাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনসমূহ আলোচিত হইয়া উক্তরূপই সমাধান করিয়াছেন। (৩০) প্রকৃতি।

সেই নিত্য জ্ঞান নিত্য আনন্দ স্বরূপ, পর ব্রহ্মের আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট, সত্ত্বরজস্তমোগুণের অবস্থাকে প্রকৃতি বলে, এবং সেই অবস্থাকে অজ্ঞানও কহে। ঈশ্বর সেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিখিল বিশ্ব সংসারকে সৃজন করিতেছেন। (৩১) মায়া ও জীব।

সেই প্রকৃতি দুই প্রকার এক মায়া, অন্যা অবিদ্যা, সত্ত্বগুণের নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত তাঁহাকে মায়া, আর সত্ত্বগুণের মলিনত্ব হেতু তাঁহাকেই অবিদ্যা বলে। উক্ত মায়াতে পরব্রহ্মের যে আভাস তিনিই মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নামে প্রথিত হন। এবং সেই চৈতন্য রূপ আভাসই অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবনামে অভিহিত হন। (৩২)

শুদ্ধ্যশুদ্ধিতয়া তস্যা দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ।
সা চ কারণদেহং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ৩৩

আর অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের ইতর বিশেষ প্রযুক্ত দেব মনুষ্য হস্তী অশ্ব গো পক্ষী প্রভৃতি জীবও বহু প্রকার হইয়া থাকে, কারণ অবিদ্যার নির্ম্মলতা অর্থাৎ অবিদ্যাতে সত্ত্বগুণের আধিক্য প্রযুক্ত জীব, দেবতাপদবাচ্য হন। আর সত্ত্বগুণের কিয়দংশ রজঃ ও তমোগুণে মিশ্রিত হওয়ায় সেই অবিদ্যার কিঞ্চিদংশ নির্ম্মলতা ও অধিকাংশ মালিন্য হেতু জীব মনুষ্য নামে প্রথিত হন। এই হেতু মনুষ্য ইতর গো অশ্বাদি অপেক্ষা জ্ঞানবান্, অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজোগুণ থাকায় মনুষ্য হিতাহিত সকল বিষয়েরই বিচার করিতে সমর্থ, আর সত্ত্বগুণ থাকায় ঐশ্বরিক তত্ত্ব সাধনা দ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি সাধন করতঃ নির্ম্মল সত্ত্বগুণ দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি রূপ মোক্ষলাভ করিতে থাকে। এবং অন্য গো প্রভৃতি প্রাণিগণ অবিদ্যার মালিন্যহেতু অর্থাৎ তমোগুণের আতিশয্য প্রযুক্ত অবিদ্যা সম্পূর্ণ মালিন্যরূপ ধারণ করায় জীব, গো অশ্ব পক্ষী প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয়, তাহাদের বিবেক শক্তি নাই, তাহারা আহার, মৈথুনাদি বৈষয়িক তমোগুণ প্রধান জ্ঞান দ্বারা, স্ব স্ব জীবনধারণ বৃত্তির সমাধান করে। (কারণ শরীর) এই অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের আনন্দময় কোষ ও কারণ শরীর বলে। এই কারণ শরীরে অভিমানী ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং এই কারণ শরীরাভিমানী জীব প্রাজ্ঞপদ বাচ্য হন। (৩৩)

জীবানামুপভোগায় সুকৃতদুষ্কৃতানুতঃ ॥
স্বশক্তিমায়য়া চেশো ধিয়াগ্রে কল্পয়জ্জগৎ।
এতদ্রূপং হি কর্ত্তব্যমিতি সম্মন্যতেঽপি সঃ ॥ ৩৪
তমোঽধিকপ্রকৃতেস্তু খং বায়ুর্জ্বলনো জলম্।
ক্ষিতিশ্চ পঞ্চভূতানি জায়ন্তে চেশ্বরাজ্ঞয়া ॥ ৩৫
সত্ত্বাংশাচ্চৈব ভূতানামিন্দ্রিয়াণি যথাক্রমম্।
শ্রোত্রত্বঙ্নেত্ররসনাঘ্রাণানি চোদ্ভবন্তি বৈ ॥ ৩৬

কারণ শরীর নিরূপণ করিয়া জীবগণের উপভোগ নিমিত্ত সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর নিরূপণ করিতেছেন। অগ্রে উক্ত শরীরের কারণ আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টিক্রম বলিতেছি। পরমেশ্বর জীবের অদৃষ্টানুসারে অপরিমেয় স্বশক্তি বিশিষ্ট মায়া সহকারে প্রথমতঃ বুদ্ধিতে জগৎটী কল্পনা করেন। যে এই প্রকারই করা উচিত, এই রূপ নিশ্চয় করেন। (৩৪)

পঞ্চভূত।

পশ্চাৎ তদীয় আজ্ঞানুসারে তমঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে অগ্রে আকাশ বায়ু তেজঃ জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূত সমুদ্ভূত হয়। এই আকাশাদি পাঁচটীকে, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, অপঞ্চীকৃত ভূত এবং পঞ্চতন্মাত্র বলে। এই পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা ভৌতিক সৃষ্টি বিরাজ করিতেছে। (৩৫)

জ্ঞানেন্দ্রিয়।

উক্ত পঞ্চভূতের এক একটীর সত্ত্বগুণের অংশ হইতে

ভূততত্ত্বসমষ্টেস্তু বৃত্তিভেদেন জায়তে।
অথান্তঃকরণং তচ্চ দ্বিধা ভবতি নিশ্চিতম্।
মনঃ সংশয়রূপঞ্চ বুদ্ধির্নিশ্চয়রূপিণী ॥ ৩৭
কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকঞ্চ তেষাং জজ্ঞে রজোঽংশতঃ।
বাক্‌পাণিশ্চরণঃ পায়ুরুপস্থশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩৮

যথাক্রমে শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। যথা আকাশের সত্ত্বগুণ অংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়; বায়ুর সত্ত্বগুণ অংশ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ অংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বগুণ অংশ হইতে রসনেন্দ্রিয়; ক্ষিতির সত্ত্বগুণ অংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মে। (৩৬)

অন্তঃকরণ।

এই সমুদায় পঞ্চভূতের পঞ্চসত্ত্ব অংশ একত্র মিলিত হইলে তাহা দ্বারা অন্তঃকরণ জন্মিয়া থাকে। অন্তঃকরণ অবস্থাভেদে দুই প্রকার, মন ও বুদ্ধি, অন্তঃকরণের সংশয়াত্মক বৃত্তিকে অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অবস্থাকে মন বলে, এবং অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি বুদ্ধিশব্দে অভিহিত হয়। (৩৭)

(কর্ম্মেন্দ্রিয়)

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রত্যেক রজোগুণাংশ হইতে যথাক্রমে বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে। অর্থাৎ আকাশের রজোগুণ অংশ হইতে

তেষাং প্রাণঃ সমাজজ্ঞে রজোগুণসমন্বিতঃ।
স প্রাণো বৃত্তিভেদেন ভবেৎ প্রাণাদিপঞ্চকঃ॥ ৩৯
জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকঞ্চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চপ্রাণা মনোবুদ্ধী চৈতেষান্তু সমষ্টিতঃ।
জায়তে সূক্ষ্মদেহশ্চ স হি লিঙ্গাভিধঃ পুনঃ॥ ৪০

বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজোগুণ অংশ হইতে হস্তেন্দ্রিয়, তেজের রজোগুণ অংশ হইতে পদেন্দ্রিয়, জলের রজোগুণ অংশ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয়, পৃথিবীর রজোগুণ অংশ হইতে উপস্থ ইন্দ্রিয়, জন্মিয়া থাকে। (৩৮) প্রাণ।

উক্ত সমগ্র পঞ্চভূতের রজোগুণ মিলিত হইলে তাহা হইতে প্রাণ বায়ু উৎপন্ন হয়, সেই প্রাণ বৃত্তিভেদে অর্থাৎ অবস্থাভেদে পাঁচ প্রকার; যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, এবং ব্যান, নাসিকাস্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, পায়ুস্থিত বায়ুর নাম অপান, উদরস্থ বায়ুর নাম সমান, কটীস্থিত বায়ুর নাম উদান, এবং সমুদায় শরীর ব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান। (৩৯)

লিঙ্গ দেহ।

আকাশাদি প্রাণ পর্য্যন্ত পদার্থগুলির যে কারণ বিশেষ বর্ণনা করা হইল তাহার প্রয়োজন এই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ ও মন বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টিকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বলে।

এই লিঙ্গদেহ যত দিন জীবের মুক্তি না হয়, তত দিন

লভতে তৈজসত্বঞ্চ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানতঃ।
ঈশো হিরণ্যগর্ভাখ্যস্তয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিতা॥
ঈশঃ সমষ্টিঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যজ্ঞানতঃ।
জ্ঞানাভাবাত্তৈজসস্তু ব্যষ্টিশব্দেন চোচ্যতে॥ ৪১

পর্য্যন্ত ইহ লোক এবং পরলোকে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া থাকে, মুক্তি হইলেই এই দেহ বিনষ্ট হয়, এবং লিঙ্গদেহ আশ্রয়ী জীব ইহলোকে পাঞ্চভৌতিক দেহে ও পর লোকে ভোগ দেহে নিজকৃত পুণ্য পাপের ফল সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। (৪০)

পূর্ব্বোক্ত মলিন সত্ত্ব প্রধান অবিদ্যাতে উপহিত প্রাজ্ঞের লিঙ্গ শরীরে অভিমান বশতঃ তাঁহাকেই তৈজস বলে। এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান মায়াতে উপহিত ঈশ্বরের লিঙ্গ শরীরে অভিমান বশতঃ তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ কহে। ব্যষ্টি অর্থাৎ একটী একটী লিঙ্গ শরীরের অভিমানী জীবকে তৈজস, এবং সমষ্টি অর্থাৎ সমুদায় লিঙ্গ শরীরের অভিমানী ঈশ্বরকে হিরণ্য-গর্ভ বলা যায়। এই হিরণ্যগর্ভ যেহেতু লিঙ্গ শরীর উপাধি-বিশিষ্ট সমগ্র তৈজস জীবদিগের সহিত আপনার অভেদ জ্ঞাত আছেন এই হেতু তাঁহাকে সমষ্টি, আর সেই জ্ঞানের অভাব হেতু তৈজস প্রাজ্ঞ জীব সকলকে ব্যষ্টি কহে। (৪১)

এই লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট তৈজস প্রাজ্ঞ ও হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরের বিষয় বর্ণনা করিয়া স্থূল শরীরের বিবরণ করিতেছেন। (স্থূল শরীর) ঈশ্বর প্রাজ্ঞ প্রভৃতি জীবের উপভোগের নিমিত্ত, ভোগ্য অন্ন পানাদি ভোগের স্থান জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ

প্রাজ্ঞানামুপভোগায় ভোগ্যভোগালয়স্য চ।
ঈশো ভবায় চৈকৈকং পঞ্চীকরোতি খাদিকম্॥
এবং ত্রিবৃৎ করোতীশঃ পৃথিব্যপ্তেজসাং পুনঃ।
ত্রিবৃৎপঞ্চীকৃতৈর্ভূতৈ র্ব্রহ্মাণ্ডো জায়তে ধ্রুবম্॥৪২

উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি চারি প্রকার শরীরের সম্পাদনার্থ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চাত্মক করিলেন। অর্থাৎ পশ্চাদুক্ত অংশ অনুসারে মিশ্রিত করিলেন।

পঞ্চীকরণের নিয়ম এই প্রকার "পরমেশ্বর আকাশাদি প্রত্যেককে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করেন, পরে প্রত্যেক ভূতের ঐ এক একটি অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া পূর্ব্বকৃত আকাশের দুই খণ্ডের যে এক খণ্ড আছে তাহাতে বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর চারি চারি খণ্ডের মধ্যে সকলেরই এক একটী খণ্ড দিয়া স্থূলাকাশের এবং পূর্ব্বস্থিত বায়ুর এক অংশে আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীর ঐ চারি চারি খণ্ড হইতে এক এক খণ্ড দিয়া স্থূল বায়ুর এবং ঐ রীতিক্রমে স্থূল তেজ জল ও পৃথিবীরও সৃষ্টি করেন। এইরূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকেই পঞ্চ স্থূলভূত কহে। এই স্থূল ভূতেই শব্দাদি গুণের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয়। যদিও সূক্ষ্ম ভূতেও শব্দাদি গুণ আছে তথাপি তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত হয় না। আকাশের গুণ প্রতিধ্বনিস্বরূপ শব্দ, বায়ুর গুণ "বীসী" এইরূপ অব্যক্ত শব্দ ও অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ "না শীত না উষ্ণ মধ্যমরূপ স্পর্শ, তেজের উষ্ণস্পর্শ, ভুগু ভুগু এইরূপ অনুকরণশব্দ, জলের চুলু চুলু

এইরূপ অনুকরণশব্দ, শীতস্পর্শ, শুক্লরূপ, এবং মধুররস, এবং পৃথিবীর গুণ কড়কড়া এইরূপ অস্ফুটশব্দ, কঠিনস্পর্শ, শুক্ল নীল ও পীতাদি নানা রূপ, কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর এই ছয় রস, এবং সুরভি ও অসুরভিভেদে গন্ধদ্বয় আছে। যেরূপ পরমেশ্বর পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ করেন, সেইরূপ তেজ জল ও পৃথিবী এই তিন ভূতের ত্রিবৃৎ করণও করেন, তাহা এইরূপ; পরমেশ্বর পৃথিবী জল ও তেজ এই তিনটী ভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করেন, পরে প্রত্যেকের ঐ এক এক অর্দ্ধাংশকে পুনরায় দুই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে জলের এবং তেজের ঐ এক এক খণ্ড দিয়া মিশ্রিত করেন এবং অবশিষ্ট জলের অর্দ্ধাংশে পৃথিবী ও তেজের ঐ এক এক খণ্ড দিয়া ত্রিবৃৎ কৃতজল এইরূপ তেজের অবশিষ্ট অর্দ্ধ-অংশে পৃথিবীর এক খণ্ড ও জলের এক খণ্ড দিয়া তেজের সৃষ্টি করেন। এইরূপে পঞ্চীকৃত* ও ত্রিবৃৎ-কৃত স্থূলভূত হইতেই যথাসম্ভব ভূর্, ভুবর্, স্বর্, মহর্, জনর্, তপর্, আর সত্য এই সাতটী ক্রমশঃ উপরি উপরি বর্ত্তমান ঊর্দ্ধতন লোক, আর অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল মহাতল,

* পঞ্চীকৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর ॥০ আট আনা, আর চারি ভূতের ১/ দুই দুই করিয়া আট আনা আছে, পঞ্চীকৃত জলাদিতেও এইরূপ জানিবে। ত্রিবৃৎ কৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর ॥০ আট আনা আর জলের ।০ চারি আনা ও তেজের ।০ চারি আনা আছে, ত্রিবৃৎ কৃত জলে জলের ॥০ আট আনা পৃথিবীর ।০ চারি আনা তেজের ।০ চারি আনা আছে, ত্রিবৃৎ কৃত তেজেতেও এইরূপ জানিবে।

প্রকৃত্যা স্বর্গধর্ম্মিণ্যা তথা ত্রিগুণধর্ম্ময়া।
বিপরীতমতো বিদ্যাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বলক্ষণম্ ॥
প্রকৃতেশ্চ বিকারাণাং দ্রষ্টারমগুণান্বিতম্।
অগ্রাহ্যৌ পুরুষাবেতাবলিঙ্গত্বাদসংহিতৌ ॥

পাতাল, এই সপ্ত যথাক্রমে অধোঽধো বর্ত্তমান অধস্তন লোক ও স্থূল শরীর এবং অন্নপানীয়াদির উৎপত্তি হয়। (৪৩)

এই স্থূল শরীরী অনাত্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানরহিত দেব মনুষ্য আদি জীবগণ সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত পুণ্য ও পাপকার্য্যে রত হয়।

আর পুনরায় কর্ম্ম করিবার কারণ দেব মনুষ্যাদি শরীরে সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, ও এইরূপে জন্মমরণশীল সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া বিশেষ সুখ লাভ করিতে পারে না। যেমন নদীর ঘূর্ণ্যমান আবর্ত্তে পতিত কীট তাহা হইতে উত্তীর্ণ না হইতে হইতে আর একটী আবর্ত্তে পতিত হইয়া ভ্রমিত হয়, তথা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া নিরতিশয় সুখলাভে বঞ্চিত হয়, আর যদি তাহার পুণ্যসঞ্চয় থাকে, তবে কোন কৃপাবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উত্তোলিত হইয়া, কিঞ্চিৎ সুখ লাভ করে। এইরূপ দেব মনুষ্যাদি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ পরম নিবৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞান সাধনের জন্য অগ্রে অপৌরুষেয় বৈদিক মহাবাক্য বিচার রূপ জ্ঞানের সমালোচনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হওয়া কর্ত্তব্যবোধে মহামুনি ব্যাস-

সংযোগলক্ষণোৎপত্তিঃ কর্ম্মজা গৃহ্যতে যয়া।
করণৈঃ কর্ম্মনির্বৃত্তিঃ কর্ত্তা যদ্ যদ্ বিচেষ্টতে ॥
কীর্ত্ত্যতে শব্দসংজ্ঞাভিঃ কোঽহমেষোঽপ্যসাবিতি॥
উষ্ণীষবান্ যথাবস্ত্রৈস্ত্রিভির্ভবতি সংবৃতঃ।
সংবৃত্তোঽয়ং তথা দেহী সাত্ত্বরাজসতামসৈঃ ॥ ৪৪

দেব, এই ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক মহাবাক্যের বিচার উপক্রম করিতেছেন।

প্রকৃতি ও পুরুষের গুণের এইমাত্র ভেদ, প্রকৃতি সত্ত্বরজতম এই গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিতেছেন, পুরুষ প্রকৃতিতে সহকারীরূপে অবস্থান করিতেছেন। এবং প্রকৃতিসম্ভূত মহদাদি, যাবদীয় সৃষ্ট পদার্থের দর্শকস্বরূপ ও উক্তগুণত্রয়ের অতীত, জীব ও ঈশ্বর চক্ষুর বিষয় নহে, পরমেশ্বর নির্গুণপ্রযুক্ত, ও জীব সগুণহেতু, পরস্পর পৃথক্ হইয়াছে কিন্তু উহাদের ভেদ নাই; উপাধিমাত্র ভেদ, অর্থাৎ এক পদার্থ হইয়াও ঈশ্বর সগুণপ্রযুক্ত জীব নামে অভিহিত হন। প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়। জীব, কর্ত্তা অহং, এই অভিমানে যে যে কর্ম্মের আচরণ করে, সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে জ্ঞান করে, যৎকালীন আত্মজ্ঞান হয় তখন আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করে। যেমন উষ্ণীষবান্ ব্যক্তি

অন্যৈর্বৈদিকবাক্যৈস্তু পরোক্ষব্রহ্মধীর্ভবেৎ।
মহাবাক্যবিচারৈশ্চ সর্ব্বত্রৈবাপরোক্ষধীঃ॥ ৪৫
মহাবাক্যবিচারেণ ব্রহ্মজ্ঞানং ভবেদ্ধ্রুবম্।
তথাপি তস্য দার্ঢ্যার্থং শ্রবণাদীন্ সদাভসেৎ॥ ৪৬
ব্রহ্ম প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মাস্মীতি যজুর্মতম্।
তত্ত্বমসীতি বৈ সাম্নি চায়মাত্মেত্যথর্ব্বণি॥ ৪৭

উষ্ণীষ হইতে পৃথক্, সেইরূপ জীব সত্ত্বরজস্তমগুণযুক্ত হইলেও সেই সকল গুণ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিবেন। (৪৪)

সর্ব্বত্র অন্য বৈদিক বাক্য বিচার দ্বারা অর্থাৎ (আত্মা সত্যং তদন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যেতি) ইত্যাদি বেদবাক্য বিচার দ্বারা ব্রহ্ম আছেন এইরূপ যে ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান জন্মে তাহাকেই পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বলে। আর মহাবাক্য অর্থাৎ ঋক্ বেদে (প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম) যজুর্ব্বেদে (ব্রহ্মাস্মি) সাম বেদে (তত্ত্বমসি) অথর্ব্ববেদে (অয়মাত্মা ব্রহ্ম) এই মহাবেদবাক্য বিচার দ্বারা যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে তাহাকেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বলে। (৪৫)

যদিও মহাবাক্য বিচার দ্বারা নিশ্চিত ব্রহ্মজ্ঞান হয় বটে, তথাপি সেই জ্ঞানরে দৃঢ়তার নিমিত্ত সততই, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। (৪৬)

প্রজ্ঞান কথাটী অত্যন্ত সহজ, কিন্তু জ্ঞান কাহাকে বলে, ধাত্বর্থ বশে এই উপলব্ধি হয়, জ্ঞান শব্দের অর্থ অবগমন, কিন্তু কাহার অবগমন পঞ্চভৌতিক পদার্থের অবগমন,

কি জীবের স্বরূপ জ্ঞান, কি সংসার প্রপঞ্চের পরিজ্ঞান, কি মায়াদি বিবোধ, না পাপপুণ্যের অবগমন। অথবা জীবগণ জন্মগ্রহ করিয়া যে সমস্ত কার্য্যকলাপ সম্পাদন করে তাহার অবগতি, অর্থাৎ কোন কর্ম্ম ভাল ও কোন কর্ম্ম মন্দ তাহার অবগতির নাম জ্ঞান। অথবা (জ্ঞায়তে অনেন) এইরূপ পদ নিষ্পন্ন করিয়া জ্ঞান শব্দের অর্থ পক্ষীকৃত হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত অবলোকন করি অন্তঃকরণে যাহা ভাবি, ইহার সহিত অতীন্দ্রিয় পরম পুরুষের কি সম্পর্ক, সংসারের আদি, অন্ত কার্য্য, করণ ইত্যাদি বিশেষরূপে বোধের নাম জ্ঞান। সুতরাং ইহা হইতে কি ফল। সৎ ও অসৎ এই উভয়বিধ জ্ঞান জন্মিলে অসৎ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া, সৎভাগ মাত্র অবলম্বন করিলে মুক্তি লাভ হয়। ইহারও বিশেষ নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। আমরা কোনও একটী বস্তু অবলোকন করিলে দেখিতে পাই, ইহা হয় সাদা না হয় অন্য বিধ বর্ণ, হয় তিক্ত না হয় সুস্বাদ। দেখিতে মনোরম না হয় প্রীতির বিঘাতক। কিন্তু ইহাতে কি হইল। তাহা দ্বারা তত্তদ্বস্তুগত জ্ঞানমাত্র উপলব্ধ হইল।

এইরূপে জগতের প্রত্যেক বস্তু কতই অবলোকন করিব, কতই বা তন্ন তন্নরূপে পরীক্ষা করিতে আমাদের সামর্থ্য আছে। আমাদের মানব চক্ষু সামান্য ভূমি ও সামান্য বস্তুতে আবদ্ধ আছে। যদি যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া একটী মাত্র বৃক্ষপত্রের উপরে জীবনাতিপাত করা যায়, তাহা হইলেও তদ্গত যাবতীয় পরিজ্ঞান উপলব্ধ হইবে, এরূপ আশা

নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। জগৎস্রষ্টার ঈদৃশ অপূর্ব্ব কৌশল-জাল একটী সামান্য বস্তুতেও এরূপ ভাবে প্রকাশিত আছে, যে সহস্র বৎসরেও তাহার ইয়ত্তা হয় নাই। সুতরাং অপরাপর অগণ্য সৃষ্টিকার্য্য আমাদের নয়ন ও মনের অগোচর ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব পদার্থগত জ্ঞান লাভ দ্বারা আমাদের পূর্ণবোধের সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়, যদি পাপ পুণ্য জ্ঞানের নাম প্রকৃত জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান বলে আমরা পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যভাগ অবলম্বন করিতে পারি। কিন্তু তাহাতেই ফল কি। জীব যত দিন কর্ম্ম পাশের অধীন হইবে, তত দিন পুণ্য ও পাপ জন্য ফল ভোগ তাহাকে করিতেই হইবে। আজ অপরের জন্য দুঃখ প্রকাশ কর, আজ সহস্র দীন দুঃখীকে অন্নদান করিয়া দারিদ্র্য মোচন কর, ভূমি ও গৃহদানে দীনগণের আশ্রয় কল্পনা কর, কিন্তু তাহাতেও চিত্তের পূর্ণতৃপ্তি নাই। এই সমস্ত পুণ্যফল উপভোগের জন্য পুনরায় ধরাতলে, না হয় সুখময় স্বর্গে অবস্থান করিতে হইবে। এইজন্য প্রাচীন অনেক কবিই বলিয়াছেন "নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি"। অর্থাৎ ভগবান্ প্রজাপতিও কর্ম্মজন্য ফলভোগ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন না। এইজন্য বিষ্ণু-পুরাণে উল্লিখিত আছে "পরস্য দুঃখৈর্ভবিতা ন দুঃখী" ইহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্ম বশে সুখ অথবা দুঃখের আবির্ভাব হয়। সৎকার্য্য সুখের ও অসৎ কার্য্য দুঃখের নিদান। সুতরাং যত কাল সুখ ও দুঃখ বোধ অন্তঃকরণে জাগরিত থাকিবে, তত দিন জীব কর্ম্ম পাশের অধীন। কিন্তু কর্ম্ম হইতে

অবসর গ্রহণ করিয়া নির্বিকল্পক জ্ঞান মাত্রের অধীন না হইলে মুক্তির প্রত্যাশা নাই। অতএব অন্যের দুঃখে দুঃখী না হওয়াই পরিণামে কর্ত্তব্য। প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে কি মৃৎপিণ্ড, কি স্বর্ণতাল যে অবস্থায় উভয়ই সমান। কি মিত্র কি শত্রু যখন বিভেদ জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিভাত না হয়, স্ত্রী ও পুরুষ, আত্মীয় ও অনাত্মীয়, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সমভাবে পার্থিব জীব মাত্রকেই অবলোকন করে, তখন তাহার কর্ম্মরূপ আবরণ আপনা হইতেই স্খলিত হয়। কোনও বস্তুকে উলঙ্গ করিতে হইলে যেমন তাহার আবরক যাবতীয় দ্রব্যকে অপসৃত করিতে হয়, সেইরূপ চিত্তকে উলঙ্গ করিতে হইলে ইহার প্রধান আবরণ কর্ম্মকে অন্তরিত করিতে হয়। ঐ কর্ম্ম হইতেই দয়া, মায়া, মমতা, ক্রোধ, দ্রোহ, ঈর্ষা, ভয়, অসূয়া, লোভ, প্রভৃতি কত প্রকার কত বর্ণের পরিচ্ছদ, চিত্তকে কাল্পনিক বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া রাখে, যে হৃদয় তাহাতেই প্রকৃত সজ্জা সম্পাদিত হইয়াছে মনে করিয়া একবারে বিমুগ্ধ হয়। এবং এই সমস্ত পরিবর্ত্তন-শীল পরিচ্ছদ শোভার বশবর্ত্তী হইয়া, শত সহস্র যুগ পর্য্যন্তও ভ্রমে সমাচ্ছন্ন থাকে। যেরূপ বিশ্ববিদাহক অগ্নি ভস্মপুঞ্জে আচ্ছাদিত হইলে তাহার স্বীয় তেজ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিও এই সমস্ত কর্ম্মাবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত জ্যোতিঃ বিকাশ করিবার সহসা অবসর পায় নাই। কিন্তু বায়ুবশে ভস্মরাশি একটুকু অপসৃত হইলে যেমন অনল-রাশি পূর্ণভাবে প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ গুরুর উপদেশ ও শিক্ষা প্রভাবে কর্ম্ম পরিচ্ছদের সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই

জ্ঞানাগ্নি সেইপথ দিয়া সতেজে অনন্ত শিখা বিকিরণ করিতে থাকে, তখন মায়া মোহ প্রভৃতি অপরাপর আবরণ সমূহ ক্রমশঃ দগ্ধ হইতে থাকে। তাহার পূর্ণতাপ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া ক্রমশঃ নিলীন ও ভস্মীভূত হয়। কর্ম্ম শতধা বিচ্ছিন্ন হয়। তখন প্রকৃত জীবস্বরূপ আত্মা উপাধিশূন্য হইয়া স্বীয় বিনির্ম্মল ভাব ধারণ করে। যখন আকর হইতে সুবর্ণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ সমানীত হয়, তখন তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব বিনির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু অনল সন্তাপে যখন অপরাপর মিশ্র পদার্থ অপনীত হয়, এবং এক মাত্র স্বর্ণ নির্ম্মল ভাবে অবস্থিতি করে, তখনই তাহার স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই জ্ঞান কর্ম্মকে আশ্রয় করে কি না, জ্ঞান অবশ্যই কর্ম্মাশ্রায়ি। কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞান যত দিন স্বয়ং বিচরণ করিতে সমর্থ না হয়, তত দিন কর্ম্ম তাহাকে সাধ্যানুসারে প্রতিপালন ও পরিপুষ্ট করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সেই জ্ঞান যখন আবার স্বয়ং পরিভ্রমণে সমর্থ হইয়া স্বীয় অনন্ত জ্যোতিঃ বিকাশ করিতে থাকে, তখন কর্ম্ম নিজেই প্রস্থান করে। কর্ম্ম আর প্রখর জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। কোকিল শাবক যত দিন বায়সের বাসায় অবস্থিতি করে, যত দিন উড্ডয়ন শক্তি সঞ্চারিত না হয়, তত দিন কাককুলই তাহার অবলম্বন। কিন্তু স্বশক্তি আবির্ভূত হইলে যখন মধুর নিনাদে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত করিতে থাকে, তখন কি তাহার পরিবর্দ্ধক বায়স কুলের কা কা রব তাহার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে।